নগর সংস্করণ

বৃহস্পতিবার

৩ অক্টোবর ২০২৪

১৮ আশ্বিন ১৪৩১, ২৯ রবিউল আউয়াল ১৪৪৬

কথা কয়সহ মোট ১৬ পৃষ্ঠা। দাম ৳১২




www.prothomalo.com

বর্ষ ২৬, সংখ্যা ৩২২


ইসরায়েলি হামলায় জ্বলছে আবাসিক ভবন। আগুন নেভাতে ব্যস্ত ফায়ার সার্ভিসের সদস্যরা। গতকাল লেবাননের রাজধানী বৈরুতে। ছবি : এএফপি

# মধ্যপ্রাচ্যে যুদ্ধ ছড়িয়ে পড়ার শঙ্কা

**মধ্যপ্রাচ্য পরিস্থিতি**

ইরানের ক্ষেপণাস্ত্র হামলার পর পাল্টা হামলার হুমকি দিয়েছে ইসরায়েল। এতে পুরো মধ্যপ্রাচ্যে যুদ্ধ ছড়িয়ে পড়ার শঙ্কা দেখা দিয়েছে।

- গতকাল লেবাননে সশস্ত্র লড়াইয়ে ইসরায়েলের আট সেনা নিহত।
- জাতিসংঘ মহাসচিব গুতেরেসকে অবাঞ্ছিত ঘোষণা ইসরায়েলের।
- মঙ্গলবার রাতে ইসরায়েলে প্রায় ২০০ ক্ষেপণাস্ত্র ছোড়ে ইরান।
- ইসরায়েলের দাবি, বেশির ভাগ ক্ষেপণাস্ত্র ভূপাতিত করেছে তারা।

**এএফপি**, *তেহরান ও তেল আবিব*

ইসরায়েলে ইরানের ক্ষেপণাস্ত্র হামলায় উত্তপ্ত হয়ে উঠেছে মধ্যপ্রাচ্য পরিস্থিতি। পাল্টা হামলার হুমকি দিয়েছে ইসরায়েল। তেহরানও বলেছে, ইসরায়েল আবার হামলা করলে পরিণতি হবে ধ্বংসাত্মক। ইসরায়েলের বিরুদ্ধে হামলা জোরদার করেছে ইরান-সমর্থিত লেবাননের সশস্ত্র সংগঠন হিজবুল্লাহ ও ইয়েমেনের সশস্ত্র হুতি বিদ্রোহী গোষ্ঠী। এতে পুরো মধ্যপ্রাচ্যে যুদ্ধ ছড়িয়ে পড়ার আশঙ্কা দেখা দিয়েছে।

এদিকে লেবাননে হিজবুল্লাহ ও ইসরায়েলের সেনাদের মধ্যে সম্মুখ লড়াই চলছে। গতকাল বুধবার লেবাননের দক্ষিণাঞ্চলে হিজবুল্লাহর সঙ্গে লড়াইয়ে নিহত হয়েছেন ইসরায়েলি আট সেনা। ফিলিস্তিনের গাজায় হামলা চালিয়ে যাচ্ছে ইসরায়েল। গতকালও গাজায় অর্ধশতাধিক ফিলিস্তিনি নিহত হয়েছেন। এ নিয়ে গত বছরের ৭ অক্টোবর থেকে গাজায় ইসরায়েলি হামলায় প্রায় ৪২ হাজার ফিলিস্তিনি প্রাণ হারালেন।

গাজায় ইসরায়েলি হত্যাযজ্ঞের প্রতিবাদে এক বছর ধরে ইসরায়েলের সঙ্গে লড়ছে হিজবুল্লাহ ও হুতি। তাদের সমরাস্ত্র ও আর্থিকভাবে সমর্থন দিচ্ছে ইরান। পাশাপাশি গাজার শাসকগোষ্ঠী হামাসকেও সহযোগিতা করে আসছিল তেহরান। ইরান সরাসরি জড়িত না থাকলেও ইসরায়েলের সঙ্গে চলছিল ছায়াযুদ্ধ। মঙ্গলবার রাতে ইসরায়েলে ক্ষেপণাস্ত্র হামলার মধ্য দিয়ে যুদ্ধে ইরান সরাসরি জড়িয়ে পড়ল।

গত শুক্রবার লেবাননে ইসরায়েলি বিমান হামলায় নিহত হন হিজবুল্লাহপ্রধান হাসান নাসরুল্লাহ। এরপর সোমবার রাতে লেবাননে সেনা পাঠায় ইসরায়েল। এরপর ইরান প্রায় ২০০ ক্ষেপণাস্ত্র দিয়ে ইসরায়েলে হামলা করে। এতে ১৯৬৭ সালে আরব-ইসরায়েল যুদ্ধের পর সবচেয়ে বিপজ্জনক পরিস্থিতিতে পড়েছে মধ্যপ্রাচ্য। বিশ্লেষকদের আশঙ্কা, ইরানের হামলার মধ্য দিয়ে এই যুদ্ধ পুরো অঞ্চলে ছড়িয়ে পড়তে পারে।

এদিকে গতকাল সিরিয়ার রাজধানী দামেস্কের উপকণ্ঠে বিমান হামলা চালিয়েছে ইসরায়েল। সিরিয়ার রাষ্ট্রায়ত্ত সংবাদমাধ্যম জানিয়েছে, এ হামলায় অন্তত তিনজন বেসামরিক নাগরিক নিহত হয়েছেন। ইরান-সমর্থিত ইরাকের মিলিশিয়া গোষ্ঠীগুলো হুমকি দিয়ে বলেছে, যুক্তরাষ্ট্র যদি এই সংঘাতে ইসরায়েলের পক্ষে অংশ নেয়, তাহলে ইরাকে অবস্থিত মার্কিন ঘাঁটিগুলোতে হামলা চালাতে শুরু করবে তারা।

ইরান ও ইসরায়েলকে সংযত হওয়ার আহ্বান জানিয়েছে আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়। বিশ্বনেতারা বলছেন,


**এরপর পৃষ্ঠা ৪ কলাম ৪**

» নৈরাজ্য ছড়ানোর পরিণতি ইসরায়েলকে ভোগ করতে হবে পৃষ্ঠা ৮

» সংযত হওয়ার আহ্বান ইরান-ইসরায়েলকে পৃষ্ঠা ১১


ছাত্র-জনতার আন্দোলন

## হামলার অভিযোগে আওয়ামী লীগের ১৫ নেতা-কর্মী গ্রেপ্তার

**নিজস্ব প্রতিবেদক**, *ঢাকা*

রাজধানীসহ তিন জেলায় বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের বিক্ষোভ কর্মসূচি চলাকালে গুলি ও হামলার পৃথক ঘটনায় করা মামলায় আওয়ামী লীগ ও এর সহযোগী সংগঠনের ১৫ নেতা-কর্মীসহ ১৬ জনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। গত দুদিনে ঢাকা, রংপুর ও কিশোরগঞ্জের বিভিন্ন স্থানে অভিযান চালিয়ে পুলিশ ও র‍্যাব তাঁদের গ্রেপ্তার করে।

ঢাকা মহানগর পুলিশ (ডিএমপি) ও র‍্যাবের পৃথক বিজ্ঞপ্তিতে এই তথ্য জানানো হয়। গ্রেপ্তার ব্যক্তিরা হলেন যুবলীগের প্রেসিডিয়াম সদস্য আনোয়ারুল ইসলাম, জাতীয় শ্রমিক লীগ ঢাকা মহানগর উত্তরের সভাপতি আল মামুন মিয়া, পল্লবী থানার বাউনিয়া এ ব্লকের যুবলীগের সভাপতি আবদুর রহমান ওরফে সুজন, সি ব্লকের সাংগঠনিক সম্পাদক মো. শাহীন খান, যুবলীগের সদস্য সোহেল, খিলগাঁও থানার ২ নং ওয়ার্ড আওয়ামী লীগের সহসভাপতি রানা ওরফে পিস্তল রানা ও ১ নং ওয়ার্ডের সাবেক শ্রমিক লীগ সভাপতি তাজুল ইসলাম।


**এরপর পৃষ্ঠা ২ কলাম ২**


খাগড়াছড়িতে সহিংসতা

## পরিস্থিতি স্বাভাবিক হয়ে আসছে, ১৪৪ ধারা প্রত্যাহার

**প্রতিনিধি**, *খাগড়াছড়ি*

স্বাভাবিক হয়ে আসছে খাগড়াছড়ি শহরের পরিস্থিতি। গতকাল বুধবার বেলা তিনটার দিকে পৌর এলাকা থেকে ১৪৪ ধারা প্রত্যাহার করেছে প্রশাসন। শহরের বিভিন্ন সড়কে ব্যাটারিচালিত অটোরিকশা চলাচল করতে দেখা গেছে। বিভিন্ন কাজে লোকজন ঘর থেকে বের হচ্ছেন।

১৪৪ ধারা প্রত্যাহারের বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন জেলা প্রশাসক মো. সহিদুজ্জামান। তিনি বলেন, পরিস্থিতি স্বাভাবিক হওয়ায় বেলা তিনটায় ১৪৪ ধারা প্রত্যাহার করা হয়েছে।

গত মঙ্গলবারের সহিংসতার ঘটনায় অতিরিক্ত জেলা প্রশাসককে প্রধান করে চার সদস্যের একটি তদন্ত কমিটি গঠন করা হয়েছে। পাশাপাশি শিক্ষককে পিটিয়ে হত্যা ও ছাত্রী ধর্ষণের ঘটনায় সদর থানায় পৃথক দুটি মামলা হয়েছে।

খাগড়াছড়ি সদর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা আবদুল বাতেন মৃধা বলেন, এ ঘটনায় সদর থানায় দুটি মামলা হয়েছে। একটি ধর্ষণের অভিযোগে মামলা, অপরটি পুলিশের ওপর হামলার মামলা। ধর্ষণ মামলাটি করেছেন ঘটনার শিকার ছাত্রীর মা।


**এরপর পৃষ্ঠা ৪ কলাম ৪**


# সরকার পতনের ২ মাস আগে বসুন্ধরাকে বিশেষ সুবিধা

**জ্বালানি তেল**

বিদ্যুতের মতো জ্বালানি তেলও বেসরকারি খাতে ছাড়া হয়। সরকারের শেষ সময়ে তেল বিক্রির অনুমতি দেওয়া হয় বসুন্ধরাকে।

> “বেসরকারি খাতের অভিজ্ঞতা খুব খারাপ। একচেটিয়া মুনাফার প্রবণতায় মূল্য নিয়ন্ত্রণে থাকে না। জ্বালানি খাতের বাজার ব্যবসায়ীদের হাতে ছাড়া যাবে না, এটা সরকারের কাছেই রাখতে হবে।
>
> **এম শামসুল আলম**, জ্বালানি উপদেষ্টা, ক্যাব

**মহিউদ্দিন**, *ঢাকা*

বিগত দেড় দশকে বিদ্যুৎ উৎপাদন অর্ধেকের বেশি চলে গেছে বেসরকারি খাতের দখলে। তরলীকৃত প্রাকৃতিক গ্যাস (এলএনজি) আমদানির অনুমতি পেয়েছে বেসরকারি কোম্পানি। এরপর একটি কোম্পানিকে সুবিধা দিতে দেশের ইতিহাসে প্রথমবারের মতো বেসরকারি খাতে জ্বালানি তেল বিক্রির নীতিমালা করা হয়। আওয়ামী লীগ সরকারের শেষ সময়ে বাজারে সরাসরি জ্বালানি তেল বিক্রির অনুমোদন পায় বসুন্ধরা গ্রুপ।

ছাত্র-জনতার অভ্যুত্থানে গত ৫ আগস্ট আওয়ামী লীগ সরকারের পতন ঘটে। এর আগে ১০ জুন বাংলাদেশ পেট্রোলিয়াম করপোরেশনে (বিপিসি) একটি চিঠি পাঠায় জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগ। এতে বলা হয়, অপরিশোধিত জ্বালানি তেল আমদানি করে মজুত, পরিবহন ও প্রক্রিয়াকরণের মাধ্যমে উৎপাদিত তেল নিজস্ব ব্যবস্থাপনায় বিক্রির বিষয়ে বসুন্ধরা অয়েল অ্যান্ড গ্যাস কোম্পানিকে অনুমতি দেওয়া হলো।

দেশে বর্তমানে জ্বালানি তেল আমদানি ও সরবরাহ করে একমাত্র রাষ্ট্রীয় সংস্থা বাংলাদেশ পেট্রোলিয়াম করপোরেশন (বিপিসি)। বিশেষজ্ঞ ও ভোক্তা অধিকারকর্মীরা বলছেন, জ্বালানি তেলের ব্যবসা বেসরকারি খাতে দেওয়া হলে মানুষকে তা বেশি দাম দিয়ে কিনতে হবে। যেটা হয়েছে বিদ্যুৎ খাতে। জ্বালানি তেল একটি ‘কৌশলগত’ পণ্য। এর ব্যবসা পুরোটাই সরকারি খাতে থাকা উচিত।


**এরপর পৃষ্ঠা ২ কলাম ৪**


# মানুষ নতুন একটা রাজনৈতিক পরিসর খুঁজছে

**বিশেষ সাক্ষাৎকার** শেষ পর্ব

**মাহফুজ আলম**

মাহফুজ আলম

মাহফুজ আলম ছাত্র-জনতার অভ্যুত্থান-পরবর্তী অন্তর্বর্তী সরকারের প্রধান উপদেষ্টার বিশেষ সহকারী। অভ্যুত্থানের পরে ছাত্র, নাগরিক ও অন্তর্বর্তী সরকারের মধ্যে যোগাযোগ রক্ষার জন্য গঠিত লিয়াজোঁ কমিটির তিনি ছিলেন সমন্বয়ক। আন্দোলনে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আইনশাস্ত্রের এই স্নাতক ছিলেন রাজনৈতিক-বুদ্ধিবৃত্তিক সহযোগীর দায়িত্বে। ছাত্রদের আন্দোলন এবং সামাজিক ও রাজনৈতিক রূপান্তরে তাঁদের ভাবনা নিয়ে তাঁর সাক্ষাৎকার নিয়েছেন *প্রথম আলোর* নির্বাহী সম্পাদক **সাজ্জাদ শরিফ**।

**প্রথম আলো :** আমরা এখন ইসলামপন্থী নানা দলের আওয়াজ শুনতে পাচ্ছি। কেউ কেউ তো খেলাফতের কথাও বলছেন।

**মাহফুজ আলম :** বাংলাদেশে খেলাফতের কথা প্রথম শুরু করেছেন হাফেজ্জী হুজুর। তাঁর দলের নামও ছিল খেলাফত আন্দোলন। তাঁর রাজনীতির একটা মজার পরিভাষা আছে, তওবার রাজনীতি। মানে, আগের রাজনৈতিক ভুলগুলো থেকে তওবা করে বাংলাদেশ রাষ্ট্রকে গড়ে তুলতে হবে। এই পরিভাষা রাজনৈতিক ধর্মতত্ত্বের। তাদের রাজনীতিটাও গণতান্ত্রিক নির্বাচনী রাজনীতিই। খেলাফত প্রতিষ্ঠার দাবি নিয়ে অনেকেই বলছেন। জামায়াতে ইসলামীও খেলাফতই চায়। কিন্তু কথা হলো, কীভাবে? বুঝতে হবে যে বর্তমান যুগে রাষ্ট্র এমন এক নিপীড়নমূলক প্রতিষ্ঠান হয়ে উঠেছে, যার সঙ্গে কোনো ধর্মই যায় না।

**প্রথম আলো :** ধর্ম তো প্রাণবান ও চিন্তাশীল একজন মানুষের নিজের উপলব্ধির বিষয়। অথচ রাষ্ট্র একটি প্রতিষ্ঠান। প্রতিষ্ঠান তো নিজের হয়ে কোনো ধর্ম বরণ করতে পারে না। সে ক্ষেত্রে আমার প্রশ্ন হলো, ইসলামের সঙ্গে মানুষের সংযোগ তাহলে কোন পরিসরে হবে?

**মাহফুজ আলম :** সমাজ, সংস্কৃতি, আচার আর অভ্যাস হলো ধর্মের পরিসর। ধর্ম থেকে রাষ্ট্রে


**এরপর পৃষ্ঠা ৫**

**আজকের আবহাওয়া**
রংপুর, রাজশাহী, ঢাকা, ময়মনসিংহ, খুলনা, বরিশাল, চট্টগ্রাম ও সিলেট বিভাগের অধিকাংশ জায়গায় অস্থায়ীভাবে দমকা হাওয়াসহ হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টি হতে পারে।

আজ সূর্যাস্ত : ৫টা ৪৪ মিনিটে
কাল সূর্যোদয় : ৫টা ৫১ মিনিটে

গতকাল দেশের তাপমাত্রা
সর্বোচ্চ : সৈয়দপুর ও শ্রীমঙ্গলে ৩৫° সে.
সর্বনিম্ন : বান্দরবানে ২৫.২° সেলসিয়াস

**নামাজের সূচি**

| | | | |
|---|---|---|---|
| ফজর | ৪:৩৭ | মাগরিব | ৫:৪৭ |
| জোহর | ১১:৫০ | এশা | ৭:০০ |
| আসর | ৪:০৪ | কাল ফজর | ৪:৩৮ |



## মালয়েশিয়ার প্রধানমন্ত্রী ঢাকায় আসছেন কাল

**বাসস**, *ঢাকা*

আনোয়ার ইব্রাহিম

মালয়েশিয়ার প্রধানমন্ত্রী আনোয়ার ইব্রাহিম আগামীকাল শুক্রবার বাংলাদেশ সফরে আসছেন। পররাষ্ট্রবিষয়ক উপদেষ্টা মো. তৌহিদ হোসেন গণমাধ্যমকে এ তথ্য জানিয়েছেন।

গত ৫ আগস্ট আওয়ামী লীগ সরকারের পতনের পর ড. মুহাম্মদ ইউনূসের নেতৃত্বাধীন অন্তর্বর্তী সরকার ক্ষমতা গ্রহণের পর এটি হবে কোনো বিদেশি সরকারপ্রধানের প্রথম বাংলাদেশ সফর।

গত মঙ্গলবার বিকেলে পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ে সাংবাদিকদের ব্রিফিংকালে উপদেষ্টা বলেন, মালয়েশিয়ার প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে তাঁর মন্ত্রিসভার সদস্য, উপমন্ত্রী, আইনপ্রণেতা (এমপি), ঊর্ধ্বতন সরকারি কর্মকর্তা ও উচ্চপদস্থ প্রতিনিধিদের সমন্বয়ে ৫৮ সদস্যের একটি প্রতিনিধিদল থাকবে।

তৌহিদ হোসেন বলেন, সফরের সময় মালয়েশিয়ার প্রধানমন্ত্রী প্রধান উপদেষ্টার সঙ্গে একান্ত বৈঠক করবেন এবং ঢাকায় এক দিনের অবস্থানকালে রাষ্ট্রপতি মো. সাহাবুদ্দিনের সঙ্গেও সাক্ষাৎ করবেন। তিনি বলেন, প্রধান উপদেষ্টার সঙ্গে মালয়েশিয়ার প্রধানমন্ত্রীর সাক্ষাতের আগ্রহের পরিপ্রেক্ষিতে দ্রুত এ সফরের আয়োজন করা হয়।

## বিএনপিও করল সংস্কার কমিটি

**বিশেষ প্রতিনিধি**, *ঢাকা*

সংবিধানসহ প্রাতিষ্ঠানিক সংস্কারে অন্তর্বর্তী সরকার যে ছয়টি কমিশন করেছে, তার আলোকে ছায়া কমিটি করেছে বিএনপিও। গত মঙ্গলবার রাতে অনুষ্ঠিত দলের স্থায়ী কমিটির সভায় এ কমিটি চূড়ান্ত করা হয়। শিগগিরই কমিটিকে সংস্কার প্রস্তাব তৈরি করতে বলা হয়েছে।

বিএনপির সূত্র জানিয়েছে, স্থায়ী কমিটির সদস্য খন্দকার মোশাররফ হোসেন, নজরুল ইসলাম খান, হাফিজ উদ্দিন আহমদ, সালাহউদ্দিন আহমেদ ও এ জেড এম জাহিদ হোসেনকে প্রধান করে পৃথক সংস্কার কমিটি করা হয়েছে। তবে কাকে কোন সংস্কার কমিটির প্রধান করা হয়েছে এবং কমিটিতে আর কারা আছেন, তা নিশ্চিত হওয়া যায়নি। এ বিষয়ে দলীয়ভাবে জানানো হতে পারে বলে সংশ্লিষ্ট সূত্রে জানা গেছে।

ইতিমধ্যে অন্তর্বর্তী সরকার নির্বাচনব্যবস্থা, পুলিশ, বিচার বিভাগ, জনপ্রশাসন, সংবিধান ও দুর্নীতি দমন বিষয়ে সংস্কারের জন্য ছয়টি কমিশন করেছে।

প্রধান উপদেষ্টা ড. মুহাম্মদ ইউনূস গত ১১ সেপ্টেম্বর জাতির উদ্দেশে দেওয়া ভাষণে নির্বাচনব্যবস্থা, পুলিশ, বিচার বিভাগ, জনপ্রশাসন, সংবিধান ও দুর্নীতি দমন বিষয়ে সংস্কারের জন্য ছয়টি কমিশন গঠনের কথা বলেছিলেন।

## সাইফুলকে তুলে নেওয়ার ঘটনায় মির্জা ফখরুলের উদ্বেগ

**নিজস্ব প্রতিবেদক**, *ঢাকা*

দেশে গুমের শিকার পরিবারগুলোর সংগঠন 'মায়ের ডাক'-এর সমন্বয়ক সানজিদা ইসলাম ও বিএনপি নেতা সাজেদুল ইসলাম সুমনের ভাই সাইফুল ইসলামকে (শ্যামল) তুলে নিয়ে যাওয়ার ঘটনায় উদ্বেগ জানিয়েছেন বিএনপির মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর। গতকাল বুধবার গণমাধ্যমে পাঠানো এক বিবৃতিতে এই উদ্বেগের কথা জানানো হয়।

প্রসঙ্গত, রাজধানীর শাহীনবাগে তাঁদের বাসা থেকে গত সোমবার বেলা আড়াইটার দিকে সেনাসদস্যরা তাঁর ভাই সাইফুলকে তুলে শেরেবাংলা নগর এলাকার সেনা ক্যাম্পে নিয়ে যান। বিকেল পাঁচটায় তাঁকে আবার বাসার সামনে নামিয়ে দিয়ে যান। সেদিনই আন্তঃবাহিনী জনসংযোগ পরিদপ্তর (আইএসপিআর) থেকে পাঠানো এক প্রেস বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, সাইফুলের বিরুদ্ধে চাঁদাবাজির অভিযোগে তাঁকে জিজ্ঞাসাবাদের জন্য নেওয়া হয়েছিল। তাঁর পরিবারের পক্ষ থেকে এ অভিযোগ অস্বীকার করা হয়েছে।

সাইফুলকে তুলে নেওয়ার ঘটনার প্রতিবাদ জানিয়ে দেওয়া বিবৃতিতে বিএনপির মহাসচিব বলেন, প্রায় এক যুগ আগে গুম হয়েছেন বিএনপি নেতা সাজেদুল হক সুমন। গুম হওয়ার পর তাঁর পরিবার মানসিকভাবে বিপদগ্রস্ত ও আতঙ্কগ্রস্ত। গুম হওয়ার এত বছর পর আবারও ৩০ সেপ্টেম্বর 'সেনাবাহিনীর পরিচয়ে' তাঁদের বাড়িতে অভিযান চালিয়ে সাজেদুল হকের ভাই সাইফুল ইসলামকে তুলে নিয়ে যাওয়ার ঘটনায় পরিবারটি আতঙ্কিত হয়ে পড়েছে।

## জুবাইদা রহমানের সাজা স্থগিত

**নিজস্ব প্রতিবেদক**, *ঢাকা*

জ্ঞাত আয়বহির্ভূত সম্পদ অর্জনের অভিযোগে করা মামলায় বিএনপির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমানের স্ত্রী জুবাইদা রহমানের সাজা স্থগিত করেছে সরকার। স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের সুরক্ষা সেবা বিভাগ এ-সংক্রান্ত প্রজ্ঞাপন জারি করেছে।

প্রজ্ঞাপনে বলা হয়, সাজা স্থগিত চেয়ে জুবাইদা রহমানের করা আবেদন এবং আইন, বিচার ও সংসদবিষয়ক মন্ত্রণালয়ের মতামতের আলোকে ২০০৭ সালের ২৬ সেপ্টেম্বর কাফরুল থানায় তাঁর বিরুদ্ধে দেওয়া দণ্ডাদেশ বিজ্ঞ আদালতে আত্মসমর্পণপূর্বক আপিল করার শর্তে এক বছরের জন্য নির্দেশক্রমে স্থগিত করা হলো।

প্রজ্ঞাপনে গত ২২ সেপ্টেম্বর লেখা থাকলেও গতকাল বুধবার বিষয়টি জানা গেছে। জ্ঞাত আয়বহির্ভূত সম্পদ অর্জনের অভিযোগে গত বছর জুবাইদা রহমানকে তিন বছরের কারাদণ্ড ও ৩৫ লাখ টাকা অর্থদণ্ড দেন আদালত।

প্রধান উপদেষ্টা ড. মুহাম্মদ ইউনূসের সঙ্গে বাংলাদেশে ইতালির রাষ্ট্রদূত আন্তোনিও আলেসান্দ্রো সাক্ষাৎ করেন। গতকাল প্রধান উপদেষ্টার কার্যালয়ে। ছবি : পিআইডি

## বাংলাদেশের পুলিশ সংস্কারে সহায়তা করবে ইতালি

### প্রধান উপদেষ্টাকে রাষ্ট্রদূত

**বাসস**, *ঢাকা*

ঢাকায় নিযুক্ত ইতালির রাষ্ট্রদূত আন্তোনিও আলেসান্দ্রো বলেছেন, ইতালি বাংলাদেশের পুলিশ সংস্কারে সহায়তা এবং দেশটিতে আনুষ্ঠানিক অভিবাসনের জন্য একসঙ্গে কাজ করবে। গতকাল বুধবার প্রধান উপদেষ্টা অধ্যাপক ড. মুহাম্মদ ইউনূসের সঙ্গে তাঁর তেজগাঁওয়ের কার্যালয়ে সৌজন্য সাক্ষাৎকালে তিনি এ কথা বলেন।

নিউইয়র্কে জাতিসংঘ সদর দপ্তরে প্রধান উপদেষ্টা ও ইতালির প্রধানমন্ত্রী জর্জিয়া মেলোনির মধ্যে বৈঠকের এক সপ্তাহ পর এ সাক্ষাৎ অনুষ্ঠিত হলো। বৈঠকে ইতালিতে নিরাপদ, সুসমন্বিত ও নিয়মিত অভিবাসন এবং অর্থনৈতিক ও বাণিজ্য সহযোগিতার বিষয়টি প্রাধান্য পেয়েছে।

মেলোনির সঙ্গে বৈঠকে ড. ইউনূস বাংলাদেশ থেকে ইতালিতে বড় আকারে আনুষ্ঠানিক অভিবাসনের আহ্বান জানান। জবাবে ইতালির প্রধানমন্ত্রী বলেন, উভয় দেশেরই অবৈধ অভিবাসন ঠেকাতে জোর প্রচেষ্টা চালানো উচিত। তিনি বলেন, 'আমরা বাংলাদেশের অভিবাসীদের রক্ষা করতে চাই। আমাদের তুলনামূলক ভালো নিয়মিত অভিবাসনের জন্য কাজ করতে হবে।'

ইতালির রাষ্ট্রদূত অন্তর্বর্তী সরকারের সংস্কার প্রচেষ্টার প্রশংসা করে নিরাপত্তা বাহিনীর প্রশিক্ষণসহ পুলিশ সংস্কারে ইতালির সহায়তার প্রস্তাব দেন। তিনি বলেন, 'আমাদের পুলিশ বেশ কয়েকটি দেশে এ সহায়তা দিয়ে থাকে।'

এ সময় আলেসান্দ্রো আশা প্রকাশ করেন, দুই দেশের মধ্যে দ্বিপক্ষীয় বাণিজ্য শিগগিরই ঘুরে দাঁড়াবে। তিনি বলেন, বর্তমানে দুই দেশের মধ্যে দ্বিপক্ষীয় বাণিজ্য প্রায় ২৫০ কোটি মার্কিন ডলার।

এ ছাড়া ইতালি দূতাবাস শিগগিরই একটি চলচ্চিত্র উৎসব ও একটি বেলে নৃত্যানুষ্ঠানের আয়োজন করবে বলেও জানান রাষ্ট্রদূত।

## প্রধান উপদেষ্টা দলগুলোর সঙ্গে আবারও আলোচনায় বসছেন

**প্রেস সচিবের ব্রিফিং**

**বিশেষ প্রতিবেদক**, *ঢাকা*

আগামী শনিবার থেকে আবারও রাজনৈতিক দলগুলোর সঙ্গে আলোচনা করবেন অন্তর্বর্তী সরকারের প্রধান উপদেষ্টা ড. মুহাম্মদ ইউনূস। সেখানে উপদেষ্টারাও উপস্থিত থাকবেন।

প্রধান উপদেষ্টার প্রেস সচিব শফিকুল আলম গতকাল বুধবার সন্ধ্যায় রাজধানীর ফরেন সার্ভিস একাডেমিতে আয়োজিত এক সংবাদ ব্রিফিংয়ে এ সিদ্ধান্ত জানিয়েছেন।

প্রেস সচিব বলেন, গত ৮ আগস্ট অন্তর্বর্তী সরকার গঠনের পর ইতিমধ্যে দুই দফায় উপদেষ্টা পরিষদের সঙ্গে রাজনৈতিক দলগুলোর সভা হয়েছে। এটিরই চলমান প্রক্রিয়ায় শনিবার আবারও আলোচনা শুরু হবে। দেশের প্রধান দলগুলোর সঙ্গে এ আলোচনা হবে।

শফিকুল আলম বলেন, এ আলোচনার মুখ্য বিষয়, ছয় সংস্কার কমিশনের কাজের অগ্রগতি সম্পর্কে অবহিত করা; দেশের আইনশৃঙ্খলা বিষয় নিয়ে আলোচনা এবং তাদের পরামর্শ নেওয়া। দুই থেকে তিন দিনের মধ্যে সংস্কার কমিশন গঠিত হবে বলেও তিনি আশা প্রকাশ করেন।

প্রসঙ্গত, প্রধান উপদেষ্টা ড. মুহাম্মদ ইউনূস ১১ সেপ্টেম্বর জাতির উদ্দেশে দেওয়া ভাষণে সংবিধান, নির্বাচনব্যবস্থা, বিচার বিভাগ, জনপ্রশাসন, পুলিশ ও দুর্নীতি দমন বিষয়ে সংস্কারের জন্য ছয়টি কমিশন গঠনের কথা জানান।

নির্বাচনব্যবস্থা সংস্কার কমিশনের প্রধান হিসেবে দায়িত্ব পালন করবেন বদিউল আলম মজুমদার, পুলিশ সংস্কার কমিশনের প্রধান সফর রাজ হোসেন, বিচার বিভাগ সংস্কার কমিশনের প্রধান বিচারপতি শাহ আবু নাঈম মমিনুর রহমান, দুর্নীতি দমন সংস্কার কমিশনের প্রধান ইফতেখারুজ্জামান, জনপ্রশাসন সংস্কার কমিশনের প্রধান হিসেবে দায়িত্ব পালন করবেন আবদুল মুয়ীদ চৌধুরী। আর সংবিধান সংস্কার কমিশনের প্রধান হিসেবে প্রথমে শাহদীন মালিকের নাম ঘোষণা করা হলেও পরে তা পরিবর্তন করে অধ্যাপক আলী রীয়াজকে দায়িত্ব দেওয়া হয়।

অন্তর্বর্তী সরকারের ঘোষণা অনুযায়ী, ১ অক্টোবর কমিশনের কাজ শুরুর করার কথা ছিল। কমিশনগুলো আগামী ৩১ ডিসেম্বরের মধ্যে প্রতিবেদন দেবে। প্রতিবেদনের সুপারিশ নিয়ে অন্তর্বর্তী সরকারের উপদেষ্টা পরিষদ রাজনৈতিক দলগুলোর সঙ্গে আলোচনা করবে। এরপর পরামর্শমূলক মতবিনিময় করা হবে, যেখানে সমাজের সব পর্যায়ের মানুষের প্রতিনিধিত্ব থাকবে। এভাবে সংস্কারকাঠামো চূড়ান্ত করার পরিকল্পনা করেছে সরকার।

কিন্তু কমিশন গঠনের বিষয়ে গতকাল পর্যন্ত কোনো প্রজ্ঞাপন জারি হয়নি।

রাজনৈতিক দলগুলোর সঙ্গে আলোচনার আগে কমিশন গঠন করা হতে পারে কি না—এমন প্রশ্নের জবাবে প্রধান উপদেষ্টার প্রেস সচিব শফিকুল আলম বলেন, কমিশন গঠন রাজনৈতিক দলের আলোচনার ওপর নির্ভর করছে না। কমিশনগুলোর প্রধানেরা ইতিমধ্যে কাজ শুরু করেছেন। কার্যপরিধিও হয়েছে। তাঁদের জন্য অফিসও খোঁজা হচ্ছে। এখন কমিশনের যাঁরা সদস্য হবেন, সম্মতির জন্য তাঁদের সঙ্গে পরামর্শ করা হচ্ছে।

রাজনৈতিক দলগুলোর সঙ্গে কত দিন ধরে আলোচনা হবে, সে বিষয়ে জানতে চাইলে প্রেস সচিব বলেন, সেটি আপাতত বলতে পারছেন না।

## ১৫ নেতা-কর্মী গ্রেপ্তার

**প্রথম পৃষ্ঠার পর**

সাব্বির

মারুফ

ইব্রাহীম

আনোয়ারুল ইসলাম

আবদুল মোতালিব

সারোয়ার খালিদ

আল মামুন মিয়া

গ্রেপ্তার সারোয়ার খালিদের রাজনৈতিক পরিচয় জানা যায়নি।

ঢাকা মহানগর উত্তরের ৫৪ নং ওয়ার্ড আওয়ামী লীগের সহসভাপতি মো. আবদুল মোতালিব, আওয়ামী লীগ কর্মী সাব্বির, মারুফ ও ইব্রাহীম। গ্রেপ্তার আরেক ব্যক্তি সারোয়ার খালিদের রাজনৈতিক পরিচয় জানা যায়নি।

ডিএমপি সূত্র জানায়, গত ৪ আগস্ট পল্লবীর পপুলার ডায়াগনস্টিক সেন্টারের সামনের সড়কে ছাত্র-জনতার সঙ্গে আন্দোলনে অংশ নিয়েছিলেন মো. ইমরান হোসেন। এ সময় আন্দোলনরত ছাত্র-জনতার ওপর এলোপাতাড়ি গুলিবর্ষণ করেন আওয়ামী লীগের বিভিন্ন সহযোগী সংগঠনের নেতা-কর্মীরা। এতে তিনি গুরুতর আহত হন। উপস্থিত লোকজন তাঁকে প্রথমে একটি ক্লিনিকে নিয়ে গেলে ভয়ে সেখানে চিকিৎসা দেওয়া হয়নি। খবর পেয়ে ইমরানের মা ঘটনাস্থলে ছুটে যান। পরে মিরপুর ১০ নম্বর-সংলগ্ন ডা. আজমল হাসপাতাল লিমিটেডে নিয়ে গেলে কর্তব্যরত চিকিৎসক তাঁকে মৃত ঘোষণা করেন। এ ঘটনায় ইমরানের মা বাদী হয়ে ২৭ আগস্ট পল্লবী থানায় একটি হত্যা মামলা করেন। মামলাটি তদন্তকালে ঘটনাস্থলের আশপাশের সিসিটিভি ফুটেজ বিশ্লেষণ করে গুলি করা যুবলীগের নেতাসহ তিনজনকে গ্রেপ্তার করা হয়।

ডিএমপি জানিয়েছে, গত ৪ আগস্ট খিলগাঁওয়ের মালিবাগ কমিউনিটি সেন্টারের কাছে আন্দোলনরত ছাত্র-জনতার ওপর এলোপাতাড়ি গুলিবর্ষণ করেন আওয়ামী লীগের নেতা-কর্মীরা। এ সময় সাব্বির হোসেন নামের এক ব্যক্তি গুলিবিদ্ধ হন। লোকজন তাঁকে মুগদা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে নিয়ে যান। পরে চিকিৎসা শেষে সুস্থ হয়ে বাসায় ফেরেন তিনি। ওই ঘটনায় গত ১০ সেপ্টেম্বর সাব্বির হোসেন বাদী হয়ে খিলগাঁও থানায় একটি মামলা করেন। ঘটনাস্থলের আশপাশের সিসিটিভি ফুটেজ বিশ্লেষণ করে সাব্বিরের ওপর আক্রমণের সঙ্গে জড়িত আওয়ামী লীগের নেতা রানা ওরফে পিস্তল রানা ও শ্রমিক লীগের নেতা তাজুল ইসলামকে গ্রেপ্তার করে পুলিশ।

পুলিশের তথ্য অনুযায়ী, গত ৫ আগস্ট ছাত্র-জনতার অভ্যুত্থানে সাবেক প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা সরকারের পতনের পর বিকেলে উত্তরা পশ্চিম থানার জসিমউদ্দিন রোডের আরকে টাওয়ারের সামনে ছাত্র-জনতার বিজয় উল্লাস চলছিল। এ সময় আওয়ামী লীগ ও সহযোগী সংগঠনের নেতা-কর্মীরা তাঁদের ওপর এলোপাতাড়ি গুলিবর্ষণ করেন। এতে শিক্ষার্থী ওমর নুরুল আবছার গুরুতর আহত হন। পরে স্থানীয় একটি হাসপাতালে নিয়ে গেলে কর্তব্যরত চিকিৎসক তাঁকে মৃত ঘোষণা করেন। ওই ঘটনায় গত ৩১ আগস্ট ওই শিক্ষার্থীর মা উত্তরা পশ্চিম থানায় একটি হত্যা মামলা করেন। মামলাটি তদন্তকালে ঘটনাস্থলের আশপাশের সিসিটিভি ফুটেজ বিশ্লেষণ করে ওই ঘটনায় জড়িত আওয়ামী লীগের দুই নেতা আল মামুন মিয়া ও মো. আবদুল মোতালিবকে শনাক্ত করার পর গ্রেপ্তার করা হয়।

৫ আগস্ট বিকেলে উত্তরার ৩ নম্বর সেক্টরের রবীন্দ্রসরণিতে ছাত্র-জনতার ওপর আওয়ামী লীগের নেতা-কর্মীদের ছোড়া গুলিতে সানজিদ হোসেন মৃধা নামের এক ব্যক্তি গুরুতর আহত হন বলে ডিএমপি জানিয়েছে। পরে তাঁকে উত্তরার ক্রিসেন্ট হাসপাতালে নিয়ে গেলে কর্তব্যরত চিকিৎসক মৃত ঘোষণা করেন। ওই ঘটনায় গত ১৯ সেপ্টেম্বর তাঁর বাবা ঢাকার সিএমএম কোর্টে মামলা করেন। ওই মামলায় আওয়ামী লীগের তিন কর্মী সাব্বির, মারুফ ও ইব্রাহীমকে গ্রেপ্তার করা হয়।

এদিকে আন্দোলন কর্মসূচিতে হামলার ঘটনায় যুবলীগের সাবেক ভারপ্রাপ্ত সভাপতি ও প্রেসিডিয়াম সদস্য আনোয়ারুল ইসলামকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। মঙ্গলবার রাজধানীর কলাবাগান এলাকা থেকে তাঁকে গ্রেপ্তার করা হয়। তাঁর বিরুদ্ধে ৬ সেপ্টেম্বর কলাবাগান থানায় মামলা করা হয়।

ছাত্র-জনতার আন্দোলন চলাকালে রাজধানীর মোহাম্মদপুর এলাকায় মো. সুজন নামের এক যুবককে গুলি করে হত্যা মামলার অন্যতম আসামি সারোয়ার খালিদকে (৫৪) গ্রেপ্তার করেছে র‍্যাব। গতকাল বিকেলে নগরের মোহাম্মদপুর এলাকা থেকে তাঁকে গ্রেপ্তার করা হয়।

এদিকে রংপুরে ছাত্র-জনতার আন্দোলনে নিহত ফল বিক্রেতা মেরাজুল ইসলাম হত্যা মামলায় মহানগর আওয়ামী লীগের সাবেক সহসভাপতি নবী উল্লাহকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। গতকাল ভোরে নগরের কলেজ রোড খামারপাড়া এলাকা থেকে তাঁকে গ্রেপ্তার করা হয়। গত ১৯ জুলাই রংপুর সিটি বাজার এলাকায় গুলিবিদ্ধ হয়ে মেরাজুল ইসলাম নিহত হন। এ ঘটনায় নিহত মেরাজুলের মা আম্বিয়া খাতুন বাদী হয়ে মামলা করেন।

আর কিশোরগঞ্জ জেলা আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক এম এ আফজলসহ দলের তিন নেতাকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। গতকাল ভোর ও সকালে তাঁদের গ্রেপ্তার করে আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী। গ্রেপ্তার অন্য দুজন হলেন তাড়াইল উপজেলা আওয়ামী লীগের সভাপতি আজিজুল হক ও সাধারণ সম্পাদক গিয়াস উদ্দিন (লাকি)।

পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, গতকাল সকাল ৯টার দিকে জেলা শহরের বাসা থেকে এম এ আফজলকে গ্রেপ্তার করে র‍্যাব। তাঁর নামে কিশোরগঞ্জ সদর মডেল থানায় বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের কর্মসূচিতে হামলার অভিযোগে মামলা রয়েছে।

### ব্লিঙ্কেন-জয়শঙ্কর বৈঠক

## ভারতীয় উপমহাদেশের পরিস্থিতি নিয়ে আলোচনা

**প্রথম আলো ডেস্ক**

যুক্তরাষ্ট্রের পররাষ্ট্রমন্ত্রী অ্যান্টনি ব্লিঙ্কেন ও ভারতের পররাষ্ট্রমন্ত্রী এস জয়শঙ্করের মধ্যে দ্বিপক্ষীয় বৈঠক হয়েছে। গত মঙ্গলবার ওয়াশিংটন ডিসিতে অনুষ্ঠিত এ বৈঠকে তাঁরা অন্যান্য বিষয়ের সঙ্গে ভারতীয় উপমহাদেশের চলমান ঘটনাপ্রবাহ নিয়ে আলোচনা করেন।

প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির নেতৃত্বে ভারতে টানা তৃতীয়বার বিজেপি সরকার গঠন করার পর প্রথমবারের মতো দ্বিপক্ষীয় সফরে যুক্তরাষ্ট্রে গেছেন পররাষ্ট্রমন্ত্রী এস জয়শঙ্কর। মঙ্গলবার মার্কিন পররাষ্ট্র দপ্তরে অ্যান্টনি ব্লিঙ্কেনের সঙ্গে বৈঠক করেন তিনি। বৈঠকে দ্বিপক্ষীয় সহযোগিতার সম্পর্ক, মধ্যপ্রাচ্য, ভারতীয় উপমহাদেশের চলমান ঘটনাপ্রবাহ, ভারত-প্রশান্ত মহাসাগর ও ইউক্রেন যুদ্ধ নিয়ে আলোচনা করেন দুই পররাষ্ট্রমন্ত্রী।

বৈঠকের পর সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম এক্সে দেওয়া এক পোস্টে ভারতের পররাষ্ট্রমন্ত্রী লিখেছেন, 'ওয়াশিংটন ডিসিতে (মার্কিন পররাষ্ট্রমন্ত্রী) অ্যান্টনি ব্লিঙ্কেনের সঙ্গে বৈঠক করে আমি উচ্ছ্বসিত। দ্বিপক্ষীয় সহযোগিতা, পশ্চিম এশিয়া (মধ্যপ্রাচ্য) পরিস্থিতি, ভারতীয় উপমহাদেশে চলমান ঘটনাপ্রবাহ, ভারত ও প্রশান্ত মহাসাগর এবং ইউক্রেন যুদ্ধ নিয়ে আমরা আলোচনা করেছি।'

মার্কিন পররাষ্ট্র দপ্তরের সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতেও অ্যান্টনি ব্লিঙ্কেন ও এস জয়শঙ্করের মধ্যে বৈঠকের বিষয়টি জানানো হয়েছে। বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়েছে, যুক্তরাষ্ট্র ও ভারতের দ্বিপক্ষীয় সম্পর্ক আরও গভীর করা নিয়ে ব্লিঙ্কেন ও জয়শঙ্কর আলোচনা করেছেন।

## হাসিনা সরকারের বিতর্কিতদের পালানো নিয়ে প্রশ্ন বিএনপির

বিএনপির নেতারা মনে করেন, হত্যা মামলার পরও এসব আসামি কীভাবে বিদেশে পালালেন, এ বিষয়ে জনমনে যথেষ্ট প্রশ্ন ও উদ্বেগ আছে।

**বিশেষ প্রতিনিধি**, *ঢাকা*

ছাত্র-জনতার অভ্যুত্থানে ক্ষমতাচ্যুত শেখ হাসিনা সরকারের বিতর্কিত মন্ত্রী ও ব্যক্তিদের অনেকে এখনো গ্রেপ্তার হননি। বিশেষ করে, গণ-অভ্যুত্থানে যাঁরা ছাত্র-জনতা হত্যার সহযোগী ছিলেন এবং যাঁদের বিরুদ্ধে হত্যা মামলা হয়েছে। এমন বিতর্কিত ব্যক্তি, মন্ত্রী, সংসদ সদস্যসহ আওয়ামী লীগের নেতারা এখনো গ্রেপ্তার না হওয়া নিয়ে প্রশ্ন তুলেছে বিএনপির নীতিনির্ধারণী পর্ষদ জাতীয় স্থায়ী কমিটি। গত মঙ্গলবার রাতে স্থায়ী কমিটির এ সভা হয়।

বিএনপির দায়িত্বশীল সূত্র জানিয়েছে, গত ৫ আগস্ট ছাত্র-জনতার অভ্যুত্থানের দুই মাসের মাথায় এসেও বিতর্কিত ব্যক্তিদের অনেকে গ্রেপ্তার না হওয়া নিয়ে দলের স্থায়ী কমিটির সভায় কয়েকজন সদস্য প্রশ্ন তোলেন। এ বিষয়ে পরে সদস্যরা আলোচনা করেন।

সভায় স্থায়ী কমিটির একজন সদস্য বলেন, তাঁরা ইতিমধ্যে বিভিন্ন সংবাদমাধ্যমে দেখতে পেয়েছেন, পতিত শেখ হাসিনা সরকারের বিতর্কিত ও গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তি, মন্ত্রী ও সংসদ সদস্য বিদেশে পালিয়ে গেছেন। তাঁদের কাউকে কাউকে ভারতের বিভিন্ন মাজার ও পার্কেও দেখা গেছে। বিএনপির নেতারা মনে করেন, হত্যা মামলার পরও এসব আসামি কীভাবে বিদেশে পালালেন, কারা তাঁদের পালিয়ে যেতে সহযোগিতা করেছে, এসব বিষয়ে জনমনে যথেষ্ট প্রশ্ন ও উদ্বেগ আছে।

এরই মধ্যে আওয়ামী লীগ সরকারের বিতর্কিত মন্ত্রী ওবায়দুল কাদের, হাছান মাহমুদ, জাহাঙ্গীর কবির নানক, মোহাম্মদ আলী আরাফাতসহ অনেকের গোপনে পালিয়ে যাওয়ার খবর এসেছে। সর্বশেষ সাবেক স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী আসাদুজ্জামান খান কামালের দেশ ছাড়ার কথা জানিয়েছে ঢাকার একটি বেসরকারি টেলিভিশন। তারা প্রতিবেদনে বলেছে, গত শনিবার সন্ধ্যায় আসাদুজ্জামান খান ও আওয়ামী লীগের সাবেক সংসদ সদস্য অসীম কুমার উকিল, তাঁর স্ত্রী অপু উকিলসহ কয়েকজনকে ভারতের পশ্চিমবঙ্গের কলকাতার ইকোপার্কে দেখা গেছে।

**যা বলছে পুলিশ-র‍্যাব**

যদিও কলকাতায় দেখা যাওয়া সাবেক স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী আসাদুজ্জামান খানের দেশ ছাড়ার কোনো তথ্য অভিবাসী পুলিশের কাছে নেই বলে জানিয়েছেন পুলিশের বিশেষ শাখার (এসবি) প্রধান অতিরিক্ত পুলিশ মহাপরিদর্শক (চলতি দায়িত্বে) মো. শাহ আলম। খবরটি গণমাধ্যমে দেখেছেন জানিয়ে তিনি *প্রথম আলো*কে বলেন, 'তাঁরা কীভাবে গেছেন, সে তথ্য ইমিগ্রেশন পুলিশে নেই। তবে এতটুকু নিশ্চয়তা দিতে পারি, স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীসহ যাঁদের দেখা গেছে, তাঁরা কেউ ইমিগ্রেশন ক্রস করেননি। ইমিগ্রেশনে তাঁদের দেশত্যাগের কোনো তথ্য নেই। তাঁরা অবৈধ পথে দেশ ছেড়েছেন।'

এ বিষয়ে গতকাল বুধবার র‍্যাবের আইন ও গণমাধ্যম শাখার পরিচালক (মুখপাত্র) লে. কর্নেল মো. মুনীম ফেরদৌসও সাংবাদিকদের সঙ্গে কথা বলেছেন। রাজধানীর কারওয়ান বাজারে র‍্যাবের মিডিয়া সেন্টারে তিনি সাংবাদিকদের প্রশ্নের জবাবে বলেন, 'সাবেক স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর ভারতে অবস্থানের বিষয়ে আপনারা যেভাবে জেনেছেন, আমিও সেভাবে জেনেছি। আমাদের গোয়েন্দারা কাজ করেছেন।'

বিএনপির নীতিনির্ধারণী নেতারা বলছেন, ক্ষমতাচ্যুত ফ্যাসিবাদী সরকারের মন্ত্রী-এমপিসহ পুলিশ প্রশাসনের বিতর্কিত ব্যক্তিরা কীভাবে দেশ ছেড়ে যেতে পারলেন, তা তাঁদের বোধগম্য নয়।

সূত্র জানিয়েছে, মঙ্গলবারের স্থায়ী কমিটির সভায় এ বিষয়টি ছাড়াও দেশের চলমান পরিস্থিতি, গুরুত্বপূর্ণ প্রাতিষ্ঠানিক সংস্কার এবং আগামী জাতীয় নির্বাচন নিয়েও আলোচনা হয়।

নাম প্রকাশ না করার শর্তে স্থায়ী কমিটির একজন সদস্য গতকাল *প্রথম আলো*কে বলেন, চলমান পরিস্থিতি, সংস্কার ও নির্বাচন প্রশ্নে অন্তর্বর্তী সরকারের সঙ্গে তাঁরা আলোচনার প্রয়োজনীয়তা অনুভব করছেন।

**দখল** সড়কের এক পাশ দখল করে বসেছে দোকান। অন্য পাশেও অ্যাম্বুলেন্সসহ রাখা হয়েছে বিভিন্ন যানবাহন। এ কারণে সরু হয়ে পড়েছে চলাচলের রাস্তা। যান চলাচলে সৃষ্টি হয়েছে প্রতিবন্ধকতা। গতকাল ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের সামনে। আশরাফুল আলম

## বসুন্ধরাকে বিশেষ সুবিধা

**প্রথম পৃষ্ঠার পর**

বাজারে জ্বালানি তেল বিক্রির যে অনুমতি জ্বালানি বিভাগ দিয়েছে, তা জানিয়ে গত ১৮ জুলাই বসুন্ধরাকে চিঠি দেয় বিপিসি। এতে চুক্তি করার আগে নন-জুডিশিয়াল স্টাম্পে লিখিত অঙ্গীকারনামা ও ৩৮৮টি ফিলিং স্টেশনের সমন্বয়ে নিজস্ব বিপণনব্যবস্থা তৈরিসহ বিস্তারিত কর্মপরিকল্পনা জমা দিতে বলা হয়। তবে এখন পর্যন্ত বসুন্ধরা কর্মপরিকল্পনা জমা দেয়নি।

বিপিসির দুজন দায়িত্বশীল কর্মকর্তা নাম প্রকাশ না করার শর্তে *প্রথম আলো*কে বলেন, বেসরকারি খাতে জ্বালানি তেল বিক্রির অনুমতি প্রদানে রাজি ছিল না বিপিসি। তাই শুরু থেকেই তারা এ বিষয়ে নেতিবাচক সুপারিশ করেছে জ্বালানি বিভাগে। সাত বছরে এটি দফায় দফায় পিছিয়েছে। এরপর জ্বালানি বিভাগ অনুমোদন দেওয়ার এক মাসের বেশি সময় পর বসুন্ধরাকে চিঠি পাঠানো হয়। এখন নতুন সরকারের সিদ্ধান্তের অপেক্ষায় আছে বিপিসি।

অনুমোদনের পত্রে ৩৭টি শর্ত বেঁধে দেয় জ্বালানি বিভাগ। সরকারি এসব শর্ত ভঙ্গ করলে কোনো কারণ দর্শানো ছাড়াই অনুমোদন বাতিল করা যাবে বলে উল্লেখ করা হয়। শর্তের মধ্যে রয়েছে পরিচালনা ও তেল বিক্রি নিয়ে বিপিসির সঙ্গে চুক্তি ও নিরাপত্তা জামানত প্রদান করা, প্রথম তিন বছর উৎপাদিত জ্বালানি তেলের ৬০ শতাংশ বিপিসির কাছে ও বাকি ৪০ শতাংশ নিজস্ব বিপণনব্যবস্থায় বিক্রি এবং পরবর্তী দুই বছর ৫০ শতাংশ পর্যন্ত তেল বিপিসির বাইরে বিক্রি করার সুযোগ। তেলের দাম নির্ধারণ করবে বিপিসি। বিপিসির চাহিদা না থাকলে সংস্থাটির কাছ থেকে অনাপত্তি নিয়ে বাজারে বা বিদেশে রপ্তানি করা যাবে জ্বালানি তেল।

শর্তে আরও বলা হয়েছে, নিজস্ব ব্যবস্থাপনায় তেল বিক্রির জন্য তিন বছরে সারা দেশে ৩৮৮টি ফিলিং স্টেশন বা পরিবেশক নিতে পারবে বসুন্ধরা। যেসব সিএনজি ও এলপিজি স্টেশনের তেল বিক্রির অনুমতি নেই, তারাও বসুন্ধরার পরিবেশক হতে পারবে। সরকারি কোম্পানি পদ্মা, মেঘনা ও যমুনার পরিবেশকেরা চুক্তি বাতিল করে বসুন্ধরার পরিবেশক হতে পারবে।

বিপিসির চেয়ারম্যান মো. আমিন উল আহসান গত রোববার *প্রথম আলো*কে বলেন, বসুন্ধরা এখন পর্যন্ত কর্মপরিকল্পনা জমা দেয়নি। তাই এটি নিয়ে আর কোনো অগ্রগতি নেই। তবে বেসরকারি খাতে জ্বালানি তেল বিক্রির নীতিমালা বাতিল হয়নি। জ্বালানি বিভাগও এ বিষয়ে নতুন কোনো নির্দেশনা দেয়নি। তিনি বলেন, বসুন্ধরা কর্মপরিকল্পনা জমা দিলে জ্বালানি বিভাগের নির্দেশনা নিয়ে এগোবে বিপিসি।

**বসুন্ধরার জন্যই তৈরি হয় নীতিমালা**

বেসরকারি খাতে জ্বালানি তেল বিক্রির অনুমোদন পেতে আবেদনকারীর যোগ্যতায় বলা হয়েছে, বছরে ১৫ লাখ টন জ্বালানি তেল পরিশোধনের ক্ষমতাসম্পন্ন শোধনাগার তৈরি করতে হবে। এর মধ্যেই দুই লাখ টন জ্বালানি তেল মজুতের সক্ষমতা তৈরি করতে হবে। বিপিসির একজন কর্মকর্তা নাম প্রকাশ না করার শর্তে বলেন, মূলত বসুন্ধরাকে অনুমতি দিতেই 'বেসরকারি পর্যায়ে অপরিশোধিত জ্বালানি তেল আমদানিপূর্বক মজুত, প্রক্রিয়াকরণ, পরিবহন ও বিপণন নীতিমালা-২০২৩' তৈরি করা হয়। বসুন্ধরা ছাড়া আর কেউ আবেদন করেনি।

ঢাকার কেরানীগঞ্জে বসুন্ধরার পরিশোধনাগার থেকে ২০১৯ সালে বিটুমিন উৎপাদন শুরু হয়। সড়ক-মহাসড়কের ঢালাই কাজে এসব বিটুমিন ব্যবহৃত হয়। বিটুমিন পরিশোধনের পাশাপাশি কিছু পরিমাণে ডিজেল, ফার্নেস তেল ও ন্যাপথা উৎপাদন করা হয় সেখানে। এর বাইরে চট্টগ্রামে আরও একটি পরিশোধনাগার নির্মাণের পরিকল্পনা ছিল বসুন্ধরার।

বিপিসি সূত্র বলছে, বসুন্ধরা বিটুমিন উৎপাদনের প্ল্যান্ট স্থাপনের অনুমতি পায় ২০১৬ সালের ১৫ জুন। এরপর নিজস্ব ব্যবস্থাপনায় জ্বালানি তেল বিক্রি করার অনুমতি চেয়ে ২০১৭ সালের ৬ সেপ্টেম্বর আবেদন করে। ওই বছরের অক্টোবরে বিপিসি এ বিষয়ে নেতিবাচক মতামত পাঠায় জ্বালানি বিভাগে। ২০১৮ সালের অক্টোবরে জ্বালানি বিভাগের নির্দেশনায় একটি উচ্চপর্যায়ের কমিটি গঠন করা হয়। ওই কমিটি বসুন্ধরার উৎপাদিত তেল বিপিসির কাছে বিক্রির সুপারিশ করে। ২০২০ সালের জুলাইয়ে আবার আবেদন করে বসুন্ধরা। তাদের উৎপাদিত বিটুমিন সরাসরি ক্রেতার কাছে ও ডিজেল বিপিসির কাছে বিক্রির অনুমোদন দেওয়া হয়। আর বিপিসির অনুমতি নিয়ে তারা বাজারে বিক্রি করছে ফার্নেস তেল ও ন্যাপথা।

সরকারি নথি বলছে, জ্বালানি বিভাগ থেকে তেল সরাসরি বাজারে বিক্রির অনুমতি না পেয়ে ২০২২ সালের ৩১ মার্চ তৎকালীন প্রধানমন্ত্রীর বিদ্যুৎ, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ উপদেষ্টা তৌফিক-ই-ইলাহী চৌধুরীর কাছে আবেদন করে বসুন্ধরা। এর পরিপ্রেক্ষিতে ওই বছরের জুনে আবার বিপিসির মতামত চায় জ্বালানি বিভাগ। এবার বেসরকারি খাতে সীমিত পরিসরে আমদানি ও বিপণনের সুযোগ দেওয়া যেতে পারে বলে মতামত দেয় বিপিসি। এরপর এ-সংক্রান্ত একটি নীতিমালা তৈরি নিয়ে দফায় দফায় চিঠি চালাচালি করে বিপিসি ও জ্বালানি বিভাগ। গত বছরের ১১ জুন বেসরকারি খাতে জ্বালানি তেল বিক্রির নীতিমালার প্রজ্ঞাপন জারি করা হয়। ওই বছরের নভেম্বরে জ্বালানি তেল বিক্রির অনুমতি চেয়ে আবার আবেদন করে বসুন্ধরা অয়েল। এরপর গত জুনে তাদের অনুমতি দেওয়া হয়।

বিষয়টি নিয়ে জানতে চাইলে বসুন্ধরা গ্রুপের প্রেস অ্যান্ড মিডিয়া উপদেষ্টা মোহাম্মদ আবু তৈয়ব *প্রথম আলো*কে বলেন, তিনি বিষয়টি জানেন না। বসুন্ধরা অয়েল অ্যান্ড গ্যাসের ব্যবসা দেখেন বসুন্ধরা গ্রুপের ব্যবস্থাপনা পরিচালক সায়েম সোবহানের সেক্রেটারি ও বসুন্ধরা গ্রুপের নির্বাহী পরিচালক মাকসুদুর রহমান।

মাকসুদুর রহমানের মুঠোফোন বন্ধ পাওয়া গেছে। তাঁকে হোয়াটসঅ্যাপে খুদে বার্তা পাঠিয়েও সাড়া পাওয়া যায়নি।

**জ্বালানিনিরাপত্তায় হুমকির শঙ্কা**

বসুন্ধরা সরাসরি বাজারে তেল বিক্রি শুরু করলে তাদের প্রতিযোগিতা হবে বিপিসির সঙ্গে। বিশেষজ্ঞ ও বিপিসির কর্মকর্তাদের আশঙ্কা, তেলের বাজারে সরাসরি বিক্রির অনুমতি পেলে শুরুতে বেসরকারি খাত কম দামে বিক্রি করে সরকারি প্রতিষ্ঠানকে সংকটে ফেলবে। একসময় তেলের বাজার দখল নিয়ে তারা দাম বাড়িয়ে দেবে। এখন জাতীয় কোম্পানি জনগণের স্বার্থ বিবেচনা করে দাম নির্ধারণ করে। আর বেসরকারি খাত দেখে মুনাফা।

বিশেষজ্ঞরা এ ক্ষেত্রে তরলীকৃত পেট্রোলিয়াম গ্যাসের (এলপিজি) উদাহরণ দেন। তাঁরা বলছেন, এলপিজি খাত বেসরকারি কোম্পানিগুলোর নিয়ন্ত্রণে। সরকারিভাবে দাম নির্ধারণ করা হলেও, তা কেউ মানে না। মাশুল দিতে হচ্ছে ভোক্তাদের। বিদ্যুৎ খাতে এখন বিপুল পরিমাণে কেন্দ্রভাড়া দিতে হচ্ছে। বিদ্যুতের দাম বেড়েছে ব্যাপকভাবে।

পেট্রলপাম্পের মালিকেরা বলছেন, বেসরকারি কোম্পানি শুরুতে কম দামে সরবরাহ করে সরকারি কোম্পানির বাজার নষ্ট করতে পারে। আবার বিশ্ববাজারে দাম বাড়লে মজুত করে দাম বাড়ানোর চাপ তৈরি করতে পারে। জ্বালানি তেল সরকারি খাতে থাকায় দাম নিয়ন্ত্রণ সহজ হচ্ছে।

দেশে জ্বালানি তেলের চাহিদা বছরে প্রায় ৭০ লাখ টন। এর মধ্যে দেশে ১৫ লাখ টন পরিশোধন করে সরকারি কোম্পানি ইস্টার্ন রিফাইনারি লিমিটেড। বাকিটা পরিশোধিত অবস্থায় আমদানি করা হয়। প্রতিবছর জ্বালানি তেলের চাহিদা বাড়ছে। ২০২৬-২৭ অর্থবছরে চাহিদা ৮০ লাখ টন ছাড়াতে পারে। অপরিশোধিত তেল আমদানি করে দেশে পরিশোধন করলে খরচ কম পড়ে। তাই ৩০ লাখ টন পরিশোধন সক্ষমতার কারখানা করতে ইআরএল-২ নামে প্রকল্পের উদ্যোগ নেওয়া হয়েছিল। অবশ্য এক যুগেও তা সরকারের চূড়ান্ত অনুমোদন পায়নি।

ভোক্তা অধিকার সংগঠন কনজ্যুমারস অ্যাসোসিয়েশন অব বাংলাদেশের (ক্যাব) জ্বালানি উপদেষ্টা এম শামসুল আলম *প্রথম আলো*কে বলেন, বেসরকারি খাতের অভিজ্ঞতা খুব খারাপ। একচেটিয়া মুনাফার প্রবণতায় মূল্য নিয়ন্ত্রণে থাকে না। জ্বালানি খাতের বাজার ব্যবসায়ীদের হাতে ছাড়া যাবে না, এটা সরকারের কাছেই রাখতে হবে। তাই অবিলম্বে বসুন্ধরার অনুমোদন বাতিল করতে হবে।

“প্রশাসনে এখনো আওয়ামী লীগের দোসররা বহাল তবিয়তে কাজ করছে বলেই দেশে নতুন করে শুরু হয়েছে ষড়যন্ত্র।

**মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর,** মহাসচিব, বিএনপি
গতকাল এক বিবৃতিতে





## সংক্ষেপে

### প্রধান উপদেষ্টার মুখ্য সচিব পদে নতুন মুখ

অন্তর্বর্তী সরকারের প্রধান উপদেষ্টার মুখ্য সচিব হিসেবে নিয়োগ পেয়েছেন সাবেক যুগ্ম সচিব মো. সিরাজ উদ্দিন মিয়া। ভূমিসচিব পদেও আনা হয়েছে পরিবর্তন। এ ছাড়া নিয়োগের দুই দিনের মাথায় নতুন নৌপরিবহন সচিবকে ওএসডি (বিশেষ ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা) করা হয়েছে। গতকাল বুধবার জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের পৃথক প্রজ্ঞাপনে এসব তথ্য জানানো হয়েছে। সিরাজ উদ্দিন মিয়াকে অন্যান্য কর্মসম্পর্ক পরিত্যাগের শর্তে দুই বছর মেয়াদে প্রধান উপদেষ্টার মুখ্য সচিব পদে নিয়োগ দেওয়া হয়েছে। নিয়োগের অন্যান্য শর্ত চুক্তিপত্র দিয়ে নির্ধারিত হবে। বিসিএস ১৯৮২ ব্যাচের কর্মকর্তা সিরাজ উদ্দিন মিয়া দীর্ঘদিন ওএসডি ছিলেন। ওএসডি থাকা অবস্থায় তিনি অবসরে যান। তিনি সিরাজ উদ্দিন সাথী নামের আমলাতন্ত্রসহ বিভিন্ন বিষয়ে বেশ কিছু বই লিখেছেন। এদিকে এ এস এম সালেহ আহমেদকে ভূমিসচিব পদে দুই বছর মেয়াদে চুক্তিতে নিয়োগ দেওয়া হয়েছে। এত দিন ধরে ভূমিসচিবের দায়িত্বে থাকা মো. খলিলুর রহমানকে জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ে ওএসডি করা হয়েছে।
**বিশেষ প্রতিবেদক,** *ঢাকা*

### সোহেল রানার জামিন স্থগিত

সাভারে রানা প্লাজা ধসে হতাহতের ঘটনায় করা মামলায় ভবনমালিক সোহেল রানাকে হাইকোর্টের দেওয়া অন্তর্বর্তীকালীন জামিন স্থগিত করেছেন আপিল বিভাগের চেম্বার আদালত। হাইকোর্টের আদেশ স্থগিত চেয়ে রাষ্ট্রপক্ষের করা আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে গতকাল বুধবার চেম্বার বিচারপতি মো. রেজাউল হক এ আদেশ দেন। গতকাল আদালতে রাষ্ট্রপক্ষে শুনানিতে ছিলেন অতিরিক্ত অ্যাটর্নি জেনারেল মোহাম্মদ আরশাদুর রউফ ও অনীক আর হক। সোহেল রানার পক্ষে শুনানি করেন আইনজীবী সৈয়দ মামুন মাহবুব, সঙ্গে ছিলেন আইনজীবী মো. সাজ্জাদ আলী চৌধুরী।
**নিজস্ব প্রতিবেদক,** *ঢাকা*

শব্দদূষণ রোধে যানবাহনের চালক ও সহকারীদের সচেতন করতে প্ল্যাকার্ড হাতে স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন গ্রিন ভয়েসের সদস্যরা। বিতরণ করা হচ্ছে লিফলেট। পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়ের উদ্যোগে বিভিন্ন সংগঠন এ প্রচারের কাজ করছে। গতকাল রাজধানীর উত্তরায়। ছবি : তানভীর আহাম্মেদ

# হর্ন বাজানো নিয়ন্ত্রণে আনতে ডিসেম্বর থেকে জরিমানা

**ইউএনবিকে রিজওয়ানা হাসান**

প্রথমবার আইনভঙ্গে ৫০০ টাকা জরিমানা। দ্বিতীয়বার করলে আরও বেশি।

**ইউএনবি,** *ঢাকা*

পর্যায়ক্রমে পুরো ঢাকা শহরকে হর্নমুক্ত করতে কাজ শুরু করেছে অন্তর্বর্তী সরকার। প্রথমে গুরুত্বপূর্ণ এলাকাগুলোতে, পরে পুরো ঢাকা শহর এবং ধীরে ধীরে বিভাগীয় শহরগুলোতেও শব্দদূষণ বন্ধের উদ্যোগ নেওয়া হবে।

রিজওয়ানা হাসান

ইউএনবিকে দেওয়া বিশেষ সাক্ষাৎকারে এ পরিকল্পনা জানালেন পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন উপদেষ্টা সৈয়দা রিজওয়ানা হাসান। তিনি জানান, হর্ন বাজানো নিয়ন্ত্রণের বিধিতেও পরিবর্তন আনা হবে।

রিজওয়ানা হাসান বলেন, হর্ন বাজানোর দীর্ঘদিনের অভ্যাস পরিবর্তন করতে প্রথমে মানুষকে সচেতন করা প্রয়োজন। এরপর আইনের প্রয়োগ। জরিমানা কার্যকর করার আগে সব ধরনের গাড়িচালক ও সাধারণ মানুষকে সচেতন করা হবে।

উপদেষ্টা বলেন, হর্ন বাজানো নিয়ন্ত্রণ করতে ডিসেম্বর থেকে জরিমানা কার্যকর করা হবে। প্রথমবার আইন ভঙ্গ করলে ৫০০ টাকা জরিমানা করা হবে। দ্বিতীয়বার করলে আরও বেশি টাকা জরিমানা করা হবে।

রিজওয়ানা হাসান আরও বলেন, ঢাকায় যানবাহনের হর্নে মানুষের শ্রবণশক্তি কমছে। এটি হৃদ্‌রোগ, উচ্চ রক্তচাপ ও স্নায়ুরোগ সৃষ্টি করতে পারে। চালকদের হর্ন না বাজাতে উৎসাহিত করতে সবার প্রতি আহ্বান জানিয়ে তিনি বলেন, লাইসেন্স নবায়নের শর্ত হিসেবে হর্ন বাজানোর ওপর নিষেধাজ্ঞা থাকবে।

ঢাকা শহরে হর্ন ছাড়াও মাইকিং, বিজ্ঞাপন, নির্মাণকাজসহ বিভিন্নভাবে শব্দদূষণ হচ্ছে। নিরাপদ ভবিষ্যতের জন্য হর্নসহ অন্য সব শব্দ বন্ধ করে একটি ‘কম শব্দযুক্ত’ দেশ গড়ার কথা উল্লেখ করেন রিজওয়ানা হাসান।

পরিবেশ উপদেষ্টা বলেন, (ট্রাফিকে) লাল বাতি থেকে সবুজ বাতি এলেই সব গাড়ি হর্ন বাজানো শুরু করে। এটা উচিত নয়। হর্ন বাজানোর আগে ভাবতে হবে, এটি জরুরি কি না।

এদিকে ১ অক্টোবর থেকে হজরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর ও আশপাশের তিন কিলোমিটার এলাকাকে ‘নীরব এলাকা’ ঘোষণা করা হয়েছে। ওই এলাকায় হর্ন বাজানো নিষিদ্ধ করা হয়েছে। হর্ন বাজালে কারাদণ্ড বা জরিমানা হতে পারে।

এ বিষয়ে বাংলাদেশ বেসামরিক বিমান চলাচল কর্তৃপক্ষের (বেবিচক) চেয়ারম্যান এয়ার ভাইস মার্শাল মো. মঞ্জুর কবীর ভূঁইয়া ইউএনবিকে জানান, শাহজালাল বিমানবন্দর ও এর সামনের তিন কিলোমিটার মহাসড়ক হর্নমুক্ত ‘নীরব এলাকা’ হিসেবে ঘোষণা করা হয়েছে। সে অনুযায়ী বিমানবন্দরের উত্তরে স্কলাস্টিকা পয়েন্ট থেকে দক্ষিণে লা মেরিডিয়ান পয়েন্ট পর্যন্ত নীরব এলাকা।

# নবম শ্রেণিতে বিভাগ বিভাজন নয়

**গণসাক্ষরতা অভিযানের সুপারিশ**

শিক্ষার বৈষম্য দূর করতে শিক্ষা কমিশন করাসহ নানা ধরনের প্রস্তাব দিয়েছে সংস্থাটি।

**বিশেষ প্রতিবেদক,** *ঢাকা*

“আমরা বলতে বাধ্য হচ্ছি, শিক্ষাকে অগ্রাধিকারে রাখা হয়নি। শিক্ষা ‘সাইডলাইনে’ চলে গেছে।

**রাশেদা কে চৌধুরী,** নির্বাহী পরিচালক, গণসাক্ষরতা অভিযান

নবম শ্রেণিতে বিভাগ (বিজ্ঞান, মানবিক ও ব্যবসায় শিক্ষা) বিভাজন না করার সুপারিশ করেছে শিক্ষা নিয়ে কাজ করা বেসরকারি সংস্থাগুলোর মোর্চা গণসাক্ষরতা অভিযান। সংস্থাটি বলছে, নবম শ্রেণি থেকে বিশেষায়িত বিভাগ বিভাজন শিক্ষায় ও সমাজে বৈষম্য তৈরি করছে। সংস্থাটি শিক্ষার বৈষম্য দূর করতে শিক্ষা কমিশন করাসহ প্রাক্‌-প্রাথমিক থেকে উচ্চশিক্ষা পর্যন্ত নানা ধরনের প্রস্তাব দিয়ে বলেছে, শিক্ষাব্যবস্থার পুরো কাঠামোর যুগোপযোগী রূপান্তর ঘটাতে হবে।

গতকাল বুধবার রাজধানীর সিরডাপ মিলনায়তনে ‘বৈষম্য দূরীকরণে শিক্ষায় নিরবচ্ছিন্ন রূপান্তর: প্রেক্ষিত বাংলাদেশ’ বিষয়ে আয়োজিত সংবাদ ব্রিফিংয়ে এসব প্রস্তাব তুলে ধরেছে গণসাক্ষরতা অভিযান। সংবাদ ব্রিফিংয়ে প্রস্তাবগুলোর সারসংক্ষেপ তুলে ধরেন গণসাক্ষরতা অভিযানের নির্বাহী পরিচালক ও সাবেক তত্ত্বাবধায়ক সরকারের উপদেষ্টা রাশেদা কে চৌধূরী। একই সঙ্গে লিখিত আকারে তৈরি বিস্তারিত প্রস্তাব ও সুপারিশ সাংবাদিকদের দেওয়া হয়। এসব প্রস্তাব শিক্ষা মন্ত্রণালয়, প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয় এবং বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের সমন্বয়কদের কাছেও দেওয়া হবে বলে জানান রাশেদা কে চৌধূরী।

মাধ্যমিকে এত দিন অষ্টম শ্রেণি পর্যন্ত সব শিক্ষার্থীকে অভিন্ন বিষয় পড়ে নবম শ্রেণিতে গিয়ে বিভাগ বিভাজন করতে হতো। তবে চলতি বছরের নতুন শিক্ষাক্রম অনুযায়ী নবম শ্রেণিতে বিভাগ (বিজ্ঞান, মানবিক ও ব্যবসায় শিক্ষা) বিভাজন তুলে দেওয়া হয়েছিল। কিন্তু অন্তর্বর্তী সরকার নতুন শিক্ষাক্রমের এই বিষয়সহ অনেক কিছু বাদ দিয়ে ২০১২ সালের শিক্ষাক্রম অনুযায়ী আবার মাধ্যমিকে বিভাজন চালুর সিদ্ধান্ত নিয়েছে।

সংবাদ ব্রিফিংয়ে বলা হয়, বিজ্ঞানশিক্ষার মৌলিক ধারণা লাভ করা প্রত্যেক শিক্ষার্থীর জন্য অপরিহার্য। কারণ, মানুষ বিজ্ঞান শেখে শুধু বিজ্ঞানী বা বিজ্ঞানসংক্রান্ত পেশাজীবী হওয়ার জন্য নয়; বরং প্রত্যেক শিক্ষার্থী বিজ্ঞানের মৌলিক ধারণা অর্জন করলে তার দৈনন্দিন জীবনের প্রয়োজনে বৈজ্ঞানিক সাক্ষরতা অর্জন করে। কিন্তু নবম শ্রেণি থেকে বিশেষায়িত বিভাগ বিভাজন শিক্ষায় ও সমাজে বৈষম্য তৈরি করছে।

বাংলাদেশ শিক্ষা তথ্য ও পরিসংখ্যান ব্যুরোর (ব্যানবেইস) তথ্য দিয়ে বলা হয়, দেশে বিজ্ঞান বিভাগে ভর্তি হয় (২০২৩ সালের আগে) নবম শ্রেণির মোট শিক্ষার্থীর ৩০ শতাংশ। বিজ্ঞান বিভাগের এসব শিক্ষার্থীর প্রায় ২০ শতাংশ উচ্চমাধ্যমিকে গিয়ে বাণিজ্য বা মানবিক বিভাগে চলে যায়। অন্যদিকে বিজ্ঞানে ভর্তি হওয়া নবম শ্রেণির মোট শিক্ষার্থীর মধ্যে মেয়েশিক্ষার্থীর সংখ্যা মাত্র ১৫ শতাংশ, যা ছেলেশিক্ষার্থীদের অর্ধেক।

তাহলে কোন শ্রেণি থেকে এই বিভাজন হওয়া উচিত বলে মনে করেন? সাংবাদিকদের এমন প্রশ্নের জবাব দেন ব্র্যাক বিশ্ববিদ্যালয়ের ইমেরিটাস অধ্যাপক এবং প্রাথমিক ও উপানুষ্ঠানিক শিক্ষার মানোন্নয়নে সরকার গঠিত কমিটির আহ্বায়ক অধ্যাপক মনজুর আহমদ। নতুন শিক্ষাক্রম অনুযায়ী, বিভাগ বিভাজন একাদশ শ্রেণিতে হওয়ার কথা জানিয়ে তিনি বলেন, ‘সেটির হঠাৎ করে পরিবর্তন হলো। কীভাবে হলো, কেন হলো, শুধু আগের জায়গায় চলে গেল। সেটাই যেন মনে হচ্ছে মূল কথা। ঢালাওভাবে একটা সিদ্ধান্ত নেওয়া ঠিক নয়। এটি বিচার-বিবেচনা করে করা উচিত।’

অধ্যাপক মনজুর আহমদ বলেন, শিক্ষার জন্য একটি কমিশন করতে হবে। সেটি অন্যান্য কমিশনের মতো তিন মাসের কমিশন হবে না। এখন তাৎক্ষণিকভাবে কী করা যায় এবং পরে দীর্ঘ সময়ের জন্য সংস্কারের জন্য কিছু রূপরেখা তৈরি করে কীভাবে এগোনো যায়, সেই ধরনের চিন্তাভাবনা করতে হবে।

কিছুসংখ্যক পরীক্ষার্থীর দাবির মুখে এইচএসসির স্থগিত পরীক্ষা বাতিল করা, হঠাৎ করে ২০১২ সালের শিক্ষাক্রমে ফিরে যাওয়ার ঘোষণা, পাঠ্যপুস্তক পরিমার্জনে সমন্বয় কমিটি গঠন করে আবার তা বাতিল করাসহ কিছু বিষয়ের জন্য বিভ্রান্তি হচ্ছে বলে মনে করেন রাশেদা কে চৌধূরী। তিনি বলেন, ‘আমরা বলতে বাধ্য হচ্ছি, শিক্ষাকে অগ্রাধিকারে রাখা হয়নি। শিক্ষা “সাইডলাইনে” চলে গেছে।’ তিনি বলেন, শিক্ষার বৈষম্য ও বিভ্রান্তি দূর করতে কাজ করতে হবে। বৈষম্যবিরোধী স্বপ্নকে সামনে নিয়ে যাওয়ার জন্য তাঁরাও চেষ্টা করছেন।

সংবাদ ব্রিফিংয়ে গণসাক্ষরতা অভিযানের পক্ষ থেকে বলা হয়েছে, প্রাথমিক শিক্ষাকে খণ্ডিত ও বিচ্ছিন্নভাবে দেখার আর সুযোগ নেই। বরং প্রাক্‌-প্রাথমিক থেকে উচ্চমাধ্যমিক পর্যন্ত একটি সামগ্রিক ও নিরবচ্ছিন্ন রূপান্তরিত যোগ্যতাভিত্তিক শিক্ষাক্রম প্রস্তুত করে তা বাস্তবায়নের যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ করা প্রয়োজন। দুই বছরের প্রাক্‌-প্রাথমিক শিক্ষাকে যোগ্যতা ও দক্ষতাভিত্তিক এবং বাধ্যতামূলক করে একে একটি স্বতন্ত্র কাঠামো হিসেবে স্বীকৃতি দিয়ে বাস্তবায়ন করতে হবে।

এসআইপিজির জরিপ

# অন্তর্বর্তী সরকারের মেয়াদ ২ বছর বা তার কম চান ৫৩% ভোটার

**নিজস্ব প্রতিবেদক,** *ঢাকা*

দেশের ৯৭ শতাংশ ভোটার অন্তর্বর্তী সরকারের প্রতি আস্থাশীল। এই সরকারের মেয়াদ দুই বছর বা তার কম হওয়া উচিত বলে মনে করেন ৫৩ শতাংশ ভোটার। আর ৪৭ শতাংশ মনে করেন, এই সরকারের মেয়াদ তিন বছর বা তার বেশি হওয়া উচিত।

নর্থ সাউথ বিশ্ববিদ্যালয়ের (এনএসইউ) সাউথ এশিয়ান ইনস্টিটিউট অব পলিসি অ্যান্ড গভর্ন্যান্স (এসআইপিজি) পরিচালিত এক জরিপে এই তথ্য উঠে এসেছে। গতকাল বুধবার জাতীয় প্রেসক্লাবে ‘জাতীয় জরিপ ২০২৪: বাংলাদেশের অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের কাছে নাগরিকদের প্রত্যাশা’ শীর্ষক এই জরিপের ফলাফল প্রকাশ করা হয়।

অনুষ্ঠানে জানানো হয়, গত ৯ থেকে ১৯ সেপ্টেম্বর দেশের আটটি বিভাগের ১৭টি জেলায় মোট ১ হাজার ৮৬৯ জনের ওপর জরিপটি করা হয়। উত্তরদাতাদের ৫৪ শতাংশ শহরাঞ্চলের।

বিশ্ববিদ্যালয়টির শিক্ষক আকরাম হোসেন জরিপের তথ্য ও ফলাফল উপস্থাপন করেন। এতে দেখা গেছে, জরিপে অংশ নেওয়া ব্যক্তিদের ৭২ শতাংশ ছাত্রদের নেতৃত্বে রাজনৈতিক দলকে সমর্থন করেন।

উত্তরদাতাদের ৯৬ শতাংশ প্রধানমন্ত্রী পদে এক ব্যক্তি দুই মেয়াদের বেশি থাকতে পারবেন না—এমন বিধান করাকে সমর্থন করেন। ৪৬ শতাংশ মনে করেন, উল্লেখযোগ্য সাংবিধানিক পরিবর্তন প্রয়োজন। সংবিধানে ছোটখাটো সংস্কার প্রয়োজন বলে মনে করেন ৩৫ শতাংশ। আর ১৬ শতাংশ সম্পূর্ণ নতুন করে লেখা সংবিধানের পক্ষে মত দিয়েছেন।

জরিপে দেখা গেছে, সেনাবাহিনীর ওপর ৯২ শতাংশ মানুষের আস্থা আছে। পুলিশের ওপর আস্থা আছে ১১ শতাংশের। নির্বাচন কমিশনের ওপর ৩৯ শতাংশের, সিভিল সার্ভিসের ওপর ৩৮ শতাংশের এবং বিচার বিভাগের ওপর আস্থা আছে ৩৯ শতাংশের।

তত্ত্বাবধায়ক সরকারব্যবস্থা পুনঃপ্রবর্তন চান ৯৪ শতাংশ, সংবিধানের ৭০ অনুচ্ছেদ সংশোধন চান ৯৬ শতাংশ। রাজনৈতিক দলের জন্য আইনের পক্ষে ৯৫ দশমিক ৪ শতাংশ, একই ব্যক্তি দল ও সরকারের প্রধান হবেন না—চান ৯৪ দশমিক ৬ শতাংশ, ছাত্র-শিক্ষক রাজনীতি নিষিদ্ধ চান ৯১ দশমিক ১০ শতাংশ ভোটার।

অনুষ্ঠানে নির্বাচনব্যবস্থা সংস্কার কমিশনের প্রধান বদিউল আলম মজুমদার বলেন, বর্তমান সরকারের প্রতি মানুষের ব্যাপক আস্থা ও আকাশচুম্বী প্রত্যাশার সৃষ্টি হয়েছে, যা এই জরিপেও উঠে এসেছে। এর বিপরীতে এই প্রত্যাশার ব্যবস্থাপনা করাটাই সরকারের বড় চ্যালেঞ্জ।

অনুষ্ঠানে অন্যান্যের মধ্যে বক্তব্য দেন এসআইপিজির উপদেষ্টা অধ্যাপক সালাহউদ্দিন এম আমিনুজ্জামান, নর্থ সাউথ বিশ্ববিদ্যালয়ের রাষ্ট্রবিজ্ঞান ও সমাজবিজ্ঞান বিভাগের অধ্যাপক নাভিন মুর্শিদ। অনুষ্ঠান সঞ্চালনা করেন নর্থ সাউথ বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাস ও দর্শন বিভাগের অধ্যাপক মাহবুবুর রহমান।

# চাকরিতে প্রবেশের বয়স বাড়ানো উচিত

**পর্যালোচনায় গঠিত কমিটির প্রধান**

চাকরিতে প্রবেশের বয়সসীমা ৩৫ বছর করার দাবিতে দীর্ঘদিন ধরে আন্দোলন করে আসছেন একদল চাকরিপ্রত্যাশী।

**বিশেষ প্রতিবেদক,** *ঢাকা*

সরকারি চাকরিতে প্রবেশের বয়সসীমা বৃদ্ধির দাবি পর্যালোচনায় গঠিত কমিটির প্রধান আবদুল মুয়ীদ চৌধুরী বলেছেন, চাকরিতে প্রবেশের বয়স বৃদ্ধির দাবির যৌক্তিকতা আছে। এখনকার বয়স যেটি আছে, তা বাড়ানো উচিত। তবে কতটুকু করা যৌক্তিক, তা সার্বিক পরিস্থিতির আলোকে চিন্তা করা হবে।

গতকাল বুধবার সচিবালয়ে চাকরিতে প্রবেশের বয়স বাড়ানোর দাবিতে আন্দোলনকারীদের সঙ্গে বৈঠকের পর সাংবাদিকদের সঙ্গে কথা বলার সময় মুয়ীদ চৌধুরী এ কথা বলেন।

বর্তমানে সরকারি চাকরিতে প্রবেশের সাধারণ বয়স ৩০ বছর। তবে মুক্তিযোদ্ধার সন্তান কোটায় আবেদনের সর্বোচ্চ বয়সসীমা ৩২ বছর।

চাকরিতে প্রবেশের বয়সসীমা ৩৫ বছর করার দাবিতে দীর্ঘদিন ধরে আন্দোলন করে আসছেন একদল চাকরিপ্রত্যাশী। ছাত্র-জনতার আন্দোলনের মুখে দেশে রাজনৈতিক পটপরিবর্তনের পর কয়েক দফায় কর্মসূচি পালন করেছেন তাঁরা। গত সোমবার কয়েক শ চাকরিপ্রত্যাশী শাহবাগে সমবেত হন। একপর্যায়ে তাঁরা প্রধান উপদেষ্টার বাসভবন যমুনার সামনে এসে অবস্থান নেন। দুপুরে তাঁদের ছত্রভঙ্গ করতে কাঁদানে গ্যাসের শেল ও সাউন্ড গ্রেনেড নিক্ষেপ করে পুলিশ। এরপরও চাকরিপ্রত্যাশীরা প্রধান উপদেষ্টার বাসভবনের সামনে অবস্থান নিয়ে নিজেদের দাবি জানান।

ওই দিনই দাবির বিষয়টি পর্যালোচনায় একটি কমিটি গঠন করে সরকার। এই কমিটির প্রধান করা হয়েছে সাবেক সচিব আবদুল মুয়ীদ চৌধুরীকে, যিনি জনপ্রশাসন সংস্কার কমিশনের প্রধান। এ কমিটি আগামী সাত দিনের মধ্যে পরামর্শ দেবে।

মুয়ীদ চৌধুরী বলেন, বয়স বৃদ্ধির দাবিতে যাঁরা আন্দোলন করছেন, তাঁদের সঙ্গে তাঁরা বসেছিলেন। সার্বিক পরিস্থিতির আলোকে, সরকারের বর্তমান নীতিমালা ও ভবিষ্যৎ কর্মপন্থা এবং সবকিছু চিন্তা করে এ বিষয়ে তাঁরা সিদ্ধান্ত দেবেন। তবে তাঁদের (আন্দোলনকারী) যে বক্তব্য, বয়স বৃদ্ধির যৌক্তিকতা আছে। এ বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই। সেশনজট, করোনাসহ বিভিন্ন কারণে চাকরিতে প্রবেশের বিদ্যমান বয়স বাড়ানো উচিত বলেও মনে করেন তিনি।

বিভিন্ন দেশের উদাহরণ দিয়ে মুয়ীদ চৌধুরী বলেন, চাকরিতে প্রবেশের বয়স বাড়ানো দরকার। সবকিছু পর্যালোচনা করে তাঁরা সিদ্ধান্ত নেবেন, কতটুকু বাড়ানো যায়।

**ট্রাফিকের জরিমানা** | রাজধানীতে গত মঙ্গলবার ৮৮২টি মামলা ও ৩৬ লাখ টাকা জরিমানা করেছে ডিএমপির ট্রাফিক বিভাগ। নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা

সড়ক দুর্ঘটনা বাসচাপায় দুমড়েমুচড়ে যাওয়া ইজিবাইক। এটির চালক ও এক যাত্রী নিহত হয়েছেন। গতকাল নান্দাইল হাইওয়ে থানা চত্বরে। ছবি : প্রথম আলো

# কামাল আবদুল নাসের চৌধুরীসহ গ্রেপ্তার ১৫

গত মঙ্গলবার রাত থেকে গতকাল পর্যন্ত দেশের বিভিন্ন স্থানে অভিযান চালিয়ে তাঁদের গ্রেপ্তার করা হয়।

**প্রথম আলো ডেস্ক**

কুষ্টিয়া-৪ আসনের (কুমারখালী-খোকসা) সাবেক সংসদ সদস্য (এমপি) আবদুর রউফ ও সাবেক প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার মুখ্য সচিব ও উপদেষ্টা কামাল আবদুল নাসের চৌধুরীসহ ১৫ জনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। গত মঙ্গলবার রাত থেকে গতকাল বুধবার বিভিন্ন সময় তাঁদের গ্রেপ্তার করা হয়।

সাবেক সংসদ সদস্য আবদুর রউফকে মঙ্গলবার রাতে রাজধানীর মিরপুর এলাকায় যৌথ অভিযান চালিয়ে গ্রেপ্তার করে র‍্যাব-১২ ও র‍্যাব-৪। পরে গতকাল সন্ধ্যায় তাঁকে ঢাকা থেকে কুষ্টিয়ার আদালতে নেওয়া হয়। আদালতের জিআরও শাখায় কিছুক্ষণ বসিয়ে রাখার পর তাঁকে কারাগারে পাঠিয়ে দেওয়া হয়। আবদুর রউফকে কুষ্টিয়া মডেল থানায় গত রোববার হওয়া একটি হত্যা মামলায় গ্রেপ্তার দেখানো হয়েছে।

মঙ্গলবার রাতে রাজধানীতে অভিযান চালিয়ে কামাল আবদুল নাসেরসহ তিনজনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। গ্রেপ্তার অন্য দুজন হলেন সাবেক যুব ও ক্রীড়াসচিব মেজবাহ উদ্দিন এবং বসুন্ধরা গ্রুপের কো-অর্ডিনেটর নাসিক জামান আদনান।

পরে গতকাল প্রায় দুই বছর আগে রাজধানীর পল্টনে বিএনপির কেন্দ্রীয় কার্যালয়ে হামলা ও মকবুল নামের বিএনপির এক কর্মীকে হত্যার অভিযোগে করা মামলায় কামাল আবদুল নাসেরের চার দিনের রিমান্ড মঞ্জুর করেন ঢাকার চিফ মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট আদালত।

রংপুরে বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনে নিহত ফল বিক্রেতা মেরাজুল ইসলাম হত্যা মামলায় রংপুর মহানগর আওয়ামী লীগের সাবেক সহসভাপতি নবী উল্লাহকে গতকাল ভোরে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। নগরের কলেজ রোড খামারপাড়া এলাকা থেকে তাঁকে গ্রেপ্তার করা হয়। বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনে গত ১৯ জুলাই রংপুর সিটি বাজার এলাকায় গুলিবিদ্ধ হয়ে মেরাজুল ইসলাম (৩৫) নিহত হন।

কিশোরগঞ্জ জেলা আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক এম এ আফজলসহ দলের তিন নেতাকে গতকাল ভোরে ও সকালে অভিযান চালিয়ে গ্রেপ্তার করে যৌথ বাহিনী। গ্রেপ্তার অন্য দুজন হলেন তাড়াইল উপজেলা আওয়ামী লীগের সভাপতি আজিজুল হক ও সাধারণ সম্পাদক গিয়াস উদ্দিন (লাকি)।

পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, গতকাল সকাল ৯টার দিকে জেলা শহরের বাসা থেকে এম এ আফজলকে গ্রেপ্তার করে র‍্যাব। তাঁর নামে কিশোরগঞ্জ সদর মডেল থানায় বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনে হামলার অভিযোগে মামলা রয়েছে।

অন্যদিকে তাড়াইল থানার ওসি মোহাম্মদ সোহেল জানান, কিশোরগঞ্জ সদর থানার একটি মামলায় ভোরে আজিজুল হককে কলমা গ্রাম থেকে আর গিয়াস উদ্দিনকে কালনা গ্রাম থেকে যৌথ বাহিনীর অভিযানে গ্রেপ্তার করা হয়।

নেত্রকোনা জেলা ছাত্রলীগের সাবেক সভাপতি রবিউল আওয়াল ওরফে শাওনসহ আওয়ামী লীগ ও এর সহযোগী সংগঠনের সাত নেতা-কর্মীকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। মঙ্গলবার রাত ৯টা থেকে ১২টার মধ্যে নেত্রকোনা ও ময়মনসিংহের বিভিন্ন এলাকায় অভিযান চালিয়ে তাঁদের গ্রেপ্তার করা হয়।

গ্রেপ্তার অন্য নেতারা হলেন সদর উপজেলার চল্লিশা ইউনিয়ন যুবলীগের যুগ্ম আহ্বায়ক আবু জোবায়ের, একই ইউনিয়নের শ্রমিক লীগের সভাপতি রফিকুল ইসলাম, পূর্বধলা উপজেলার বিশকাকুনি ইউনিয়নের ৭ নম্বর ওয়ার্ড আওয়ামী লীগের সভাপতি শহিদুল ইসলাম, দুর্গাপুর উপজেলার সদর ইউনিয়ন আওয়ামী লীগের সাংগঠনিক সম্পাদক শাহিনুল ইসলাম, মোহনগঞ্জের সমাজ সহিলদেও ইউনিয়ন পরিষদের ৯ নম্বর ওয়ার্ডের সদস্য ও আওয়ামী লীগ নেতা শফিকুল ইসলাম এবং বারহাট্টা উপজেলার নিশ্চিন্তপুর গ্রামের আওয়ামী লীগ কর্মী জাকির হোসেন।

নেত্রকোনা জেলা পুলিশ সুপার মির্জা সায়েম মাহমুদ গতকাল *প্রথম আলো*কে বলেন, বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলন চলাকালে আন্দোলনকারীদের ওপর হামলা, স্থাপনা ভাঙচুর, লুটপাটসহ নাশকতার ঘটনায় তাঁদের বিরুদ্ধে একাধিক মামলা আছে।

# লিফট দুর্ঘটনায় নিহত ১

## শহীদ তাজউদ্দীন হাসপাতাল

**প্রতিনিধি**, *গাজীপুর*

১০ তলা থেকে নিচতলায় নামতে লিফটের সামনে এসে বোতাম চাপেন এক ব্যক্তি। এ সময় দরজা খুললেও লিফট আসেনি। এ সময় বেখেয়ালে ভেতরে পা রাখতেই তিনি নিচে পড়ে যান। ঘটনাস্থলেই মৃত্যু হয় তাঁর।

গত মঙ্গলবার রাত সাড়ে ১১টায় গাজীপুর শহীদ তাজউদ্দীন আহমদ মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে ঘটনাটি ঘটেছে।

এর আগে গত ১২ মে শহীদ তাজউদ্দীন আহমদ মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের লিফটে আটকা পড়ে মমতাজ (৫০) নামের এক রোগীর মৃত্যু হয়। আর ৩ মে চিকিৎসা নিতে আসা জিল্লুর রহমান (৭০) নামের এক রোগী হাসপাতালের ১২ তলায় লিফটের পাশের ফাঁকা দিয়ে পড়ে নিহত হন।

সর্বশেষ দুর্ঘটনায় নিহত ব্যক্তির নাম জাহিদুল ইসলাম (৪০)। তাঁর বাড়ি কুমিল্লার দাউদকান্দি উপজেলার হাসনাবাদ গ্রামে।

নিহত ব্যক্তির স্বজনেরা জানান, জাহিদুল ইসলাম সৌদি আরবে প্রবাসজীবন কাটিয়ে দুই বছর আগে দেশে ফিরেছেন। ছয় দিন আগে টঙ্গীর একটি হাসপাতালে কন্যাসন্তানের জন্ম দেন তাঁর স্ত্রী লিমা আক্তার। জন্মের পরই জন্ডিস রোগ দেখা দেয় নবজাতকটির।

জাহিদুলের স্বজনেরা জানান, চিকিৎসার জন্য শিশুটিকে শহীদ তাজউদ্দীন আহমদ মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে ভর্তি করা হয় দুই দিন আগে। জরুরি কাজে নিচে নামার সময় লিফট থেকে নিচে পড়ে যান জাহিদুল। এরপর উদ্ধার করে জরুরি বিভাগে নেওয়া হলে চিকিৎসক তাঁকে মৃত ঘোষণা করেন।

হাসপাতালে দায়িত্বরত আনসারের এক সদস্য বলেন, লিফটটিতে কয়েক দিন ধরে সমস্যা ছিল। তবে কর্তৃপক্ষ কোনো পদক্ষেপ নেয়নি এবং কাউকে সতর্কও করেনি।

হাসপাতালের পরিচালক আমিনুল ইসলাম *প্রথম আলো*কে বলেন, ঘটনার পর চার সদস্যের তদন্ত কমিটি গঠন করা হয়েছে। কমিটিকে এক দিনের মধ্যে প্রতিবেদন দিতে বলা হয়েছে।

# দক্ষিণ সিটির গাড়িতে আগুন দেওয়ার মামলায় খালাস পেলেন ফখরুল

**নিজস্ব প্রতিবেদক**, *ঢাকা*

এক যুগ আগে রাজধানীর পল্টন থানায় করা ঢাকা দক্ষিণ সিটি করপোরেশনের গাড়ি ভাঙচুর ও অগ্নিসংযোগের মামলায় বিএনপির মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীরসহ আটজনকে খালাস দিয়েছেন আদালত।

ঢাকার চিফ মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট (সিএমএম) আদালতের অ্যাডিশনাল চিফ মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট জিয়াদুর রহমান গতকাল বুধবার এ আদেশ দেন। *প্রথম আলো*কে এ তথ্য নিশ্চিত করেছেন মির্জা ফখরুলের আইনজীবী সৈয়দ জয়নুল আবেদীন।

খালাস পাওয়া অপর সাতজন হলেন বিএনপির জ্যেষ্ঠ যুগ্ম মহাসচিব রুহুল কবির রিজভী, তথ্যবিষয়ক সম্পাদক আজিজুল বারী হেলাল, বিএনপি নেতা সাইফুল আলম, কাজী রেজাউল হক, মোয়াজ্জেম হোসেন, খন্দকার এনামুল হক ও জামায়াতে ইসলামীর ঢাকা মহানগর দক্ষিণের সেক্রেটারি মুহাম্মদ শফিকুল ইসলাম।

আইনজীবী সৈয়দ জয়নুল আবেদীন *প্রথম আলো*কে বলেন, মির্জা ফখরুলের বিরুদ্ধে শেখ হাসিনা সরকারের আমলে ১২২টি মামলা হয়। এখনো ২০ থেকে ২৫টি মামলা সচল আছে। বাকি মামলার বেশির ভাগ উচ্চ আদালতের আদেশে বিচার কার্যক্রম স্থগিত আছে।

# স্যাটেলাইট কোম্পানির সাবেক প্রধান দুর্নীতিতে জড়িত ছিলেন : নাহিদ

**নিজস্ব প্রতিবেদক**, *ঢাকা*

ডাক, টেলিযোগাযোগ ও তথ্যপ্রযুক্তি মন্ত্রণালয়ের উপদেষ্টা মো. নাহিদ ইসলাম বলেছেন, বাংলাদেশ স্যাটেলাইট কোম্পানি লিমিটেডের সাবেক প্রধান অনিয়ম ও দুর্নীতির সঙ্গে জড়িত ছিলেন। এ কারণে কোম্পানি অনেক পিছিয়ে গেছে।

গতকাল বুধবার স্যাটেলাইট কোম্পানি লিমিটেডের কার্যালয়ে এক মতবিনিময় সভায় তিনি এ কথা বলেন। পরে মন্ত্রণালয়ের এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে তা জানানো হয়।

স্যাটেলাইট কোম্পানির শুরু থেকেই এর চেয়ারম্যান হিসেবে দায়িত্ব পালন করে আসছিলেন শাহজাহান মাহমুদ। গত ৫ আগস্ট আওয়ামী লীগ সরকারের পতনের পর গত সেপ্টেম্বরে তাঁকে সরিয়ে দেওয়া হয়। শাহজাহান মাহমুদের সময়কার কথা উল্লেখ করে উপদেষ্টা নাহিদ বলেন, তাঁর সময়ের সব বিষয় পর্যালোচনা করা হচ্ছে।

টেলিযোগাযোগ বিভাগের সচিব মো. মুশফিকুর রহমান জানান, কোম্পানিটি গত পাঁচ বছর রিটার্ন জমা দেয়নি, যা এখন পরিশোধ করতে হলে মোটা অঙ্কের টাকা দিতে হবে। ইতিমধ্যে বোর্ড সদস্যদের সমন্বয়ে ৫ সদস্যের তদন্ত কমিটি করা হয়েছে।

# নাসা গ্রুপের কর্ণধারের বিরুদ্ধে অর্থ পাচারের অভিযোগের অনুসন্ধান

**নিজস্ব প্রতিবেদক**, *ঢাকা*

বাণিজ্যের আড়ালে যুক্তরাষ্ট্রে প্রায় ৩০ লাখ ডলার পাচারের অভিযোগে নাসা গ্রুপের কর্ণধার নজরুল ইসলাম মজুমদারের বিরুদ্ধে অনুসন্ধান শুরু করেছে পুলিশের অপরাধ তদন্ত বিভাগ (সিআইডি)।

গতকাল বুধবার সিআইডির গণমাধ্যম বিভাগের বিশেষ পুলিশ সুপার মো. আজাদ রহমানের স্বাক্ষরিত এক প্রেস বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানানো হয়। মঙ্গলবার রাজধানীর গুলশান থেকে গ্রেপ্তার হন নজরুল।

সিআইডির সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, নাসা গ্রুপের প্রতিষ্ঠান ফিরোজা গার্মেন্টস লিমিটেড ২০২০ সালের মার্চ থেকে ২০২৪ পর্যন্ত বিভিন্ন সময়ে ন্যাশনাল ব্যাংক থেকে ১৩০টি এলসি বা বিক্রয় চুক্তি গ্রহণ করে। কিন্তু এর বিপরীতে নাসা গ্রুপ পণ্য পাঠালেও এর রপ্তানি মূল্য প্রায় ৩০ লাখ ডলার বাংলাদেশে না এনে যুক্তরাষ্ট্রে পাচার হয়েছে বলে প্রাথমিক অনুসন্ধানে তথ্য-প্রমাণ পেয়েছে সিআইডি। এ ছাড়া যুক্তরাজ্যে অর্থ পাচার করে লন্ডনের ফিলিমোর গার্ডেন ও ব্রান্সউইক গার্ডেনে তাঁর মেয়ে আনিকা ইসলামের নামে বাড়ি কিনেছেন বলে অভিযোগ করা হয়েছে। প্রতারণা ও জালিয়াতির আশ্রয় নিয়ে নজরুল ইসলাম মজুমদার নাসা গ্রুপের বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের নামে বন্ড সুবিধার আওতায় বিদেশ থেকে শুল্কমুক্ত কাঁচামাল এনে তা খোলাবাজারে বিক্রি করে শত শত কোটি টাকার শুল্ক ফাঁকি দিয়েছেন।

# মধ্যপ্রাচ্যে যুদ্ধ ছড়িয়ে পড়ার শঙ্কা

**প্রথম পৃষ্ঠার পর**

এই সংঘাত এখনই বন্ধ না করা গেলে পুরো অঞ্চলে ছড়িয়ে পড়বে। এর পরিণতি হবে ভয়াবহ। তবে বরাবরের মতোই ইসরায়েলকে সমর্থন দিচ্ছে যুক্তরাষ্ট্র। উপসাগরীয় অঞ্চলে মার্কিন সেনাদের প্রস্তুত থাকতে বলেছে ওয়াশিংটন। মার্কিন প্রেসিডেন্ট জো বাইডেন বলেছেন, এ ব্যাপারে কোনো সন্দেহ নেই যে যুক্তরাষ্ট্র সম্পূর্ণভাবে ইসরায়েলকে সমর্থন দেবে। তবে দেশটির পারমাণবিক স্থাপনায় হামলা সমর্থন করে না যুক্তরাষ্ট্র—এ কথাও বলেছেন তিনি।

মধ্যপ্রাচ্য এখন একটি সর্বাত্মক আঞ্চলিক যুদ্ধের মধ্যে রয়েছে উল্লেখ করে যুক্তরাষ্ট্রভিত্তিক প্রতিষ্ঠান ডনের অ্যাডভোকেসি ডিরেক্টর রাইদ জারার বলেন, যুক্তরাষ্ট্র যদি তাদের অবস্থান থেকে সরে না আসে, তাহলে এর সমাপ্তি ঘটবে না। যুক্তরাষ্ট্রকে বলতে হবে যে তারা আর ইসরায়েলকে অস্ত্র, অর্থ ও সহযোগিতা দেবে না।

দ্ব্যর্থহীনভাবে ইরানের হামলার নিন্দা না জানানোর অভিযোগ তুলে জাতিসংঘ মহাসচিব আন্তোনিও গুতেরেসের কঠোর সমালোচনা করেছে ইসরায়েল। দেশটির পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় ইসরায়েলে গুতেরেসকে অবাঞ্ছিত ঘোষণাও করেছে।

মধ্যপ্রাচ্য পরিস্থিতি নিয়ে ফ্রান্সের আহ্বানে গতকাল জরুরি বৈঠক করেছে জাতিসংঘের নিরাপত্তা পরিষদ। বৈঠকে জাতিসংঘ মহাসচিব বলেছেন, মধ্যপ্রাচ্য সংঘাত দাবানলের চেয়েও দ্রুতগতিতে ছড়িয়ে পড়ছে। লেবাননের সার্বভৌমত্ব ও ভৌগোলিক অখণ্ডতাকে অবশ্যই সম্মান করতে হবে। মধ্যপ্রাচ্যে সংঘাত থামানোর এখনই সময়। সংঘাত এভাবে ছড়াতে থাকলে সাধারণ মানুষকে চরম মূল্য দিতে হবে।

গবেষণাপ্রতিষ্ঠান মিডল ইস্ট কাউন্সিল অন গ্লোবাল অ্যাফেয়ার্সের ফেলো ওমর রহমান বলেন, ইসরায়েল যে পাল্টা পদক্ষেপ নেবে, তা নিয়ে প্রশ্ন নেই। পুরো অঞ্চলে যাতে যুদ্ধ ছড়িয়ে পড়ে, বিগত কয়েক মাসের তৎপরতার মধ্য দিয়ে সেই চেষ্টাই চালিয়েছে ইসরায়েল। এ যুদ্ধে যাতে সরাসরি জড়াতে না হয়, সেই চেষ্টা করেছে ইরান। কিন্তু এখন ইরান ও ইসরায়েলের মধ্যে একধরনের যুদ্ধ শুরু হয়ে গেছে।

**পাল্টাপাল্টি হুমকি**

ইরানের ক্ষেপণাস্ত্র হামলার কঠোর ও সমুচিত জবাব দেওয়ার হুমকি দিয়েছে ইসরায়েল। ইসরায়েলের প্রধানমন্ত্রী বেনিয়ামিন নেতানিয়াহু বলেছেন, 'ইরান অনেক বড় ভুল করেছে। এর মূল্য দিতে হবে তাদের। যারাই আমাদের ওপর আক্রমণ করবে, আমরা পাল্টা আক্রমণ করব।'

প্রধানমন্ত্রীর সুরে হুমকি দিয়ে কথা বলেছেন ইসরায়েলের প্রতিরক্ষামন্ত্রী ইয়োভ গ্যালান্টও। গতকাল এক বিবৃতিতে তিনি বলেছেন, ইরান খুব সাধারণ একটা শিক্ষা নেয়নি। যারাই ইসরায়েলের ওপর আক্রমণ করে, তাদেরই এর চড়া মূল্য দিতে হয়।

ইরানের হামলার জবাব কীভাবে দেওয়া যায়—এ নিয়ে সামরিক নেতৃত্ব ও জাতীয় নিরাপত্তা পরিষদের সঙ্গে গতকাল দফায় দফায় বৈঠক করেন প্রধানমন্ত্রী নেতানিয়াহু। বিশ্লেষকেরা বলছেন, ইসরায়েল যে পাল্টা হামলা চালাবে, তা নিশ্চিত। তবে কখন ও কীভাবে ইসরায়েল এ হামলা চালাবে, সেটিই এখন দেখার বিষয়।

পাল্টা হুমকি দিয়ে ইরানের বিপ্লবী গার্ড বাহিনী (আইআরজিসি) বিবৃতিতে বলেছে, ইসরায়েল যদি আবার হামলা চালায়, তাহলে আরও বড় পরিসরে হামলা চালাবে তারা, যার পরিণতি হবে ধ্বংসাত্মক।

ইরানের প্রেসিডেন্ট মাসুদ পেজেশকিয়ান গতকাল বলেছেন, ইসরায়েল যদি অপরাধমূলক তৎপরতা বন্ধ না করে, তাহলে কঠোর পরিণতির মুখে পড়তে হবে তাদের। দেশটির সশস্ত্র বাহিনীর জয়েন্ট চিফ অব স্টাফ জেনারেল মোহাম্মদ বাঘেরি আবার হামলার হুমকি দিয়ে বলেছেন, ইসরায়েল যদি ইরানে হামলা চালায়, তাহলে বিভিন্ন দিক থেকে আরও বড় পরিসরে ক্ষেপণাস্ত্র হামলা চালাবে তেহরান।

**যুদ্ধ ছড়ানোর শঙ্কা**

মূলত হাসান নাসরুল্লাহকে হত্যা ও লেবাননে স্থল হামলা শুরুর কারণেই মঙ্গলবার রাতে ইসরায়েলে ক্ষেপণাস্ত্র হামলা চালায় ইরান। ইরান বলেছে, ইসরায়েলে ছোড়া ক্ষেপণাস্ত্র ছিল অত্যাধুনিক। এগুলোর মধ্যে শব্দের চেয়ে দ্রুতগতিতে ছুটতে সক্ষম ক্ষেপণাস্ত্রও ছিল। যদিও ইসরায়েলের দাবি, বেশির ভাগ ক্ষেপণাস্ত্র ভূপাতিত করেছে তারা।

গত এপ্রিলে সিরিয়ার দামেস্কে ইরানের কনস্যুলেটে হামলায় আইআরজিসির জ্যেষ্ঠ কমান্ডার মোহাম্মদ রেজা জাহেদিসহ কয়েকজন শীর্ষস্থানীয় সামরিক কর্মকর্তা নিহত হন। এর জেরে ওই মাসে ইসরায়েলে হামলা চালিয়েছিল ইরান। তবে এর চেয়ে বেশি শক্তিশালী ছিল মঙ্গলবারের হামলা।

বিশেষজ্ঞরা বলছেন, এপ্রিলের ওই হামলা ছিল সীমিত পরিসরে। কিন্তু মঙ্গলবার ব্যালিস্টিক ক্ষেপণাস্ত্র ছাড়াও অত্যাধুনিক অস্ত্র দিয়ে ইসরায়েলে হামলা করে ইরান। এবারের হামলায় ফাতাহ-১ ও খাইবারশেকান ক্ষেপণাস্ত্র ব্যবহার করেছে দেশটি। এসব ক্ষেপণাস্ত্র ১ হাজার ৪০০ কিলোমিটার দূরের লক্ষ্যবস্তুতে আঘাত হানতে সক্ষম। তাঁরা মনে করেন, ইরান যুদ্ধের প্রস্তুতি নিয়েই মাঠে নেমেছে।

গতকাল থেকে হিজবুল্লাহও ইসরায়েলে রকেট হামলা বাড়িয়েছে। এদিকে লোহিত সাগরে পণ্যবাহী জাহাজ লক্ষ্য করে ড্রোন ও ক্ষেপণাস্ত্র হামলা চালিয়েছে হুতি বিদ্রোহীরা। ইরান-সমর্থিত ইরাকের সশস্ত্র গোষ্ঠীগুলো জানিয়েছে, ইসরায়েলের সঙ্গে যদি যুক্তরাষ্ট্র যোগ দেয়, তাহলে ইরাকে মার্কিন ঘাঁটিগুলোতে হামলা চালাবে তারা।

যুক্তরাষ্ট্রে ইসরায়েলের সাবেক রাষ্ট্রদূত মাইকেল ওরেনের মতে, গত বছরের অক্টোবর থেকেই ইসরায়েল একটি আঞ্চলিক যুদ্ধের মধ্যে রয়েছে। গতকাল *নিউইয়র্ক টাইমস*কে তিনি বলেন, 'ইসরায়েলের দিক থেকে বিবেচনা করলে গত বছরের ৭ অক্টোবর থেকেই আমরা একটি আঞ্চলিক যুদ্ধের মধ্যে রয়েছি। এখন একটি সর্বাত্মক যুদ্ধ শুরু হলো।'

**লেবাননে আরও ইসরায়েলি সেনা**

লেবাননে ইসরায়েলি সেনা ও হিজবুল্লাহর সদস্যদের মধ্যে সম্মুখ লড়াই চলছে। গতকাল ইসরায়েলের সামরিক বাহিনী এক বিবৃতিতে জানিয়েছে, লেবাননে আরও সেনা পাঠিয়েছে তারা। লেবাননের দক্ষিণাঞ্চলে সশস্ত্র লড়াইয়ে ইসরায়েলের আট সেনা নিহত হয়েছেন বলেও বিবৃতিতে জানানো হয়।

এক বছর আগে গাজায় ইসরায়েলি হামলা শুরুর পর থেকেই এর প্রতিবাদে ইসরায়েলে হামলা চালাচ্ছে হিজবুল্লাহ। শুক্রবার ইসরায়েলি হামলায় হাসান নাসরুল্লাহ নিহত হওয়ার পর থেকে ইসরায়েলে হামলা জোরদার করে হিজবুল্লাহ। এরপর গত সপ্তাহে লেবাননে নির্বিচার বোমা হামলা শুরু করে ইসরায়েলে। ইসরায়েলি হামলায় এরই মধ্যে লেবাননে এক হাজারের বেশি মানুষ নিহত হয়েছেন।

স্থল হামলার পাশাপাশি গতকাল লেবাননে বিমান হামলাও চালায় ইসরায়েল। গতকাল সকাল থেকে ইসরায়েলি বাহিনী রাজধানী বৈরুতের দক্ষিণের এলাকাগুলো থেকে বাসিন্দাদের সরে যাওয়ার নির্দেশ দেয়। তবে প্রতিরোধের মুখে অনেক স্থান থেকে ইসরায়েলি সেনারা পিছু হটতে বাধ্য হন বলে দাবি হিজবুল্লাহর। সংগঠনটি গতকাল রাতে ইসরায়েল লক্ষ্য করে অন্তত ১০০ রকেট ছুড়েছে।

ইসরায়েলের হামলার মধ্যে লেবাননে গত কয়েক দিনে ১০ লাখের বেশি মানুষ উদ্বাস্তু হয়েছেন। ইসরায়েলের অব্যাহত হামলার মুখে অনেক দেশ লেবানন থেকে তাদের নাগরিকদের সরিয়ে নিচ্ছে।

# পরিস্থিতি স্বাভাবিক হয়ে আসছে

**প্রথম পৃষ্ঠার পর**

অপর মামলার বাদী পুলিশ। নিহত শিক্ষকের বাড়ি টাঙ্গাইলের মির্জাপুরে। গতকাল তাঁর ময়নাতদন্ত সম্পন্ন হয়েছে। কিন্তু নিরাপত্তার স্বার্থে মরদেহ পরিবারের সদস্যদের বুঝিয়ে দেওয়া হয়নি।

এদিকে গতকাল সকাল থেকে খাগড়াছড়ি শহরের পরিস্থিতি স্বাভাবিক হতে শুরু করেছে। সকালে শহরের গুরুত্বপূর্ণ এলাকাগুলোয় কিছু যানবাহন চলাচল করতে দেখা গেছে। তবে পানছড়ি-খাগড়াছড়ি ও দীঘিনালা-খাগড়াছড়ি সড়কে যানবাহন চলাচল করেনি।

মঙ্গলবার এক ছাত্রীকে ধর্ষণের অভিযোগে খাগড়াছড়ি টেকনিক্যাল স্কুল অ্যান্ড কলেজের শিক্ষক আবুল হাসনাত মুহাম্মদ সোহেল রানাকে (৪৮) পিটিয়ে হত্যা করা হয়। এ ঘটনার জেরে পাহাড়ি ও বাঙালিদের মধ্যে উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়লে খাগড়াছড়ি পৌর এলাকায় ১৪৪ ধারা জারি করে প্রশাসন। এ সময় সদরের মহাজনপাড়া, পানখাইয়াপাড়া সড়কের চাইহ্লাউ পাড়ার কয়েকটি দোকান ও একটি ডায়াগনস্টিক সেন্টার ভাঙচুর করা হয়। পরে আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর সদস্যরা এসে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনেন।

স্থানীয় বাসিন্দা ও শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান সূত্রে জানা গেছে, নিহত সোহেল রানা খাগড়াছড়ি টেকনিক্যাল স্কুল অ্যান্ড কলেজের বিল্ডিং কনস্ট্রাকশন ও সেফটি বিভাগের চিফ ইনস্ট্রাক্টর ছিলেন। প্রতিষ্ঠানটি সদরের খেজুরবাগান এলাকায় অবস্থিত। ২০২১ সালের ২৫ ফেব্রুয়ারি একই প্রতিষ্ঠানের দশম শ্রেণির এক ছাত্রীকে ধর্ষণচেষ্টার অভিযোগে সোহেল রানা কিছুদিন কারাগারে ছিলেন। একই প্রতিষ্ঠানে তিনি যেন আবার যোগ দিতে না পারেন, সেই দাবি তুলে শিক্ষার্থীরা সম্প্রতি বিক্ষোভ করেছিল। এরপর মঙ্গলবার আবার তাঁর বিরুদ্ধে অপর এক শিক্ষার্থীকে ধর্ষণের অভিযোগ ওঠে।

খাগড়াছড়ির জেলা প্রশাসক মো. সহিদুজ্জামান বলেন, ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তিদের ক্ষতিপূরণ দেওয়া হবে।

# ঢাবিতে ছাত্রশিবিরের পূর্ণাঙ্গ কমিটি প্রকাশ

**প্রতিবেদক**, *ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়*

জামায়াতে ইসলামীর ছাত্রসংগঠন ইসলামী ছাত্রশিবিরের ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় (ঢাবি) শাখার ১৪ সদস্যের পূর্ণাঙ্গ কমিটি প্রকাশ করা হয়েছে। গতকাল বুধবার বেলা তিনটার দিকে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় শাখা ছাত্রশিবিরের ফেসবুক পেজে কমিটির সদস্যদের নাম প্রকাশ করা হয়।

কমিটির সভাপতি মো. আবু সাদিক কায়েম ও সাধারণ সম্পাদক এস এম ফরহাদ। সাদিক বিশ্ববিদ্যালয়ের রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগের ২০১৬-১৭ শিক্ষাবর্ষের আর ফরহাদ সমাজকল্যাণ ও গবেষণা ইনস্টিটিউটের ২০১৭-১৮ শিক্ষাবর্ষের ছাত্র। অবশ্য এই দুজন দুই সপ্তাহ আগে নিজেদের রাজনৈতিক পরিচয় প্রকাশ করেছিলেন। পূর্ণাঙ্গ কমিটির বিষয়টি নিজেদের ভেরিফায়েড ফেসবুক অ্যাকাউন্ট থেকেও শেয়ার করেন সাদিক কায়েম ও ফরহাদ।

কমিটির অন্য সদস্যরা হলেন সাংগঠনিক সম্পাদক মহিউদ্দিন খান। তিনি লোকপ্রশাসন বিভাগের ২০১৮-১৯ শিক্ষাবর্ষের শিক্ষার্থী। প্রচার ও মিডিয়া সম্পাদক হোসাইন আহমাদ জুবায়ের; ছাত্র আন্দোলন ও মানবসম্পদ উন্নয়নবিষয়ক সম্পাদক মো. মাজহারুল ইসলাম; অফিস সম্পাদক পদে ইমরান হোসাইন; বায়তুল মাল সম্পাদক আলাউদ্দিন আবিদ; দাওয়াহ ও ছাত্রকল্যাণ সম্পাদক হামিদুর রশিদ জামিল; সাহিত্য, সংস্কৃতি ও প্রকাশনা সম্পাদক নুরুল ইসলাম; বিজ্ঞান ও ক্রীড়া সম্পাদক মো. ইকবাল হায়দার; শিক্ষা ও গবেষণা সম্পাদক মো. আনিছ মাহমুদ ছাকিব; আইন ও মানবাধিকার সম্পাদক রিয়াজুল মিয়া; ব্যবসায় শিক্ষা ও আন্তর্জাতিক বিষয়ক সম্পাদক হাসান মোহাম্মদ ইয়াসির ও স্কিল ডেভেলপমেন্ট সম্পাদক আবদুল্লাহ আল আমিন।

সাদিক কায়েম এবং এস এম ফরহাদ *প্রথম আলো*কে বলেন, 'আমাদের এই কমিটি গঠিত হয় গত জানুয়ারি মাসে। আমাদের বিশ্ববিদ্যালয় কমিটিই হলের সাংগঠনিক কার্যক্রম তত্ত্বাবধান করে। হলে রাজনীতির সুযোগ তৈরি হলে এবং সে রকম জনবল পেলে হল কমিটি গঠনের বিষয়টি দেখা যাবে।'

## মৃত্যুবার্ষিকী

### এল হারুন

মেডিসিন বিশেষজ্ঞ অধ্যাপক এল হারুনের প্রথম মৃত্যুবার্ষিকী আজ ৩ অক্টোবর। এ উপলক্ষে তাঁর স্ত্রী অধ্যাপক ডা. সুরাইয়া হারুন ও পরিবারের পক্ষ থেকে শুভাকাঙ্ক্ষী ও আপনজনদের কাছে এল হারুনের আত্মার মাগফিরাতের জন্য দোয়া প্রার্থনা করা হয়েছে। মৃত্যুবার্ষিকী উপলক্ষে জামালপুরের মাদারগঞ্জের পলিশা গ্রামে মরহুমের বাড়িতে আজ দুপুরে দোয়া ও এতিম-দুস্থদের মধ্যে খাবার বিতরণের আয়োজন করা হয়েছে। এল হারুন ময়মনসিংহ মেডিকেল কলেজে সহকারী রেজিস্ট্রার, রেজিস্ট্রার ও সহযোগী অধ্যাপক হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন।

**বিজ্ঞপ্তি**

একজন ব্যক্তি বা একটা গোষ্ঠী চাইলেই কি একটা দল গঠন করে ফেলতে পারে? দল করার প্রশ্নটা তো মানুষের সমর্থনের ওপর নির্ভর করে।

মাহফুজ আলম
প্রধান উপদেষ্টার বিশেষ সহকারী

# মানুষ নতুন একটা রাজনৈতিক পরিসর খুঁজছে

প্রথম পৃষ্ঠার পর

কেবল একটা বিষয়ই আসতে পারে, নৈতিকতা। তবে ইসলাম এমন একটা ধর্ম, যার রাজনৈতিক প্রস্তাবনা আছে। তার কেবল হাইপোথিসিসই (প্রস্তাবনা) নেই, প্রোটোটাইপও (আদিরূপ) আছে, যেমন ৩০ বছরের খেলাফতের ইতিহাস। এ কারণে কেয়ামত পর্যন্ত এর স্বপ্ন মুসলমানদের তাড়িয়ে বেড়াবে। কিন্তু রাষ্ট্র যদি ইসলামকে জায়গা করে দিতে চায়, তাহলে তো ইসলামই সীমিত ও নিপীড়নের অনুষঙ্গ হয়ে যাবে। ইসলামি উম্মাহর ধারণা বিশ্বজনীন। জাতিরাষ্ট্রের ক্ষেত্রে সেটা খাটে না। বিদ্যমান জাতিরাষ্ট্রের কাঠামোয় ইসলাম বা শরিয়াহর বাস্তবায়ন অসম্ভব। সে কারণে এই প্রশ্নের মীমাংসা করতে গিয়ে আলেমরা বলেছিলেন, শরিয়াহ মুখ্য নয়, প্রয়োজন হলো মাকাসিদ-উশ শরিয়াহ, যার মূলকথা জীবন-মালের হেফাজত করা। তাহলে আপনি মানবাধিকারের আদিকল্পে প্রবেশ করলেন। মীমাংসাটা হতে হবে এখানেই। পুরোপুরি শরিয়াহর প্রশ্ন এলে শরিয়াহ পাওয়া যাবে না, রাষ্ট্রও না। রাষ্ট্র একটা ত্রিশঙ্কু দশায় পড়বে। এখানকার মুসলমানেরা আরও খারাপ অবস্থার মধ্যে পড়ে যাবে। আলেমদের এটা বোঝা উচিত।

**প্রথম আলো :** যে রাষ্ট্রীয় পরিসরের কথা আপনি প্রস্তাব করছেন, সেখানে ধর্মীয় বা জাতিগত সংখ্যালঘুদের স্থানটা কেমন হবে?

**মাহফুজ আলম :** নাগরিক হিসেবে অবশ্যই সবার সমান হিস্যা থাকতে হবে। রাষ্ট্রীয় পরিসরের দিক থেকে মৌলিক যে নাগরিক অধিকার, তা তো একজন মুসলমানের জন্য যা, একজন আহমদিয়া, হিন্দু, বৌদ্ধ, চাকমা, সংশয়বাদী বা অবিশ্বাসীর জন্যও একই হতে হবে। রাষ্ট্রের নৈতিকতার প্রশ্নেও বৈষম্যমূলক কোনো ধারা থাকা যাবে না। আমাদের ছাত্রশক্তির প্রস্তাবনায় একটা বিষয় আছে। সেটি হলো, প্রতিটি সম্প্রদায়ের নিজস্ব সামাজিক ও সাংস্কৃতিক প্রকাশের ওপর রাষ্ট্র হস্তক্ষেপ করবে না।

**প্রথম আলো :** আপনার নানা কথায় ইতিহাসের প্রসঙ্গ আসতে দেখছি। ১৯৪৭, ১৯৭১, ২০২৪—ইতিহাসের এই পর্বগুলোকে আপনি কোন দৃষ্টিতে দেখেন?

**মাহফুজ আলম :** ১৮৫৭ সালে সিপাহি বিদ্রোহ থেকে ১৯৪৭ পর্যন্ত বাঙালি মুসলমান সম্প্রদায় ১০০ বছর নানা লড়াই করেছে, নানা প্রশ্নের মীমাংসা করার চেষ্টা করেছে—ভাষার, সংস্কৃতির, সমাজের। সংগীতকে, নাট্যকলাকে, নৃত্যকলাকে, নারীকে কীভাবে দেখবে, সেসব প্রশ্নেরও। এসব কারণে ১৯৪৭ সালকে আমি দেখি, বাঙালি মুসলমানের অর্থনৈতিক, সামাজিক ও ধর্মীয় মুক্তির জায়গা থেকে। মার্ক্সীয় ধারণায় অনেকে একে দেখেন একটি দরিদ্র ভূখণ্ডবাসীর অর্থনৈতিক মুক্তির পথ হিসেবে। মুসলিম জাতীয়তাবাদীরা বলেন, ইসলামের জন্যই এটা করা হয়েছে। এর অনেক ব্যাখ্যাই থাকতে পারে। ১৯৪৭ সালকে আমি আরও দেখি বাঙালি মুসলমানের সঙ্গে নিম্নবর্গের হিন্দুদের মৈত্রী হিসেবেও। এই মৈত্রী ধর্মীয় নয়, নাম-পরিচয়ে মুসলমান সম্প্রদায়ের সঙ্গে জুলুম ও নিপীড়নের জায়গা থেকে নিম্নবর্ণের হিন্দুদের মৈত্রী। দুর্ভাগ্যজনক হলো, মৈত্রীর এই সম্ভাবনা ১৯৫০ সালের দাঙ্গায় এলোমেলো হয়ে গেল। যোগেন মণ্ডল কলকাতায় চলে গেলেন। এটাও আমাদের ইতিহাসের আরেক গুরুত্বপূর্ণ বিভাজক রেখা।

১৯৭১ হয়েছিল বাঙালি মুসলমান সম্প্রদায়ের দুটি বোঝাপড়া থেকে। ১৯৪৭ সালের আগপর্যন্ত ইসলামের সঙ্গে তার যে বোঝাপড়া ছিল, সেটা বদলে গিয়েছিল। তারা বুঝতে শুরু করল, বাংলার ইসলাম পাকিস্তানের ইসলামের সঙ্গে যায় না, এমনকি উত্তর ভারতের ইসলামের সঙ্গেও নয়। ফলে তারা পাকিস্তানি ইসলামের বিরুদ্ধে দাঁড়াল। এ বি এম হাবিবুল্লাহ বা আবদুল করিমের মতো কিছু ইতিহাসবিদ এই বয়ানটা তৈরি করেছেন যে আমরা যেমন ভারতীয় নই, তেমনি পাকিস্তানিও নই। এখানকার মুসলমান জনগোষ্ঠীর একটা বিশেষ বৈশিষ্ট্য আছে, এখানে ইসলামেরও বিশিষ্ট একটা ঐতিহাসিক ও সাংস্কৃতিক রূপ আছে। এই জনগোষ্ঠীর এমন একটা ঐতিহাসিক সংগ্রাম আছে, পাকিস্তানিরা যা সমর্থন করছে না। মুক্তিযুদ্ধে তাদের লড়াইটা যেমন পাকিস্তানিদের কবল থেকে মুক্তির লড়াই, তেমনি ভারতের কাছ থেকেও। দ্বিজাতিতত্ত্বের দোষটা সব সময় পাকিস্তানের ঘাড়ে চাপানো হয়; কিন্তু মাওলানা আবুল কালাম আজাদের বইটির মৃত্যু-পরবর্তী সংযোজনীতেই স্পষ্ট বোঝা গেল, ভারত কী চেয়েছিল, নেহরু-প্যাটেলই বা কী করেছিলেন। তবে মুক্তিযুদ্ধের আকাঙ্ক্ষার মধ্যে মানুষের মুক্তির যে স্বপ্নটা ছিল, সেটা নিছক কোনো ধর্মীয় জনগোষ্ঠীর জন্য ছিল না। আমি কেবল বলতে চাইছি, মুক্তির এই ঐতিহাসিক সংগ্রামে নিপীড়িত বাঙালি মুসলমানেরা কেন এত বড় ভূমিকা রাখল, সেটা আমাদের বোঝা দরকার।

**প্রথম আলো :** আপনি কোথাও বলেছেন, ১৯৭১ আর ১৯৭২ এক নয়। কথাটা একটু ভেঙে বলবেন?

**মাহফুজ আলম :** ১৯৭১ সালের মুক্তিযুদ্ধের প্রশ্নগুলো ১৯৭২ সালের জগদ্দল পাথরে চাপা পড়েছিল। ১৯৭২ সালে জাতীয় মীমাংসাকে একরৈখিক করে ফেলা হলো। সেক্যুলারিজমের কথিত পরিসরের মধ্যে বৃহত্তর বাঙালি মুসলমান সমাজকে যুক্ত করার অবকাশই রাখা হলো না। ফলে ইসলামকে সামনে রেখে বিভিন্ন ধরনের রাজনীতি করার বিস্তর সুযোগ তৈরি হলো। রাষ্ট্রে রাখা হলো না কৃষক-শ্রমিকদেরও। পাকিস্তানের শাসক শ্রেণির মতোই আরেকটা শাসক শ্রেণি চেপে বসল। রাষ্ট্রায়ত্তকরণের নামে প্রতিষ্ঠানগুলো ধ্বংস করা হলো। আওয়ামী লীগের লোকদের হাতে রাষ্ট্রের সম্পদ তুলে দেওয়া হলো। এভাবে ধীরে ধীরে রাষ্ট্রকে ধ্বংস করে দেওয়া হলো। পুঁজিবাদের যে উত্থান ও বিস্তার এবং সম্পদের যে বিচলন ও বিতরণ বাংলাদেশে হয়েছে, তাতে বিপুল সংকট তৈরি হয়েছে। বাংলাদেশে বুর্জোয়া সমাজ বিকশিত হলো না কেন? রাষ্ট্র বা জাতিকে নিয়ে ভাববে, এমন একটা জাতীয় বুর্জোয়া সমাজ আমাদের কেন নেই? ১৯৭২ সাল থেকেই সেই আদর্শিক ফাঁদ তৈরি হয়েছে।

প্রধান উপদেষ্টার বিশেষ সহকারী মাহফুজ আলম। ছবি : খালেদ সরকার

- নাগরিক হিসেবে অবশ্যই সবার সমান হিস্যা থাকতে হবে। রাষ্ট্রীয় পরিসরের দিক থেকে মৌলিক যে নাগরিক অধিকার, তা তো একজন মুসলমানের জন্য যা, একজন আহমদিয়া, হিন্দু, বৌদ্ধ, চাকমা, সংশয়বাদী বা অবিশ্বাসীর জন্যও একই হতে হবে।
- পুরোনো রাজনৈতিক দলগুলো নিজেদের অভ্যন্তরীণ সংস্কার না করলে, আদর্শের প্রশ্নে বড় সংস্কার না করলে মানুষ কেন তাদের ভোট দেবে? 'না' ভোটের বিকল্প থাকলে সেই সংখ্যাটা বরং বেড়ে যাবে।

**প্রথম আলো :** ১৯৭১ সালের মুক্তিযুদ্ধের সঙ্গে ২০২৪ সালের ছাত্র-জনতার অভ্যুত্থানের যোগসূত্র কোথায়?

**মাহফুজ আলম :** ২০২৪ সালের অভ্যুত্থানে ১৯৭১ সালে উন্মেষ ঘটা জাতির বাসনা পুনর্বিবেচনার নতুন সুযোগ তৈরি হলো। আমাদের পূর্বপুরুষের লড়াই এবং লাখ লাখ শহীদের আত্মদানের পেছনে যে বাসনা ছিল, সেটা আবার বাস্তবায়নের সুযোগ পেলাম। রাজনৈতিক দলগুলো, বিশেষ করে মুজিববাদ মুক্তিযুদ্ধের বাসনাকে ভূলুণ্ঠিত করেছিল। আওয়ামী লীগের চশমাটা সরে যাওয়ায় মুক্তিযুদ্ধকে আমরা এখন খোলা চোখে দেখার সুযোগ পাচ্ছি। শহীদ, বীরাঙ্গনা ও মুক্তিযোদ্ধাদের উপলব্ধি করার মতো অনেক কাছাকাছি জায়গায় চলে এসেছি। কারণ, আমরা তাঁদের মতো অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়েই গিয়েছি।

**প্রথম আলো :** এবার নতুন বর্তমান আর ভবিষ্যতের প্রসঙ্গে আসি। আপনারা সরকারেও আছেন, নাগরিক কমিটিতেও আছেন। আপনারা কি রাজনৈতিক দল গঠন করতে চলেছেন?

**মাহফুজ আলম :** একজন ব্যক্তি বা একটা গোষ্ঠী চাইলেই কি একটা দল গঠন করে ফেলতে পারে? দল করার প্রশ্নটা তো মানুষের সমর্থনের ওপর নির্ভর করে।

**প্রথম আলো :** এ রকম একটা দল হলে এমন প্রশ্ন উঠতেই পারে যে এটা একটা কিংস পার্টি।

**মাহফুজ আলম :** সরকারের কাছ থেকে কোনো অর্থ বা সহায়তা পেলে এমন প্রশ্ন উঠতে পারে। তা তো তাঁরা নিচ্ছেন না। হ্যাঁ, আমাদের কেউ কেউ সরকারে আছে। তবে এখানে একটা পার্থক্যও আছে। কিংস পার্টি কথাটা উঠেছিল ২০০৭-০৮ সালে। তখন ছিল সামরিক বাহিনীর সমর্থনপুষ্ট তত্ত্বাবধায়ক সরকার। তার থেকে এই অন্তর্বর্তী সরকার একেবারে আলাদা। সামরিক বাহিনীর অবস্থানও এবার সে রকম নেই। এই সরকার বানিয়েছে বাংলাদেশের আপামর জনগণের সবাই মিলে। যে সরকার সব দল ও জনগণের, তার কিংস পার্টি বানানোর প্রশ্ন ওঠে কোথেকে। বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলন আর নাগরিক কমিটি নিজেদের সামর্থ্য অনুযায়ী যতটুকু সম্ভব জন-আকাঙ্ক্ষা ধরে রাখার চেষ্টা করছে। আমি তো মনে করি, সবাই-ই তাদের সমর্থন দেবে।

**প্রথম আলো :** আপনি নিশ্চয়ই লক্ষ করেছেন, সম্প্রতি একটা জরিপে উল্লেখযোগ্য পরিমাণে মানুষ ছাত্রদের প্রতি একটা রাজনৈতিক সমর্থন জানিয়েছে?

**মাহফুজ আলম :** ছাত্রদের প্রতি মানুষের একটা আগ্রহ জন্মেছে সত্যি। কারণ, রাজনীতিতে একটা শূন্যতা দেখা যাচ্ছে। বিএনপি বড় একটা দল, কিন্তু তারপর কারা? জামায়াত? জামায়াত নিজেও জানে, বেশি আসন তারা পাবে না। তার চেয়ে বড় কথা, একক কোনো দলের নিরঙ্কুশ ক্ষমতার ভয় সবার মধ্যে জেঁকে বসেছে। না জানি বিজয়ী দল আবার আওয়ামী লীগের মতোই হয়ে ওঠে। এই পরিস্থিতি থেকে মানুষের বেরিয়ে যাওয়ার একটা ব্যগ্রতা তৈরি হয়েছে। তারা নতুন একটা রাজনৈতিক পরিসর খুঁজছে। মানুষ চায়, বিএনপি পরিশুদ্ধ হয়ে আসুক। জামায়াত তার ঐতিহাসিক দায়ভার আর ফ্যাসিবাদী প্রবণতা ফেলে আসুক। আওয়ামী লীগও বিচার ও রিডেম্পশনের (দায়মোচন) পর তার উগ্র ফ্যাসিবাদ বা মুজিববাদ পরিত্যাগ করুক। কিন্তু তাতেও আসল পরিস্থিতির মীমাংসা হবে না। বাংলাদেশে তরুণের সংখ্যা বিপুল। পুরোনো রাজনৈতিক দলগুলো নিজেদের অভ্যন্তরীণ সংস্কার না করলে, আদর্শের প্রশ্নে বড় সংস্কার না করলে মানুষ কেন তাদের ভোট দেবে? 'না' ভোটের বিকল্প থাকলে সেই সংখ্যাটা বরং বেড়ে যাবে।

**প্রথম আলো :** নাগরিক কমিটিতে বিচিত্র মত ও পথের লোক দেখা যাচ্ছে। এই বৈচিত্র্যকে মিলিয়ে দেওয়ার সাধারণ ভিত্তিটা কী?

**মাহফুজ আলম :** তাদের দিকে খোলা চোখে তাকালে আপনি পুরো বাংলাদেশের একটা প্রতিচ্ছবি দেখতে পাবেন। এরাই বাংলাদেশ।

**প্রথম আলো :** সামনের দিকে তাকিয়ে ভবিষ্যৎ বাংলাদেশকে আপনি কেমন দেখতে পাচ্ছেন?

**মাহফুজ আলম :** বাংলাদেশের নাগরিকদের আত্মমর্যাদা পেতে হবে। রাষ্ট্রকেও। বিভিন্ন রাষ্ট্রে দুই-তিন শ বছরের উপনিবেশের পর অনেকের প্রশ্ন ছিল, উপনিবেশ কীভাবে সম্ভব হয়েছিল? অনেকে উত্তর দিয়েছিল, ইউরোপের শক্তি বেশি ছিল বলে। তখন কেউ কেউ বলেছিল, না, উপনিবেশ সম্ভব হয়েছিল নিজেদেরই কারণে। আমরা উপনিবেশিত হওয়ার মতো অবস্থায় ছিলাম। আমি এ মাত্রাটা নিয়েই কথা বলছি। এই উপনিবেশিত হওয়ার দশা বদলাতে হলে আমাদের দরকার দায় ও দরদের রাজনীতি। এর ভিত্তিতে বাংলাদেশের জনগণের মধ্যে যদি আত্মমর্যাদা গড়ে তোলা যায়, তাহলে কেউ আর তাকে অধীন করতে পারবে না। ভেবে দেখুন তো, এতগুলো মানুষ যদি মাথা উঁচু করে দাঁড়ায়, তাহলে আমরা কোন জায়গায় চলে যেতে পারি।

(শেষ)

# ঘাড়ব্যথা যেন না হয়, কী করণীয়

ভালো থাকুন

**এম ইয়াছিন আলী**, *চেয়ারম্যান ও চিফ কনসালট্যান্ট, ঢাকা সিটি ফিজিওথেরাপি হাসপাতাল, ধানমন্ডি, ঢাকা*

অনেক কারণে ঘাড়ে ব্যথা হতে পারে। এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য সারভাইক্যাল স্পনডিইলোসিস; সারভাইক্যাল স্পনডিইলাইটিস; সারভাইক্যাল স্পনডিইলিসথেসিস; সারভাইক্যাল রিবস; সারভাইক্যাল ক্যানেল স্টেনোসিস বা স্পাইনাল ক্যানাল সরু হওয়া; সারভাইক্যাল ডিস্ক প্রলেপস বা হারনিয়েশন; মাংসপেশি, হাড়, জোড়া, লিগামেন্ট, ডিস্ক ও স্নায়ুর রোগ বা ইনজুরি; অস্বাভাবিক ভঙ্গিতে নিদ্রা বা অনিদ্রা; উচ্চ রক্তচাপ ও হৃদ্‌রোগ; হাড় ও তরুণাস্থির প্রদাহ ও ক্ষয়; অস্টিওপরোসিস বা হাড়ের ক্ষয়; হাড় নরম ও বাঁকা হওয়া; রিউমাটয়েড-আর্থ্রাইটিস ও সেরো নেগেটিভ আর্থ্রাইটিস; সারভাইক্যাল অস্টিওআর্থ্রাইটিস; ফাইব্রোমায়ালজিয়া; সামনে ঝুঁকে বা পাশে কাত হয়ে ভারী কিছু তুলতে চেষ্টা করা; হাড়ের সংক্রমণ; ডিস্কাইটিস (ডিস্কের প্রদাহ); পেশাগত কারণে দীর্ঘক্ষণ ঘাড় নিচু বা উঁচু করে ডেস্কে বসে কাজ করা, কম্পিউটারে কাজ করা, টেলিফোন অপারেটরের কাজ; ছাত্রছাত্রীর চেয়ারে বসে পড়াশোনা করার সময় ঘাড় ও মাথার অবস্থান ঠিকমতো না হওয়া বা উপুড় হয়ে শুয়ে বই পড়া; ড্রাইভিং করার সময় ঘাড় ও মাথা সঠিকভাবে না থাকা; বুক ও পেটের মধ্যকার বিভিন্ন অঙ্গের সমস্যা (যেমন পিত্তথলির পাথর, ডায়াফ্রাম ইরিটেশন ইত্যাদি); হাড় ও স্নায়ুর টিউমার, টরটিকলিস ইত্যাদি।

### উপসর্গ

- ঘাড়ব্যথা কাঁধ, বাহু, হাত ও আঙুল পর্যন্তও বিস্তৃত হতে পারে। কাঁধ, বাহু, হাত ও আঙুলে অস্বাভাবিক অনুভূতি বা অবশভাব।
- ঘাড় জমে আছে এমন অনুভূতি। ঘাড়ের নড়াচড়া ও দাঁড়ানো অবস্থায় কাজ করলে ব্যথা বেড়ে যাওয়া।
- ঘাড় নিচু করে ভারী কিছু তোলা বা অতিরিক্ত কাজের পর তীব্র ব্যথা। হাঁচি-কাশিতে বা সামনে ঝুঁকলে ব্যথা বেড়ে যাওয়া।
- ঘাড়ব্যথা মাথার পেছন থেকে শুরু হয়ে সামনেও আসতে পারে। ব্যথার জন্য ঘুম ভেঙে যেতে পারে। ব্যথার সঙ্গে জ্বর, ঘাম, শীত ভাব বা শরীর কাঁপানো ইত্যাদি লক্ষণও থাকতে পারে।

### চিকিৎসা

- কনজারভেটিভ চিকিৎসা : ১. ব্যথানাশক ওষুধ সেবন, ২. ফিজিওথেরাপি। ফিজিওথেরাপিতে বিভিন্ন ম্যানুয়াল বা ম্যানুপুলেশন থেরাপি, থেরাপিউটিক এক্সারসাইজ করানো হয়। কখনো দুই থেকে তিন সপ্তাহ সম্পূর্ণ বিশ্রামে থেকে চিকিৎসা নিতে হতে পারে।
- সার্জিক্যাল চিকিৎসা : স্বাভাবিক চিকিৎসায় ভালো না হলে, ব্যথা ক্রমান্বয়ে বাড়তে থাকলে, স্নায়ুর সমস্যা দেখা দিলে, বাহু, হাত ও আঙুলে দুর্বলতা এবং অবশভাব দেখা দিলে কিংবা প্রস্রাব-পায়খানার নিয়ন্ত্রণ না থাকলে দ্রুত সার্জিক্যাল চিকিৎসা নিতে হবে।

### প্রতিরোধ

- সামনে ঝুঁকে দীর্ঘক্ষণ কাজ না করা। মাথার ওপর কোনো ওজন না নেওয়া।
- শক্ত বিছানায় ঘুমানো। মধ্যম আকারের বালিশ ব্যবহার, যার অর্ধেক মাথা ও অর্ধেক ঘাড়ের নিচে থাকবে।
- তীব্র ব্যথা কমলেও ঘাড় উঁচু-নিচু করা অথবা মোচড়ানো (টুইসটিং) বন্ধ করা।
- সেলুনে কখনো ঘাড় না মটকানো।
- কাত হয়ে শুয়ে পড়া বা টেলিভিশন না দেখা।
- কম্পিউটারের মনিটর চোখের লেভেলে রাখা।
- ব্যথা হলে গরম প্যাড, গরম পানির বোতল দিয়ে সেঁক দেওয়া।
- ঘাড়ের পেশি নমনীয় ও শক্তিশালী হওয়ার ব্যায়াম করা।
- ভ্রমণকালে সার্ভাইক্যাল কলার ব্যবহার।

» আগামীকাল পড়ুন :
প্রবীণদের স্বাস্থ্য সুরক্ষা

# সাড়ে ৫ ইঞ্চি পুরু জিবের নারী

বিচিত্র

ইউপিআই

ইতালীয় নারী আমব্রা কোলিনা। তাঁর জিব অন্য আর দশজনের মতো নয়; অনেকটাই আলাদা। ব্যতিক্রমী বৈশিষ্ট্যের এ জিবের অধিকারী হওয়ায় ইতিমধ্যে গিনেস ওয়ার্ল্ড রেকর্ডসে জায়গা করে নিয়েছেন তিনি।

৩৭ বছর বয়সী আমব্রা কোলিনার জিব বেশ খানিকটা পুরু। এটির পুরুত্ব একটি টেবিল টেনিস বলের পরিধিকেও হার মানায়। গিনেস ওয়ার্ল্ড রেকর্ডস কর্তৃপক্ষকে দেওয়া সাক্ষাৎকারে কোলিনা বলেন, একসময় দীর্ঘ জিবের পুরুষ হিসেবে বিশ্ব রেকর্ড করা দান্তে বার্নেসের ছবি দেখে তিনি অনুপ্রেরণা পেয়েছিলেন। আর এরপরই গিনেস ওয়ার্ল্ড রেকর্ডসে নাম লেখানোর বিষয়টি মাথায় আসে। এর জন্য চেষ্টা শুরু করেন। একসময় গিনেস ওয়ার্ল্ড রেকর্ডসের তালিকায় অন্তর্ভুক্ত হতে আবেদন করেন।

আবেদন করার পর শুরু হয় মাপজোখ। কোলিনা আসলেই বিশ্ব রেকর্ড করেছেন কি না, নিশ্চিত হতে তাঁর জিব তিনবার পরিমাপ করেন চিকিৎসকেরা। তিনবারের পরিমাপ গড় করে এর যে পুরুত্ব পাওয়া গেছে, সেটাই চূড়ান্ত করা হয়। সে অনুযায়ী তাঁর জিব ৫ দশমিক ৪৪ ইঞ্চি পুরু। এ মাপকেই স্বীকৃতি দিয়েছে ওয়ার্ল্ড রেকর্ডস কর্তৃপক্ষ।

**৩৭ বছর বয়সী আমব্রা কোলিনার জিবের পুরুত্ব টেবিল টেনিস বলের পরিধিকেও হার মানায়।**
ছবি : এক্স থেকে সংগৃহীত

কোলিনার আগে সবচেয়ে পুরু জিবের নারীর রেকর্ডটি ছিল জেনি ডু ভান্ডারের দখলে। তাঁর জিব ছিল ৫ দশমিক ২১ ইঞ্চি পুরু। জেনি ডু নামের ওই নারী যুক্তরাষ্ট্রের ওরেগনের বাসিন্দা। এবার তাঁরই রেকর্ড ভেঙেছেন কোলিনা।

এ তো গেল পুরু জিবের অধিকারী নারীদের কথা। পুরু জিবের পুরুষেরাও আলাদা করে বিশ্ব রেকর্ডে নাম লিখিয়েছেন। সবচেয়ে পুরু জিবের পুরুষের রেকর্ড বর্তমানে বেলজিয়ামের নাগরিক সাচা ফেইনারের দখলে। তাঁর জিব ৬ দশমিক ৬৯ ইঞ্চি পুরু। অর্থাৎ ফেইনারের জিব কোলিনার চেয়ে ১ ইঞ্চির বেশি পুরু।

## একটু থামুন

### বাসার ভাই • লেখা : আদনান মুকিত, আঁকা : আরাফাত করিম

১৪৮২

কাজ করতে করতে টায়ার্ড। ঘুমও আসছে। তোমার হাতে কফি না? রেখে যাও একটা। মুরব্বিদের না দিয়ে খাও কীভাবে?
এটা কড়া কফি, ভাই। এসপ্রেসো। আপনার ভালো লাগবে না।
আরে, কী যে বলো! আমি যখন থেকে কফি খাই, তুমি তখন কফির নামই শোনো নাই। এইসব প্রেসোমেসো কোনো ঘটনাই না। দাও, দেখি।
ভাই, এটা খুব তিতা...
অ্যাঁক!
মুরব্বি মুরব্বি...উঁহুহু... এই কফি আপনার খাওয়া উচিত হয় নাই।
চলবে

### স্বাস্থ্যবটিকা • ব্রন স্মিথ

মাসল ক্র্যাম্প এড়ানোর আর কোনো ব্যায়াম আছে?
হ্যাঁ, অবশ্যই আছে।
বসে দুই পা সোজা করে তোয়ালে দিয়ে পায়ের পাতা সামনের দিকে টেনে আনার চেষ্টা করুন। ১০ সেকেন্ড ধরে রেখে ছেড়ে দিন। এভাবে পাঁচ-ছয়বার করুন।
'স্বাস্থ্যবটিকা'র লক্ষ্য রোগনির্ণয় গোছের কিছু নয়

### শব্দভেদ

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ১ | | | ২ | | ৩ | ৪ | |
| | | ৫ | | ৬ | | ৭ | ৮ |
| ৯ | | | | ১০ | ১১ | | |
| | | ১২ | ১৩ | | ১৪ | | |
| | ১৫ | | ১৬ | ১৭ | | | |
| ১৮ | | | | | | ১৯ | |
| | | | ২০ | | ২১ | | ২২ |
| ২৩ | | | | | | | |

**বাঁ থেকে ডানে :** ১. কণ্টক। ৩. দৃষ্টিবিভ্রম। ৫. প্রতিজ্ঞা। ৭. আঙুলের ডগার উপাস্থি। ৯. একই গোত্রভুক্ত। ১০. পদবি। ১২. চোখ। ১৪. মহোৎসব। ১৬. কবিতার সংঘবদ্ধ চরণসমষ্টি। ১৮. হলুদ বর্ণ। ২০. অন্যথা। ২৩. সমান প্রতিযোগী।

**ওপর থেকে নিচে :** ১. নরম পাকের সন্দেশ। ২. সোপান। ৪. যা থেকে চাল হয়। ৫. সরু ও লম্বা ফলযুক্ত বড় গাছ। ৬. নরম ভারী জিনিস পতনের শব্দ। ৮. অল্প পানিতে মাছ লাফানোর শব্দ। ১১. আকস্মিক বেগ। ১৩. বিচলিত। ১৫. অনবরত। ১৭. নিষ্ঠুর। ১৯. জলময় নিম্নভূমি। ২০. বুক। ২১. নদী পারাপারের নৌকা। ২২. তরফ।

গত সমস্যার সমাধান

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ব্য | তি | ক্র | ম | | ছা | গ | ল |
| | রি | | হ | র | তা | ল | |
| অ | ক্ষি | গো | ল | ক | | গ | ত |
| ক্ষ | | প | | ম | ত | ল | ব |
| | ব | ন | জ | | প্লি | | ক |
| কু | হু | | রি | ক্ত | | চা | |
| টু | | তা | মা | | হাঁ | পা | নি |
| ম | র্জি | | না | ম | ক | | দ |

### রিপলি'স বিলিভ ইট অর নট! • জন গ্র্যাজিয়ানো

অ্যান্টার্কটিকার নিকটবর্তী ডেঞ্জার আইল্যান্ডে ১৫ লাখ পেঙ্গুইনের এক 'সুপার কলোনি' আবিষ্কৃত হয়েছিল মহাশূন্য থেকে, তা-ও আবার বরফের ওপর পেঙ্গুইনদের মলের দাগ দেখে!

কিউবায় নীল কাঁকড়াবিছার বিষ ব্যথার দাওয়াই হিসেবে বেশ জনপ্রিয়।

### কথা অমৃত

আমি বোকাদের হাত থেকে বিপজ্জনক অস্ত্র দূরে রাখার পক্ষপাতী। চলুন, টাইপরাইটার দিয়েই শুরু করা যাক।

**ফ্রাঙ্ক লয়েড রাইট**
মার্কিন স্থপতি ও নকশাকার (১৮৬৭-১৯৫৯)

### সুডোকু

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 7 | | 5 | | | 6 | | |
| | | | 7 | 4 | 2 | | 9 | |
| 1 | 4 | | | 8 | | | | |
| | 2 | 5 | | | | 1 | | |
| 8 | | 6 | | 7 | | 4 | | 3 |
| | | 7 | | | | 9 | 2 | |
| | | | | 2 | | | 6 | 4 |
| | 5 | | 8 | 6 | 7 | | | |
| | | 9 | | | 4 | | 8 | |

**সমাধানের নিয়ম :** এমনভাবে শূন্য ঘরগুলো পূরণ করতে হবে, যেন প্রতিটি সারি ও প্রতিটি কলামে ১ থেকে ৯ সংখ্যাগুলো মাত্র একবার থাকে এবং প্রতিটি ৩x৩ বাক্সেও যেন ১ থেকে ৯ সংখ্যাগুলো মাত্র একবার থাকে।

গত সমস্যার সমাধান

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 4 | 9 | 2 | 8 | 3 | 7 | 1 | 5 |
| 5 | 7 | 3 | 4 | 6 | 1 | 9 | 2 | 8 |
| 2 | 1 | 8 | 7 | 9 | 5 | 4 | 6 | 3 |
| 1 | 3 | 6 | 5 | 7 | 4 | 8 | 9 | 2 |
| 8 | 2 | 4 | 9 | 3 | 6 | 1 | 5 | 7 |
| 9 | 5 | 7 | 1 | 2 | 8 | 6 | 3 | 4 |
| 3 | 9 | 2 | 6 | 4 | 7 | 5 | 8 | 1 |
| 4 | 6 | 1 | 8 | 5 | 2 | 3 | 7 | 9 |
| 7 | 8 | 5 | 3 | 1 | 9 | 2 | 4 | 6 |

### কৌতুক

প্রাক্তন প্রেমিকা ফোন করেছেন চিত্রশিল্পীকে, 'আর্ট গ্যালারিতে তোমার এক্সিবিশনে গিয়েছিলাম।'
চিত্রশিল্পীর কণ্ঠে বিস্ময়, 'তাই নাকি! কই, দেখা করলে না তো! তা কেমন লাগল?'
প্রাক্তনের কণ্ঠে মুগ্ধতা, 'তোমার গাধা সিরিজটা অসাধারণ হয়েছে!'
চিত্রশিল্পীর কণ্ঠে আনন্দ, 'তাই? ভালো লেগেছে তোমার?'
প্রাক্তনের কণ্ঠে শ্লেষ, 'হ্যাঁ, মুগ্ধ হয়ে ভাবছিলাম, সবকিছুতেই নিজেকে ফোকাস করার অভ্যাসটা তোমার এখনো গেল না!'

### পিনাটস • চার্লস শুলজ

শীতকালে এখানে এসে এই পিচার্স মাউন্ডের ওপর দাঁড়াতে খুউব ভালো লাগে।

**বালু উত্তোলনের দায়ে জরিমানা** | মানিকগঞ্জে অবৈধভাবে বালু উত্তোলনের দায়ে তিন ব্যবসায়ীকে দেড় লাখ টাকা জরিমানা ভ্রাম্যমাণ আদালতের। প্রতিনিধি, মানিকগঞ্জ

## সংক্ষেপে

জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়

### নতুন চার সহকারী প্রক্টর নিয়োগ

জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ে নতুন চার সহকারী প্রক্টর নিয়োগ দেওয়া হয়েছে। গতকাল বুধবার বিশ্ববিদ্যালয়ের ভারপ্রাপ্ত রেজিস্ট্রার এ বি এম আজিজুর রহমান স্বাক্ষরিত এক অফিস আদেশে এ নিয়োগের তথ্য জানানো হয়েছে। নতুন সহকারী প্রক্টর হিসেবে নিয়োগ পেয়েছেন প্রাণিবিদ্যা বিভাগের অধ্যাপক মোহাম্মদ আবদুর রাজ্জাক, পদার্থবিজ্ঞান বিভাগের সহযোগী অধ্যাপক আলমগীর কবীর, ম্যানেজমেন্ট স্টাডিজ বিভাগের সহযোগী অধ্যাপক মুনতাকিমুল বারী চৌধুরী ও একই বিভাগের সহকারী অধ্যাপক মাহফুজুর রহমান। নতুন নিয়োগপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা সবাই দুই বছরের জন্য দায়িত্ব পালন করবেন। বিধি মোতাবেক তাঁরা অন্যান্য ভাতা পাবেন বলে আদেশে বলা হয়েছে।

**প্রতিনিধি**, *জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়*

মানিকগঞ্জ প্রেসক্লাব

### আহ্বায়ক জাহাঙ্গীর ও সদস্যসচিব শাহানুর

*দ্য ডেইলি স্টার*-এর মানিকগঞ্জ প্রতিনিধি জাহাঙ্গীর আলম বিশ্বাসকে আহ্বায়ক ও *নয়া দিগন্ত* পত্রিকার জেলা প্রতিনিধি শাহানুর ইসলামকে সদস্যসচিব করে মানিকগঞ্জ প্রেসক্লাবের ২১ সদস্যবিশিষ্ট আহ্বায়ক কমিটি গঠিত হয়েছে। গতকাল দুপুরে মুন্নু ক্যাফে অ্যান্ড রেস্টুরেন্টে এক বিশেষ সাধারণ সভায় এ কমিটি গঠিত হয়। নবগঠিত কমিটিতে প্রেসক্লাবের সাবেক সভাপতি গোলাম ছারোয়ারকে উপদেষ্টা করা হয়েছে। কমিটির সদস্যরা হলেন কাবুল উদ্দিন খান, শাহজাহান বিশ্বাস, বিপ্লব চক্রবর্তী, মঞ্জুর রহমান, রিপন আনছারী, শাহীনুল ইসলাম, জাহিদুল হক, আকমল হোসেন, আজিজুল হাকিম, মতিউর রহমান, আহমেদ সাব্বির, বি এম খোরশেদ, শহীদুল ইসলাম, মনিরুল ইসলাম, আবদুল মোমিন, আশরাফুল আলম, এস এম সাইফুল্লাহ ও আকরাম হোসেন। সভার শুরুতে প্রেসক্লাবের কার্যকরী কমিটির সভা হয়। সভায় ১৭ সদস্যবিশিষ্ট কার্যকরী কমিটি বিলুপ্ত ঘোষণা করা হয়।

**প্রতিনিধি**, *মানিকগঞ্জ*

নারায়ণগঞ্জ

### স্বেচ্ছাসেবক লীগের নেতা গ্রেপ্তার

বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনে সক্রিয় ভূমিকা রাখার অপরাধে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র সাইফুল ইসলামের বাড়িতে হামলা চালিয়ে ভাঙচুর ও লুটপাটের ঘটনায় করা মামলায় বন্দর উপজেলা স্বেচ্ছাসেবক লীগের সভাপতি ফয়সাল কবিরকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। গতকাল ভোরে উপজেলার পুরান বন্দর চৌধুরী বাড়ি এলাকা থেকে তাঁকে গ্রেপ্তার করা হয়। ফয়সাল পুরান বন্দর চৌধুরী বাড়ি এলাকার মৃত আমির হোসেন সরকারের ছেলে। জানা গেছে, গত ৫ আগস্ট সন্ধ্যা সাড়ে সাতটার দিকে বন্দরের শাসনেরবাগের সাইফুলের বাড়িতে হামলা, ভাঙচুর ও লুটপাটের ঘটনা ঘটে। এ ঘটনায় সাইফুলের বাবা মতিউর রহমান বাদী হয়ে উপজেলা পরিষদের সাবেক চেয়ারম্যান মাকসুদ হোসেন, তাঁর ছেলে মাহমুদুল হাসানসহ ১০ জনের নাম উল্লেখ করে থানায় মামলা করেন।

**প্রতিনিধি**, *নারায়ণগঞ্জ*

ঝাড়ু তৈরি

**ফুলের ঝাড়ু তৈরির কাজে ব্যস্ত কারিগর। মানভেদে প্রতিটি ঝাড়ু ৪০ থেকে ১০০ টাকা পাইকারি দরে বিক্রি করা হয়। গতকাল নারায়ণগঞ্জের বক্তাবলী এলাকায়।** ছবি : প্রথম আলো

**প্লাস্টিক বর্জ্য** লেকের পানিতে ফেলা প্লাস্টিক বর্জ্য ও ময়লা-আবর্জনা পরিষ্কার করছেন নারায়ণগঞ্জ সিটি করপোরেশনের কর্মীরা। গতকাল শহরের ১ নম্বর বাবুরাইল এলাকায়। ছবি : প্রথম আলো

# মানিকগঞ্জে গ্রাম পুলিশ পেল নিম্নমানের পোশাক

**গ্রাম পুলিশ সদস্যদের ক্ষোভ**

নির্ধারিত সময়ের প্রায় তিন মাস পর এসব পোশাক ও সরঞ্জাম সরবরাহ করছে ঠিকাদারি প্রতিষ্ঠান।

**আব্দুল মোমিন**, *মানিকগঞ্জ*

মানিকগঞ্জে গ্রাম পুলিশের সদস্যদের নিম্নমানের পোশাক ও সরঞ্জাম দেওয়ার অভিযোগ উঠেছে। এ নিয়ে গ্রাম পুলিশের সদস্যদের মধ্যে ক্ষোভ ও অসন্তোষ দেখা দিয়েছে। তাঁদের অনেকে এসব পোশাক ও সরঞ্জাম নেননি।

মানিকগঞ্জে গ্রাম পুলিশের সদস্যদের পোশাক ও সরঞ্জাম দেওয়ার জন্য সরকারের প্রায় কোটি টাকা ব্যয় হচ্ছে। অথচ ঠিকাদারি প্রতিষ্ঠান অধিক লাভের আশায় তাঁদের নিম্নমানের পোশাক ও সরঞ্জাম সরববরাহ করছে। এদিকে নির্ধারিত সময়ের প্রায় তিন মাস পর এসব পোশাক ও সরঞ্জাম সরবরাহ করছে ঠিকাদারি প্রতিষ্ঠান।

গ্রাম পুলিশের ১০-১২ জন সদস্যের সঙ্গে কথা বলে জানা গেছে, তাঁদের যে পোশাক দেওয়া হয়েছে, তা অত্যন্ত নিম্নমানের কাপড়; মাপেও গরমিল দেখা দিয়েছে। মূলত এসব পোশাক ব্যবহারের অনুপযোগী। অতিরিক্ত অর্থ লুটপাটের মাধ্যমে অধিক লাভবান হতে ঠিকাদার প্রতিষ্ঠান এই দুর্নীতি ও অনিয়মের আশ্রয় নিয়েছে। তাঁরা এসব পোশাক ও সরঞ্জাম পরিবর্তন করে গুণগত ও সঠিক মাপে পোশাক ও সরঞ্জাম সরবরাহের দাবি জানিয়েছেন।

জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ের স্থানীয় সরকার বিভাগ থেকে প্রাপ্ত নথিপত্র ঘেঁটে জানা গেছে, মানিকগঞ্জের ৭টি উপজেলায় কর্মরত গ্রাম পুলিশের ৬৩৫ জন (দফাদার ও মহল্লাদার) সদস্য কর্মরত রয়েছেন। তাঁদের মধ্যে ৫৫৯ জন পুরুষ ও ৭৬ জন নারী সদস্য। ২০২৩-২৪ অর্থবছরে জেলায় কর্মরত গ্রাম পুলিশের ৬৩৫ সদস্যের পোশাক ও সরঞ্জামাদি সরবরাহের জন্য দরপত্র আহ্বান করা হয়। ২০২৩-২৪ অর্থবছরে অনুন্নত বাজেট মঞ্জুরি হিসাব খাতের ব্যয় থেকে গ্রাম পুলিশের এই পোশাক ও সরঞ্জাম সরবরাহে দরপত্র আহ্বান করে জেলা প্রশাসকের কার্যালয়। এতে খরচ (ব্যয়) নির্ধারণ করা হয় ৯৮ লাখ ৯৪ হাজার ৭২০ টাকা। জেলায় কর্মরত গ্রাম পুলিশের সদস্যদের এসব পোশাক ও সরঞ্জাম সরবরাহের কাজ পায় মেসার্স উষা এন্টারপ্রাইজ।

দরপত্রের শর্ত অনুযায়ী, কার্যাদেশ প্রাপ্তি দুই মাসের মধ্যে; অর্থাৎ চলতি বছরের ১৮ জুন এসব পোশাক ও সরঞ্জাম সরবরাহের কথা ছিল। তবে এ সময় তা সরবরাহ করতে না পারায় গত ২৭ আগস্ট স্থানীয় সরকার বিভাগের উপপরিচালক সানজিদা জেসমীন ঠিকাদার প্রতিষ্ঠানের স্বত্বাধিকার গোপাল চন্দ্র দেবনাথকে কারণ দর্শানোর নোটিশ এবং ১৭ সেপ্টেম্বরের মধ্যে পোশাক ও সরঞ্জাম সরবরাহের নির্দেশ দেন। এর পরিপ্রেক্ষিতে গত বৃহস্পতিবার প্রথম দফায় সাটুরিয়ায় গ্রাম পুলিশের সদস্যদের পোশাক ও সরঞ্জাম সরবরাহ করা হয়।

এসব পোশাক ও সরঞ্জামের মধ্যে রয়েছে গ্রাম পুলিশের প্রত্যেক পুরুষ সদস্যের জন্য দুটি ফুল প্যান্ট, একটি জ্যাকেট এবং নারীর সদস্যের জন্য দুটি জর্জেট শাড়ি, নারীদের শোল্ডার ব্যাচসহ দুটি জামা, দুটি ব্লাউজ, দুটি পেটিকোট, একটি নাইলনের বেল্ট, একটি কার্ডিগান ও একটি উলের জামা। এ ছাড়া পুরুষ ও নারী—গ্রাম পুলিশের উভয় সদস্যের জন্য এক জোড়া কাপড়ের ও এক জোড়া চামড়া জুতা রয়েছে।

সরেজমিনে দেখা গেছে, গত সোমবার দুপুরে সদর উপজেলা পরিষদ চত্বরে উপজেলায় কর্মরত গ্রাম পুলিশের ৯৪ সদস্যের মধ্যে পোশাক ও সরঞ্জাম বিতরণ করেন উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা (ইউএনও) লিটন ঢালী। তবে নিম্নমানের পোশাক ও সরঞ্জাম হওয়ায় তা নিতে গ্রাম পুলিশের সদস্যদের অনেকে আপত্তি জানান। পরে তাঁরা এসব পোশাক ও সরঞ্জাম রেখে চলে যান।

**নিম্নমানের পোশাক দেখাচ্ছেন গ্রাম পুলিশ সদস্যরা। গত সোমবার দুপুরে মানিকগঞ্জ সদর উপজেলা পরিষদ চত্বরে। ছবি : প্রথম আলো**

এ ব্যাপারে ইউএনও লিটন ঢালী বলেন, গ্রাম পুলিশের সদস্যদের এসব পোশাক ও সরঞ্জাম সরবরাহ কার্যক্রমের সঙ্গে উপজেলা প্রশাসনের কোনো সম্পৃক্ততা নেই।

গত সোমবার দুপুরে সরেজমিনে উপজেলা চত্বরে গিয়ে নিম্নমানের এসব পোশাক ও সরঞ্জাম সরবরাহের কারণে গ্রাম পুলিশের অনেক সদস্যের মধ্যে ক্ষোভ দেখা গেছে। এ সময় সদর উপজেলায় কর্মরত গ্রাম পুলিশের অন্তত ১০ সদস্যের সঙ্গে কথা হয় এই প্রতিবেদকের। তাঁরা জানান, দরপত্র মূল্যায়ন কমিটিতে ঠিকাদার কাপড়ের যে নমুনা দিয়েছিল, এখন তার মিল নেই। নিম্নমানের কাপড় দিয়ে পোশাক তৈরি করা হয়েছে। বিষয়টি জেলা প্রশাসককে জানিয়েছেন তাঁরা।

সদর উপজেলার দীঘি ইউনিয়নের ৪ নম্বর ওয়ার্ডের কর্মরত গ্রাম পুলিশের সদস্য পারভীন আক্তার বলেন, 'আমাদের পোশাকের মাপ দেওয়া হয়েছিল, কিন্তু সেই মাপে পোশাক পাইনি। ব্লাউজের পিস ছোট, পেটিকোটের কাপড়ও নিম্নমানের। যে শাড়ি দিয়েছে, তা পলেস্টারের। জুতাটাও নরমাল। আমাদের গতবারের যে পোশাক ছিল, তা এবারের থেকে উন্নত ছিল।'

পুটাইল ইউনিয়নের ৫ নম্বর ওয়ার্ডে দফাদার শাহীনুর রহমান বলেন, 'গত বছর গ্রাম পুলিশের সদস্যদের পোশাক ও সরঞ্জামের জন্য ৩৫ লাখ টাকা বরাদ্দ ছিল। এ বছর সেখানে প্রায় ১ কোটি টাকা বরাদ্দ দেওয়া হলেও গত বছরের থেকে এবারে কাপড়ের মান খুবই নিম্ন।'

বেতিলা-মিতরা ইউনিয়নের ৬ নম্বর ওয়ার্ডে দফাদার উজ্জ্বল হোসেন বলেন, 'বিগত বছরগুলোতে প্যান্টের হাঁটুর ওপরে দুটি সাইড পকেট ছিল। এবার একটি পকেট দেওয়া হয়েছে। দুটি সাইড পকেট থাকলে কাগজপত্র রাখতে আমাদের সুবিধা হয়। শুধু নিম্নমানেরই নয়, প্যান্ট মাপেও ছোট। অথচ আমরা মাপ দেওয়ার সময় সঠিক মাপই দিয়েছিলাম।'

অভিযোগের বিষয়ে ঠিকাদার গোপাল চন্দ্র বলেন, পোশাক ও সরঞ্জামের মান নিম্নমানের নয়। যে নমুনা দেওয়া হয়েছিল, সেই মানেরই কাপড় ও সরঞ্জাম দেওয়া হয়েছে। দুই-একজনের মাপ ঠিক না-ও হতে পারে। যাঁদের পোশাকের মাপ সঠিক হয়নি, তাঁদের মাপ ঠিক করে দেওয়া হবে।

এ বিষয়ে স্থানীয় সরকার বিভাগের উপপরিচালক সানজিদা জেসমীন বলেন, গ্রাম পুলিশের পোশাক ও সরঞ্জাম যথাযথভাবে গুণগত মান ও মাপবহির্ভূত হলে তা গ্রহণ করা হবে না। এ ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট ঠিকাদারের কার্যাদেশ বাতিল করে জামানত বাতিল করা হবে। ঠিকাদারকে বিলও দেওয়া হয়নি বলে তিনি জানান।

# চার পাহাড়ি হত্যায় দোষীদের গ্রেপ্তার দাবি বিশিষ্টজনদের

**নিজস্ব প্রতিবেদক**, *ঢাকা*

খাগড়াছড়ি জেলার দীঘিনালার হতাহতের ঘটনাকে কেন্দ্র করে খাগড়াছড়ি ও রাঙামাটিতে চার পাহাড়ি ব্যক্তিকে হত্যা এবং বাড়িঘরে আগুন ও লুটের ঘটনার নিরপেক্ষ, স্বচ্ছ ও উচ্চপর্যায়ের তদন্তের দাবি করেছেন দেশের ৪৪ বিশিষ্টজন। এ ঘটনায় দায়ী ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে দ্রুত আইনানুগ ব্যবস্থা নেওয়ার দাবি করেছেন তাঁরা। গতকাল বুধবার এক বিবৃতিতে এ দাবি করা হয়েছে।

বিবৃতিতে বলা হয়, গত ১৮ সেপ্টেম্বর খাগড়াছড়ি সদরের পানখাইয়া পাড়ায় মোহাম্মদ মামুন (৩০) নামের এক যুবক মোটরসাইকেল চুরি করার অভিযোগে গণপিটুনির শিকার হন এবং পরে হাসপাতালে মারা যান। নিহত মামুনের স্ত্রী থানায় যে মামলা করেছেন, তাতে তিনজন সেটেলার বাঙালির নাম উল্লেখসহ অজ্ঞাতনামা অনেকের বিরুদ্ধে হত্যার অভিযোগ করেছেন। মামুনের মৃত্যুর ঘটনাকে কেন্দ্র করে পরদিন ১৯ সেপ্টেম্বর অভিবাসী বাঙালি এবং স্থানীয় পাহাড়ি জনগোষ্ঠীর মধ্যে সংঘর্ষের ঘটনা ঘটে। এ সংঘর্ষকে কেন্দ্র করে জেলার দীঘিনালায় পাহাড়িদের ৩৭টি ঘরবাড়ি ও দোকানপাট জ্বালিয়ে দেওয়া হয়। স্থানীয় পাহাড়ি জনগোষ্ঠীর অভিযোগ, নিরাপত্তার দায়িত্বে যাঁরা ছিলেন, তাঁদের কেউ কেউ পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনার বদলে পাহাড়িদের ওপর হামলায় লিপ্ত ব্যক্তিদের নানাভাবে উৎসাহ ও মদদ জুগিয়েছেন। গুলিতে জুনান চাকমা (২০), ধনঞ্জয় চাকমা (৫০) ও রুবেল ত্রিপুরা (২০) নিহত হন।

বিবৃতিতে পাঁচ দফা দাবি তুলে ধরা হয়। এগুলোর মধ্যে আছে খাগড়াছড়ি ও রাঙামাটিতে ক্ষুদ্র জাতিগোষ্ঠীর চারজনকে হত্যাসহ সব ঘটনার সুষ্ঠু, নিরপেক্ষ, স্বচ্ছ, উচ্চপর্যায়ের তদন্ত করা; ভিডিও ফুটেজে চিহ্নিত দোষী ব্যক্তিদের দ্রুত গ্রেপ্তার করে আইন অনুযায়ী কঠোর শাস্তি নিশ্চিত করা।

বিবৃতিদাতাদের মধ্যে আছেন সুলতানা কামাল, খুশী কবির, জেড আই খান পান্না, ইফতেখারুজ্জামান, পারভীন হাসান, ফেরদৌস আজিম, তবারক হোসেন, সুব্রত চৌধুরী, সারা হোসেন, শিরিন পারভীন হক, সামিনা লুৎফা, শহিদুল আলম, সুমাইয়া খায়ের, তাসলিমা ইসলাম, রেহনুমা আহমেদ, শাহনাজ হুদা, রোবায়েত ফেরদৌস, খাইরুল ইসলাম চৌধুরী, জোবায়দা নাসরিন, শামসুল হুদা, সালমা আলী, গীতি আরা নাসরীন, সাদাফ নুর, মির্জা তাসলিম সুলতানা, মিনহাজুল হক চৌধুরী, রোজিনা বেগম প্রমুখ।

# মুন্সিগঞ্জে খালে ধসে পড়া সড়কের মেরামত শুরু

ধসে পড়া স্থানটুকু মুন্সিগঞ্জ সদর উপজেলার মহাকালী ইউনিয়নের সাতানিখিল এলাকায় অবস্থিত।

**প্রতিনিধি**, *মুন্সিগঞ্জ*

মুন্সিগঞ্জ সদর উপজেলায় সড়কের পাশে খননযন্ত্র দিয়ে বালুর স্তূপ করায় ধসে পড়া সেই সড়কের সংস্কারকাজ শুরু হয়েছে। এলজিইডি ও স্থানীয় ব্যক্তিদের সহযোগিতায় গত মঙ্গলবার থেকে সড়কটির সংস্কার চলছে।

সড়কটি মুন্সিগঞ্জ-মাকাহাটি সড়ক নামে পরিচিত। ধসে পড়া স্থানটুকু মুন্সিগঞ্জ সদর উপজেলার মহাকালী ইউনিয়নের সাতানিখিল এলাকায় অবস্থিত।

এর আগে গত ২৩ সেপ্টেম্বর রাতে ভারী বৃষ্টি এবং স্তূপ করা অতিরিক্ত বালুর চাপে সড়কটির ৭০-৮০ দৈর্ঘ্যে ও ৬ ফুট প্রস্থে ভেঙে পড়ে। বাকি সড়কও ছিল ভাঙনের ঝুঁকিতে। এতে ওই সড়ক দিয়ে ভারী যানবাহন চলাচল প্রায় বন্ধ ছিল। ওই সময় ছোট যানবাহন ঝুঁকি নিয়ে চলাচল করে। ভাঙনের আতঙ্কে ছিলেন সড়কের পাশের বাসিন্দা ইসমাইল গাজী, ইব্রাহীম গাজীরা।

সড়কটির দুরবস্থা নিয়ে গত শনিবার *প্রথম আলোতে* 'সড়ক ধসে পড়ল খালে' শিরোনামে একটি সচিত্র প্রতিবেদন ছাপা হয়। এর পরিপ্রেক্ষিতে স্থানীয় সরকার প্রকৌশল বিভাগ দ্রুত সংস্কারকাজ শুরুর পদক্ষেপ নেয়। এতে স্থানীয় বিএনপির নেতা-কর্মীরা স্বতঃস্ফূর্তভাবে সহযোগিতা করেন।

স্থানীয় কয়েকজন বাসিন্দা বলেন, আওয়ামী লীগ সরকারের সময় মহাকালী ইউনিয়ন আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক নজরুল ব্যাপারী, আওয়ামী লীগ নেতা সালাউদ্দীন সিকদার ও ইউনিয়নটির ৫ নম্বর ইউপি সদস্য মাসুদ বালুবাণিজ্য করতেন। ৫ আগস্টের পর সেই বাণিজ্য দখলে নেন উজ্জ্বল হালদার, জুয়েল দেওয়ান, মিরাজ হালদাররা। দখলের নেতৃত্ব বিষয়ে অভিযোগ ওঠে জেলা যুবদলের আহ্বায়ক দেওয়ান মুজিবুর রহমানের বিরুদ্ধেও। ১৫ থেকে ২০ দিন আগে বালু ব্যবসার জন্য সাতানিখিল সড়কের পাশের বিশাল পুকুর খননযন্ত্র দিয়ে ভরাট শুরু করেন উজ্জ্বল হালদার, জুয়েল দেওয়ান, মিরাজ হালদাররা। তখন বালুর চাপে সড়কের মাঝখানে ফাটল দেখা দেয়।

**মুন্সিগঞ্জ সদর উপজেলায় ধসে পড়া সেই সড়কের সংস্কারকাজ শুরু হয়েছে। গতকাল সকালে সাতখানি এলাকায়।** ছবি : প্রথম আলো

- সড়কটির দুরবস্থা নিয়ে গত শনিবার *প্রথম আলোতে* 'সড়ক ধসে পড়ল খালে' শিরোনামে একটি সচিত্র প্রতিবেদন ছাপা হয়।
- সড়কটির সংস্করকাজে স্থানীয় বিএনপির নেতা-কর্মীরা স্বতঃস্ফূর্তভাবে সহযোগিতা করেন।

গত ২৩ সেপ্টেম্বর রাতে সড়কটি গাছপালাসহ খালে ভেঙে পড়ে।

উজ্জ্বল হালদার বলেন, 'বালু ভরাটের সঙ্গে মুজিবুর কোনোভাবেই জড়িত ছিলেন না। মুজিবুর আমাদের ইউনিয়নের মানুষ। আমাদের সঙ্গে তাঁর রাজনৈতিক সম্পর্ক আছে। আমাদের মধ্যে কয়েকজন বাড়তি সুবিধা পাওয়ার আশায় বালু ব্যবসায় মুজিবুরের নাম ভাঙিয়েছিলেনমাত্র। যেহেতু সড়কটি ভেঙে যাওয়ায় সবারই অসুবিধা হচ্ছিল, তাই সংস্কারকাজে শ্রম, মাটি দিয়ে আমরাও সহযোগিতা করছি।'

এদিকে ধসে পড়া সড়কটি সংস্কার শুরু হওয়ায় পথচারী, যানচালক ও স্থানীয় ব্যক্তিদের মধ্যে স্বস্তি ফিরে এসেছে। তাঁরা সড়ক সংস্কার হওয়ায় সংশ্লিষ্ট সবার প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেছেন। পাশাপাশি সড়কের পাশ থেকে বালুর ব্যবসা সরিয়ে নিতে প্রশাসনের হস্তক্ষেপ চেয়েছেন।





**নিহত রিয়াজুলের মেয়ে রিয়া মনির হাতে তুলে দেওয়া হচ্ছে দুই লাখ টাকার চেক।** প্রথম আলো

# নিহত রিয়াজুলের পরিবার পেল চেক

**প্রতিনিধি**, *মুন্সিগঞ্জ*

মুন্সিগঞ্জে বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনে গত ৪ আগস্ট গুলিতে নিহত রিয়াজুল ফরাজীর পরিবারকে দুই লাখ টাকার চেক দিয়েছে কোহিনূর কেমিক্যাল কোম্পানি লিমিটেড। গত বৃহস্পতিবার দুপুরে প্রতিষ্ঠানটির ঢাকার তেজগাঁও কার্যালয়ে ব্যবস্থাপনা পরিচালক রেজাউল করিম নিহত রিয়াজুলের মেয়ে রিয়া মনির হাতে ওই চেকটি তুলে দেন।

অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন প্রতিষ্ঠানটির পরিচালক-করপোরেট অ্যাফেয়ার্স এম এ খায়ের। গত ৪ আগস্ট আন্দোলনে অংশ নেন শহরের উত্তর ইসলামপুর এলাকার বাসিন্দা রিয়াজুল ফরাজী (৩৮)। সেদিন রিয়াজুল ফরাজীসহ তিনজন গুলিবিদ্ধ হয়ে মারা যান।

**অস্ত্র উদ্ধার** | চট্টগ্রামে থানা থেকে লুট হওয়া একটি পিস্তল গতকাল হালিশহরে ঝোপের মধ্য থেকে উদ্ধার করা হয়েছে। নিজস্ব প্রতিবেদক, চট্টগ্রাম

## সংক্ষেপে

দোহার-নবাবগঞ্জ

### দুটি মামলায় সালমান এফ রহমানের রিমান্ড মঞ্জুর

ঢাকার দোহার ও নবাবগঞ্জ থানায় পৃথক দুটি মামলায় সাবেক প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার বেসরকারি শিল্প ও বিনিয়োগবিষয়ক উপদেষ্টা সালমান এফ রহমানের রিমান্ড মঞ্জুর করেছেন আদালত। গতকাল বুধবার সকালে নবাবগঞ্জের আমলি আদালতের ম্যাজিস্ট্রেট মোস্তাফিজুর রহমান শুনানি শেষে এ রিমান্ড মঞ্জুর করেন। দোহার থানার ওসি রেজাউল ইসলাম ও নবাবগঞ্জ থানার ওসি মমিনুল ইসলাম জানান, সালমান এফ রহমানের নামে নবাবগঞ্জ থানায় গত ৩ সেপ্টেম্বর করা মামলায় চার দিন ও ২৫ আগস্ট দোহার থানায় করা মামলায় তিন দিনের রিমান্ড মঞ্জুর করেছেন আদালত। পুলিশ জানায়, দুটি মামলায় সাবেক সংসদ সদস্য সালমান এফ রহমানকে খুব শিগগির রিমান্ডে নিতে পারছে না পুলিশ। কারণ, ঢাকা মহানগরসহ বিভিন্ন স্থান থেকে করা আরও কয়েকটি মামলায় বর্তমানে রিমান্ডে আছেন সালমান এফ রহমান।

**প্রতিনিধি**, *নবাবগঞ্জ, ঢাকা*

**অহিংসা দিবস** শান্তির সংস্কৃতি গড়ে তোলার প্রত্যয় নিয়ে আন্তর্জাতিক অহিংসা দিবস পালন করেছে মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর। গতকাল বুধবার রাজধানীর আগারগাঁওয়ে মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর মিলনায়তনে এ উপলক্ষে সাংস্কৃতিক পরিবেশনা, আলেখ্য অনুষ্ঠান, সম্প্রীতি ও দেশপ্রেমের গান পরিবেশন করা হয়। এ আয়োজনের শুরুতে বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনসহ গত কয়েক মাসে বিভিন্ন সহিংসতায় দেশজুড়ে নিহত সবার প্রতি এক মিনিট দাঁড়িয়ে শ্রদ্ধা নিবেদন করা হয়। ছবি : প্রথম আলো

# সম্পর্ক উন্নয়নে একসঙ্গে কাজ করায় গুরুত্বারোপ

বাংলাদেশ-ভারত সম্পর্ক

**কূটনৈতিক প্রতিবেদক**, *ঢাকা*

দক্ষিণ এশিয়ার দুই নিকট প্রতিবেশীর সম্পর্ক এগিয়ে নিতে একসঙ্গে কাজ করার গুরুত্বের বিষয়ে একমত বাংলাদেশ ও ভারত। এ লক্ষ্যে দুই দেশের মধ্যে সম্পর্কের বিষয়ে আলোচনার নিয়মিত যেসব প্রক্রিয়া আছে, সেগুলো সচল করা জরুরি।

গতকাল বুধবার অন্তর্বর্তী সরকারের পররাষ্ট্র উপদেষ্টা মো. তৌহিদ হোসেন ও ভারতের হাইকমিশনার প্রণয় ভার্মার মধ্যে আলোচনায় বিষয়টি গুরুত্ব পেয়েছে।

পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় সন্ধ্যায় এক বিজ্ঞপ্তিতে জানিয়েছে, ভারতীয় হাইকমিশনার পররাষ্ট্র উপদেষ্টার সঙ্গে সৌজন্য সাক্ষাৎ করেন। এ সময় তাঁরা দ্বিপক্ষীয় সম্পর্কের বিভিন্ন বিষয় নিয়ে আলোচনা করেন। দ্বিপক্ষীয় সম্পর্কের উন্নয়নে দুই দেশের একসঙ্গে কাজ করা প্রয়োজন বলে তাঁরা তাঁদের আলোচনায় জোর দিয়েছেন।

সম্প্রতি নিউইয়র্কে জাতিসংঘের সাধারণ অধিবেশনের ফাঁকে ভারতের পররাষ্ট্রমন্ত্রী এস জয়শঙ্করের সঙ্গে পররাষ্ট্র উপদেষ্টা তৌহিদ হোসেনের বৈঠকের প্রসঙ্গটি আলোচনায় আসে। এ সময় পররাষ্ট্র উপদেষ্টা ও ভারতীয় হাইকমিশনার দুই দেশের মধ্যে আলোচনায় নিয়মিত দ্বিপক্ষীয় প্রক্রিয়াগুলো সচল করার ওপর জোর দেন।

বৈঠকে বাণিজ্য, প্রকল্প ও মানুষে মানুষে যোগাযোগের ক্ষেত্রগুলোয় সহযোগিতার বিষয়ে আলোচনা হয়েছে। হাইকমিশনের নিয়মিত ভিসাপ্রক্রিয়া পুনরায় শুরু করা যে গুরুত্বপূর্ণ, সে প্রসঙ্গও তাঁদের আলোচনায় এসেছে।

অন্তর্বর্তী সরকারের পররাষ্ট্র উপদেষ্টা মো. তৌহিদ হোসেনের সঙ্গে গতকাল বৈঠক করেছেন ভারতের হাইকমিশনার প্রণয় ভার্মা। ছবি : সংগৃহীত

- বাণিজ্য, প্রকল্প ও মানুষে মানুষে যোগাযোগে সহযোগিতার বিষয়ে আলোচনা হয়েছে।
- ভিসাপ্রক্রিয়া পুনরায় শুরু করা যে গুরুত্বপূর্ণ, সে প্রসঙ্গও আলোচনায় এসেছে।

## শ্রমিক হত্যার প্রতিবাদ অধিকার কমিটির

**প্রথম আলো ডেস্ক**

ঢাকার আশুলিয়ায় গুলিতে একজন শ্রমিক নিহত এবং চারজনের গুলিবিদ্ধ হওয়াসহ অর্ধশতাধিক আহত হওয়ার ঘটনার প্রতিবাদ জানিয়েছে গণতান্ত্রিক অধিকার কমিটি। গতকাল বুধবার গণতান্ত্রিক অধিকার কমিটির পক্ষ থেকে অধ্যাপক আনু মুহাম্মদ এক বিবৃতিতে শ্রমিক হত্যার ঘটনাকে 'গণ-অভ্যুত্থানের আকাঙ্ক্ষার বিরোধী' বলে অভিহিত করেছেন।

গত ৩০ সেপ্টেম্বর গুলিতে নিহত পোশাকশ্রমিক কাউসার ম্যাঙ্গোটেক্স লিমিটেড নামের একটি কারখানার অপারেটর ছিলেন।

বিবৃতিতে বলা হয়, 'আমরা বিস্ময়ের সঙ্গে লক্ষ করছি, সম্প্রতি প্রধান উপদেষ্টা শ্রমিক আন্দোলনকে সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ড বলেছেন এবং শ্রমিকদের বাস্তবসম্মত দাবিগুলোকে এড়িয়ে গিয়ে তাঁদের আন্দোলনকে দমন করতে নানা পদক্ষেপ নেওয়া হচ্ছে।'

# হাসিনার বিরুদ্ধে ৩ হত্যার অভিযোগ, এক মামলা

ছাত্র-জনতার আন্দোলন

সাবেক এই প্রধানমন্ত্রীর বিরুদ্ধে এ পর্যন্ত অন্তত ২২১টি মামলার তথ্য পাওয়া গেছে। এর মধ্যে ১৮৯টিতে হত্যার অভিযোগ আনা হয়েছে।

**নিজস্ব প্রতিবেদক**, *ঢাকা*

বৈষম্যবিরোধী ছাত্র-জনতার আন্দোলনে গুলি চালিয়ে হত্যার ঘটনায় শেখ হাসিনার বিরুদ্ধে আরও একটি হত্যা মামলা দায়েরের তথ্য পাওয়া গেছে। সম্প্রতি ঢাকার উপকণ্ঠে সাভার থানায় এ মামলা হয়েছে। এ ছাড়া রাজধানীর বাড্ডা ও উত্তরা এলাকায় আরও দুই যুবককে হত্যার অভিযোগে শেখ হাসিনার বিরুদ্ধে মামলার দুটি আবেদন আদালতে জমা পড়েছে। এর বাইরে এক শিক্ষার্থীকে হত্যার অভিযোগ জমা পড়েছে আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনালে।

ছাত্র-জনতার অভ্যুত্থানে গত ৫ আগস্ট শেখ হাসিনার নেতৃত্বাধীন আওয়ামী লীগ সরকারের পতন হয়। ১৫ আগস্ট শেখ হাসিনার বিরুদ্ধে প্রথম মামলা হয় ঢাকার আদালতে। এর পর থেকে তাঁর বিরুদ্ধে অন্তত ২২১টি মামলার তথ্য পাওয়া গেছে। এর মধ্যে ১৮৯টি মামলায় হত্যার অভিযোগ আনা হয়েছে।

গাজীপুরের সাহাজউদ্দিন সরকার স্কুল অ্যান্ড কলেজের শিক্ষার্থী নাফিসা হোসেন হত্যা মামলায় সাবেক প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাসহ ১৪৩ জনের বিরুদ্ধে মামলা হয়েছে। সম্প্রতি শিক্ষার্থী নাফিসার বাবা আবুল হোসেন বাদী হয়ে সাভার থানায় এ মামলা করেন। মামলার এজাহারে উল্লেখ করা হয়, গত ১ আগস্ট সাভারে নানাবাড়িতে বেড়াতে আসে নাফিসা। ৫ আগস্ট দুপুরে সাভার মসজিদ মডেল কমপ্লেক্সের সামনে বৈষম্যবিরোধী ছাত্র-জনতার মিছিল চলছিল। মিছিলে অংশ নেয় নাফিসা। তখন মিছিলে আশুলিয়া থানা আওয়ামী লীগের সাংগঠনিক সম্পাদক রফিকুল ইসলামসহ ১৪২ জন হামলা করেন। আসামিরা শটগান, পিস্তল ও বিভিন্ন ধরনের দেশি-বিদেশি আগ্নেয়াস্ত্র থেকে গুলি ছোড়েন। সেই গুলি গিয়ে লাগে নাফিসার বুকে।

রাজধানীর বাড্ডায় শাহ আলম (৪২) নামের এক যুবককে গুলি করে হত্যার অভিযোগে শেখ হাসিনাসহ ১২৮ জনের বিরুদ্ধে মামলা নেওয়ার আবেদন ঢাকার চিফ মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট (সিএমএম) আদালতে জমা পড়েছে। এ আবেদন করেন শাহ আলমের ভাই মিজানুর রহমান। এ মৃত্যুর ঘটনা নিয়ে থানায় নিয়মিত মামলা হয়েছে কি না, সে-সংক্রান্ত প্রতিবেদন জমা দেওয়ার জন্য সংশ্লিষ্ট থানার ওসিকে নির্দেশ দিয়েছেন আদালত। পুলিশ প্রতিবেদন হাতে পাওয়ার পর আদালত মামলা গ্রহণের বিষয়ে আদেশ দেবেন।

রাজধানীর উত্তরায় জিয়াউর রহমান (৪২) নামের এক ব্যক্তিকে গুলি করে হত্যার অভিযোগে শেখ হাসিনাসহ ১৮৩ জনের বিরুদ্ধে মামলা নেওয়ার আবেদন আদালতে জমা পড়েছে। গতকাল বুধবার ঢাকার সিএমএম আদালতে এ আবেদন করেন শাহনাজ আক্তার। এ ঘটনায় আগে কোনো মামলা হয়েছে কি না, তা জানাতে সংশ্লিষ্ট থানার ওসিকে নির্দেশ দিয়েছেন আদালত।

**শিক্ষার্থী হত্যার অভিযোগ ট্রাইব্যুনালে**

গত ৫ আগস্ট রাজধানীর চানখাঁরপুলে গুলিতে দশম শ্রেণির ছাত্র আনাস হত্যার ঘটনায় সাবেক প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাসহ ২৫ জনের নামে আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনালের চিফ প্রসিকিউটর কার্যালয়ে অভিযোগ দায়ের করেছেন নিহত ছাত্রের নানা।

এ ছাড়া গণহত্যায় সরাসরি হুকুমদাতা হিসেবে আওয়ামী লীগ এবং ১৪ দলের শরিক রাজনৈতিক দলগুলোর নামে একটি অভিযোগ দায়ের হয়েছে। গতকাল এ দুটি অভিযোগ দায়ের হয়েছে বলে জানিয়েছেন ট্রাইব্যুনালের প্রসিকিউটর গাজী এম এইচ তামিম।

## আইন কমিশনের নতুন চেয়ারম্যান জিনাত আরা

**নিজস্ব প্রতিবেদক**, *ঢাকা*

জিনাত আরা

আইন কমিশনের চেয়ারম্যান পদে নিয়োগ পেয়েছেন আপিল বিভাগের অবসরপ্রাপ্ত বিচারপতি জিনাত আরা। কমিশনের সদস্য পদে হাইকোর্ট বিভাগের অবসরপ্রাপ্ত বিচারপতি শামীম হাসনাইন ও অধ্যাপক ড. নাঈমা হককে নিয়োগ দেওয়া হয়েছে। গতকাল নিয়োগসংক্রান্ত পৃথক প্রজ্ঞাপন জারি করেছে আইন মন্ত্রণালয়ের লেজিসলেটিভ ও সংসদবিষয়ক বিভাগ।

পৃথক প্রজ্ঞাপনের ভাষ্য, নিয়োগের তারিখ থেকে পরবর্তী তিন বছরের জন্য আইন কমিশনের চেয়ারম্যান ও সদস্য পদে নিয়োগ দেওয়া হয়েছে।

## আজ ও কাল বৃষ্টি হবে, কমবে তাপমাত্রা

**নিজস্ব প্রতিবেদক**, *ঢাকা*

দেশের আটটি বিভাগেই আগামীকাল শুক্রবার পর্যন্ত বৃষ্টিপাতের সম্ভাবনার কথা জানিয়েছে আবহাওয়া অধিদপ্তর। বঙ্গোপসাগরে লঘুচাপ সৃষ্টি হতে পারে উল্লেখ করে দেশের সমুদ্রবন্দরগুলোতে ৩ নম্বর সতর্কসংকেত দেখাতে বলা হয়েছে।

গতকাল বুধবার সন্ধ্যার পর থেকে রাজধানীতে বৃষ্টি শুরু হয়। সারা দিনের ভ্যাপসা গরম এতে কিছুটা কমে নগরজীবনে কিছুটা স্বস্তি আসে।

আবহাওয়া অধিদপ্তর বলেছে, সক্রিয় মৌসুমি বায়ুর প্রভাবে উত্তর বঙ্গোপসাগর ও বাংলাদেশের উপকূলীয় অঞ্চলে গভীর সঞ্চরণশীল মেঘমালা সৃষ্টি হচ্ছে। এ বায়ু প্রবল অবস্থায় আছে। আগামী ৪৮ ঘণ্টার মধ্যে উত্তর বঙ্গোপসাগর ও তৎসংলগ্ন এলাকায় একটি লঘুচাপ সৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে।

# লাঠিটিলায় সাফারি পার্ক প্রকল্প বাতিলের সুপারিশ

**প্রতিনিধি**, *জুড়ী, মৌলভীবাজার*

মৌলভীবাজারের জুড়ী উপজেলার লাঠিটিলা সংরক্ষিত বনে সাফারি পার্ক প্রকল্প বাতিলের সুপারিশ করেছে পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়। এ বিষয়ে পরিকল্পনা কমিশনে চিঠি পাঠানো হয়েছে।

গতকাল বুধবার মন্ত্রণালয়ের জনসংযোগ কর্মকর্তা দীপংকর বর স্বাক্ষরিত সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানানো হয়।

সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়েছে, ২০২৩ সালের ৯ নভেম্বর জাতীয় অর্থনৈতিক পরিষদের নির্বাহী কমিটির (একনেক) সভায় বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব সাফারি পার্ক, মৌলভীবাজার (প্রথম পর্যায়) প্রকল্প শর্ত সাপেক্ষে অনুমোদিত হয়। সভার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী বর্ণিত প্রকল্পের বিষয়ে সুপারিশমালা প্রণয়নের জন্য জীববৈচিত্র্যের ওপর প্রভাব নিরূপণে গত ২১ আগস্ট চার সদস্যের কমিটি গঠন করে মন্ত্রণালয়। সাবেক প্রধান বন সংরক্ষক ইসতিয়াক উদ্দিন আহমেদকে আহ্বায়ক এবং জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাণিবিদ্যা বিভাগের অধ্যাপক মোস্তফা ফিরোজ; আরণ্যক ফাউন্ডেশনের সাবেক নির্বাহী পরিচালক ফরিদ উদ্দিন আহমদ; বন অধিদপ্তরের বন্য প্রাণী ও প্রকৃতি সংরক্ষণ অঞ্চলের বন সংরক্ষক ইমরান আহমেদকে সদস্য করে এ কমিটি গঠন করা হয়।

জীববৈচিত্র্যের ওপর প্রভাব নিরূপণে গঠিত ওই কমিটি প্রকল্পটি বাতিলের সুপারিশ করেছে। কমিটির প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, লাঠিটিলা বন ইন্দো-বার্মা জীববৈচিত্র্য হটস্পটের অংশ এবং এটি হাতিদের চলাচলের একটি করিডর। এখানে সাফারি পার্ক নির্মাণ বনাঞ্চলে নেতিবাচক প্রভাব ফেলবে। বনের জীববৈচিত্র্যের ওপর প্রস্তাবিত সাফারি পার্কের ফলে সৃষ্ট প্রভাবগুলোকে বিবেচনায় নিয়ে এবং স্থানীয় অংশীজনদের মতামতকে গুরুত্ব দিয়ে কমিটি মনে করেছে, এ প্রাকৃতিক বনে সাফারি পার্ক নির্মাণ করা উচিত নয়। তাই প্রকল্পটি বাতিলের সুপারিশ করা হয়েছে। এ ছাড়া বনটির অবক্ষয়িত অংশ ও হুমকিতে থাকা জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণে কাজ করার জন্য বন অধিদপ্তরকে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

মৌলভীবাজারের জুড়ী উপজেলায় লাঠিটিলা সংরক্ষিত বন। ছবি : প্রথম আলো

## বিইউবিটির উপাচার্য হলেন শওকত আলী

**নিজস্ব প্রতিবেদক**, *ঢাকা*

শওকত আলী

বাংলাদেশ ইউনিভার্সিটি অব বিজনেস অ্যান্ড টেকনোলজির (বিইউবিটি) উপাচার্য পদে যোগ দিয়েছেন অধ্যাপক এ বি এম শওকত আলী। গত মঙ্গলবার এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে এ কথা জানানো হয়েছে।

বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষকতা, গবেষণা ও প্রশাসনে তিন দশকের বেশি সময় কাজের অভিজ্ঞতা রয়েছে অধ্যাপক শওকত আলীর। বিইউবিটিতে যোগদানের আগে ফিজি দ্বীপপুঞ্জের ইউনিভার্সিটি অব ফিজির কম্পিউটার সায়েন্স ইঞ্জিনিয়ারিং (সিএসই) বিভাগের অধ্যাপক হিসেবে কর্মরত ছিলেন তিনি।

শওকত আলী ১৯৯০ সালে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় থেকে স্নাতক এবং ১৯৯১ সালে স্নাতকোত্তর সম্পন্ন করেন। ২০০5 সালে তিনি অস্ট্রেলিয়ার মোনাস ইউনিভার্সিটি থেকে পিএইচডি ডিগ্রি অর্জন করেন।

## রামেকে ছাত্রলীগের ২০ জনকে সাজা

**নিজস্ব প্রতিবেদক**, *রাজশাহী*

রাজশাহী মেডিকেল কলেজে (রামেক) আওয়ামী লীগ সরকারের আমলে সাধারণ শিক্ষার্থী নির্যাতনসহ নানা অভিযোগে ২০ শিক্ষার্থীকে শাস্তি দিয়েছে রাজশাহী মেডিকেল কলেজ কর্তৃপক্ষ। তাঁদের মধ্যে ১৯ জনকে হোস্টেল থেকে বহিষ্কার ও তাঁদের ছয় মাস থেকে এক বছর পর্যন্ত ক্লাস-পরীক্ষাসহ সব একাডেমিক কার্যক্রম থেকে বিরত রাখার সিদ্ধান্ত হয়েছে। অপর এক ছাত্রকে শুধু তিরস্কার করা হয়েছে।

শাস্তি পাওয়া শিক্ষার্থীরা ছাত্রলীগের বিভিন্ন পর্যায়ের নেতা-কর্মী বলে জানা গেছে। গত মঙ্গলবার রাজশাহী মেডিকেল কলেজের একাডেমিক কাউন্সিলের সভায় সর্বসম্মতিক্রমে এ সিদ্ধান্ত হয়।

এখনই যদি পদক্ষেপ না নেওয়া যায়, তাহলে সারা বিশ্ব স্বাস্থ্য খাতে এগিয়ে গেলেও পাকিস্তান বেদনাদায়ক বৃত্তেই আটকে থাকবে

পাকিস্তানের পোলিও পরিস্থিতি নিয়ে দ্য ডন-এর সম্পাদকীয় মন্তব্য

সম্পাদকীয়

## সাগর-রুনি হত্যা মামলা

### তদন্তকাজে টাস্কফোর্স যেন ব্যর্থ না হয়

বাংলাদেশে কোনো কিছুই অসম্ভব নয়। অসম্ভব হলো ন্যায়বিচার পাওয়া। একটি হত্যাকাণ্ডের পর সাড়ে ১২ বছর পার হলেও এর বিচার না হওয়াকে কীভাবে ব্যাখ্যা করা যায়? এটা কি সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের নিছক অদক্ষতা, না এর পেছনে আরও কোনো রহস্য আছে?

২০১২ সালের ১১ ফেব্রুয়ারি রাজধানীর পশ্চিম রাজাবাজারের ভাড়া বাসায় খুন হন সাংবাদিক দম্পতি সাগর সরওয়ার ও মেহেরুন রুনি। সাগর সে সময় বেসরকারি টেলিভিশন চ্যানেল মাছরাঙায় আর রুনি এটিএন বাংলায় কর্মরত ছিলেন। সাগর-রুনি হত্যার ঘটনায় রুনির ভাই নওশের আলম বাদী হয়ে রাজধানীর শেরেবাংলা নগর থানায় মামলা করেন।

প্রথমে এই মামলা তদন্ত করছিল শেরেবাংলা নগর থানার পুলিশ। চার দিন পর মামলার তদন্তভার ঢাকা মহানগর পুলিশের (ডিএমপি) গোয়েন্দা বিভাগের (ডিবি) কাছে হস্তান্তর করা হয়। দায়িত্ব পাওয়ার ৬২ দিনের মাথায় ২০১২ সালের ১৮ এপ্রিল হাইকোর্টে ব্যর্থতা স্বীকার করে ডিবি। এরপর আদালত র‍্যাবকে মামলাটি তদন্তের নির্দেশ দেন। তখন থেকে মামলাটির তদন্ত করছে র‍্যাব এবং তারা তদন্ত প্রতিবেদন জমার তারিখ ১১১ বার পিছিয়েছে।

সাগর-রুনি হত্যার পর তৎকালীন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী সাহারা খাতুন বলেছিলেন, ৪৮ ঘণ্টার মধ্যে ঘাতকদের বিচারের আওতায় আনা হবে। এরপর একাধিক স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী বদলালেও সাগর-রুনি হত্যা মামলার তদন্তকাজের অগ্রগতি হয়নি।

র‍্যাবের ব্যর্থতার প্রেক্ষাপটে হাইকোর্টের আদেশ সংশোধন চেয়ে করা আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে সোমবার বিচারপতি ফারাহ মাহবুব ও বিচারপতি মুহাম্মদ মাহবুব-উল ইসলামের সমন্বয়ে গঠিত হাইকোর্ট বেঞ্চ সাগর-রুনি হত্যা মামলার তদন্তে বিভিন্ন সংস্থার অভিজ্ঞ ব্যক্তিদের সমন্বয়ে উচ্চ ক্ষমতাসম্পন্ন টাস্কফোর্স গঠন করার নির্দেশ দেন। একই সঙ্গে তদন্ত শেষে ছয় মাসের মধ্যে আদালতে প্রতিবেদন দিতে বলা হয়েছে।

উল্লেখ্য, একটি রিট আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে ২০১২ সালের ১৮ এপ্রিল হাইকোর্টের দেওয়া এক আদেশে মামলাটির তদন্তের দায়িত্ব পেয়েছিল র‍্যাব। তদন্তের জন্য মামলাটি র‍্যাবের কাছে পাঠানোর এই আদেশ সংশোধন চেয়ে স্বরাষ্ট্রসচিবের পক্ষে হাইকোর্টে আবেদনটি করা হয়। পরবর্তী আদেশের জন্য আগামী বছরের ৬ এপ্রিল দিন ধার্য করেছেন আদালত।

আমরা হাইকোর্টের এই রায়কে স্বাগত জানাই। একই সঙ্গে আশাবাদী হতে চাই, প্রস্তাবিত নির্ধারিত সময়ে টাস্কফোর্স সাগর-রুনি হত্যার কাজ শেষ করে বিচারের পথ উন্মুক্ত করবে।

সাগর-রুনি হত্যার পর সাংবাদিক সমাজ পথ ও মতের পার্থক্য ভুলে ঐক্যবদ্ধ হয়ে আন্দোলন করেছিলেন। কিন্তু এরপর আমরা বিস্ময়ের সঙ্গে লক্ষ করলাম, সেই আন্দোলন হঠাৎ করে বন্ধ হয়ে যায়। কোনো কোনো মহল থেকে বলা হলো আন্দোলন করে সরকারকে বিব্রত করা যাবে না। সরকার কখন বিব্রত হয় আর কখন নন্দিত হয়, এই বাস্তবতাবোধ যাদের নেই, তাদের কাছে ন্যায়বিচার প্রত্যাশা করা যায় না। বছরের পর বছর তদন্তকাজ ঝুলে থাকায় সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি বা সংস্থাই প্রশ্নবিদ্ধ হননি, প্রশ্নবিদ্ধ হয়েছেন সরকারের নীতিনির্ধাকেরাও।

আওয়ামী লীগ সরকারের মন্ত্রীরা বারবার প্রতিশ্রুতি দিয়েও সাগর-রুনি হত্যার তদন্তকাজ শেষ করতে পারেননি। কেবল এই মামলা নয়, আরও অনেক চাঞ্চল্যকর মামলার তদন্তকাজ রহস্যজনক কারণে থেমে আছে। আশা করি, অন্তর্বর্তী সরকার সাগর-রুনি হত্যা মামলার তদন্তকাজটি নির্ধারিত সময় শেষ করে বিচারহীনতার সংস্কৃতি থেকে জাতিকে মুক্তি দেবে। একই সঙ্গে এত দিন যাঁরা সাগর-রুনি হত্যা মামলা তদন্তের নামে টালবাহানা করেছেন, তাঁদেরও জবাবদিহির আওতায় আনার দাবি অযৌক্তিক হবে না।

## জাতীয় জাদুঘর

### নিদর্শন সংরক্ষণে ঔদাসীন্য গ্রহণযোগ্য নয়

ঐতিহাসিক ও প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শন ও পুরাকীর্তির মধ্যে জাতির ইতিহাস ও ঐতিহ্যের লুকানো অনেক উপাদান থাকে। এসব সম্পদ বর্তমান ও ভবিষ্যৎ প্রজন্মের সঙ্গে তাদের পূর্বসূরিদের একটা সেতুবন্ধ তৈরি করে দেয়। এ কারণে সব রাষ্ট্রই এসব মূল্যবান সম্পদ সংরক্ষণে বিশেষ গুরুত্ব দেয়। কিন্তু দুঃখজনক হলেও সত্যি, আমরা আমাদের ঐতিহাসিক ও প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শন সংরক্ষণে বরাবরই ব্যর্থতার পরিচয় দিয়ে আসছি। এ ক্ষেত্রে আমাদের নীতিনির্ধারকেরা চিরকালই উদাসীন।

*প্রথম আলো*র খবর জানাচ্ছে, সংরক্ষণের দুর্বলতা ও স্থানের সংকটে জাতীয় জাদুঘরের ৮৯ হাজার নিদর্শন ক্ষতির মুখে। এ খবর আমাদের যারপরনাই উদ্বিগ্ন করে। কেননা ঐতিহাসিক ও প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শন যেভাবে ভ্যাপসা গুদামে সংরক্ষণ করে রাখা, সেটা পুরোপুরি অবৈজ্ঞানিক। অধিকাংশ গুদামঘর ভবনের নিচতলায়। এগুলোর জন্য কেন্দ্রীয়ভাবে তাপনিয়ন্ত্রণের যন্ত্র নেই। প্রত্নতত্ত্ব নিদর্শন সংরক্ষণ ও প্রদর্শনের ক্ষেত্রে তাপ, আর্দ্রতা, আলো গুরুত্বপূর্ণ। দলিল কিংবা ধাতব বস্তু কিংবা চিত্রকর্ম সংরক্ষণের জন্য আলাদা পরিবেশ দরকার, যেখানে তাপ, আর্দ্রতা ও আলোর মাত্রা নির্দিষ্ট থাকতে হবে। এসবের মাপ যথাযথ না থাকলে প্রত্নসামগ্রীতে পরিবর্তন শুরু হয়, ক্ষয় হয়। তাৎক্ষণিকভাবে এটি বোঝা না গেলেও বড় সময়ের ব্যবধানে স্পষ্ট হয় ক্ষতি।

জাতীয় জাদুঘরে ৯৪ হাজারের বেশি নিদর্শন আছে। ৫ শতাংশ থাকে প্রদর্শনের জন্য। বাকি সব থাকে ৪০ বছর আগে নির্মিত ভবনের বিভিন্ন স্টোররুম বা গুদামঘরে। এ গুদামঘরগুলো নিয়ে কর্তৃপক্ষই সন্তুষ্ট নয়। জাদুঘরের সংরক্ষণ রসায়নাগার বিভাগ বলছে, তাদের পক্ষে যতটা সম্ভব সর্বোচ্চ চেষ্টা করে প্রত্নবস্তু সংরক্ষণ করা হচ্ছে, তবে তা যথেষ্ট নয়।

জাদুঘর কর্তৃপক্ষ বলছে, নতুন ভবন নির্মিত হলে সংকটের সমাধান হবে। ২০১৮ সালে পরিকল্পনা নেওয়া হলেও জাদুঘরের কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের আপত্তির কারণে নতুন ভবনের নির্মাণকাজ শুরু হয়নি। কেননা নতুন ভবন হলে তাঁদের আবাসন ভাঙা পড়বে। প্রশ্ন হচ্ছে, জাদুঘরের কর্মকর্তা-কর্মচারীদের অন্যখানে আবাসনের ব্যবস্থা করে সেখানে প্রস্তাবিত ভবন নির্মাণ করতে কেন দেরি হবে? যেখানে দুই হাজার বছরের পুরোনো প্রত্নসম্পদ ঝুঁকির মুখে, সেখানে কেন এই দীর্ঘসূত্রতা?

জাদুঘরে প্রত্নবস্তু সংরক্ষণে সংরক্ষণব্যবস্থা তৈরি হয়নি বলে জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রত্নতত্ত্ব বিভাগের অধ্যাপক সুফি মোস্তাফিজুর যে মন্তব্য করেছেন, সেটা গুরুত্বপূর্ণ বলে আমরা মনে করি। ইতিহাসের মহামূল্যবান নিদর্শন ও প্রত্নসম্পদ সংরক্ষণে উদাসীনতা কোনোভাবেই গ্রহণযোগ্য নয়। জাদুঘরের পরিচালনা কাঠামোতে পরিবর্তন আনতে হবে, প্রয়োজনে বাইরের বিশেষজ্ঞদের সহযোগিতা নেওয়া উচিত।

চিঠিপত্র

### ঢাবি ক্যাম্পাস

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের (ঢাবি) টিএসসি এলাকায় শিক্ষার্থীদের চলাফেরা অনেক সময় অনিরাপদ হয়ে ওঠে। শিক্ষার্থীদের ঝুঁকি নিয়েই ক্যাম্পাস এলাকায় চলাচল করতে হচ্ছে। রাজু ভাস্কর্য মোড়ে অনবরত চলাচল করছে রিকশা, প্রাইভেট কার, সিএনজিচালিত অটোরিকশা। কখনো কখনো লোকাল বাসও প্রবেশ করে ক্যাম্পাস এলাকায়। এতে যেকোনো সময় বড় দুর্ঘটনা ঘটতে পারে। বন্ধের দিনে যানবাহনের চাপ আরও বেশি থাকে। মুহসীন হলের সামনের রাস্তায়ও মাঝেমধ্যে জ্যাম লেগে যায়।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন ইতিমধ্যে বহিরাগতদের চলাচল নিয়ন্ত্রণের ব্যাপারে উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। এ ব্যাপারে প্রশাসনের সক্রিয় তদারকি ক্যাম্পাসে শিক্ষার নিরাপদ পরিবেশ নিশ্চিতে করবে বলে বিশ্বাস করি।

**মো. সিফাতুল্লাহ তাসনীম**
শিক্ষার্থী, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

### অবৈধ দখল

রাজধানী ঢাকার অন্যতম বাইপাস সড়ক মিরপুর-২ থেকে আগারগাঁও পর্যন্ত বিস্তৃত '৬০ ফিট' রাস্তা। ৬০ ফুট প্রস্থের সড়কটি এলাকায় ৬০ ফিট রাস্তা নামে পরিচিত। কিন্তু কয়েক বছর না যেতেই সড়কটির অনেকাংশ অবৈধভাবে দখল হয়ে গেছে। সড়কের প্রস্থ কমে এখন কোথাও ৩০, কোথাও ৪০ ফুট। তবে গত কয়েক বছরে সড়কটি এখন ভোগান্তির কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে। সড়কটির বেশির ভাগ জায়গায় ভাঙা ও গর্তের সৃষ্টি হয়েছে। ফলে চলাচলে প্রায়ই দুর্ঘটনা ও ভোগান্তির শিকার হচ্ছেন যাত্রী, গাড়িচালক ও পথচারীরা। তাই সড়কটি আবার মেরামত ও সংস্কার প্রয়োজন।

৬০ ফিট সড়কটি খুব ব্যস্ত ও প্রয়োজনীয় হওয়ায় সংস্কার ও মেরামত এবং সড়কটির ফুটপাত দখলমুক্ত জন্য সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি।

**রাকিব হাসান**
শিক্ষার্থী, ঢাকা কলেজ

অন্তর্বর্তী সরকার

# চাপের মুখে নতিস্বীকার বিতর্ক ও অপপ্রচার

কামাল আহমেদ

**সাধারণভাবে ধারণা তৈরি হয় যে চাপের মুখে সরকার নতিস্বীকার করেছে।** ছবি : প্রথম আলো

বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলন থেকে উদ্ভূত গণ-অভ্যুত্থানে স্বৈরশাসনের অবসানের পর অন্তর্বর্তী সরকারের প্রধান উপদেষ্টা ড. মুহাম্মদ ইউনূস অন্তর্ভুক্তিমূলক ও বৈষম্যহীন নতুন বাংলাদেশ গড়ার কথা বলেছেন। তাঁর কথায়, ছাত্র-তরুণদের স্বপ্ন ও আকাঙ্ক্ষা হচ্ছে এই নতুন বাংলাদেশ। কিন্তু নতুন বাংলাদেশের রূপ ঠিক কেমন হবে এবং তার রূপায়ণ ঘটবে কীভাবে, এর কোনো কিছুই যেহেতু আগে থেকে ঠিক করা নেই, তাই নানা ক্ষেত্রে সংস্কার, এমনকি নতুন করে তৈরির প্রশ্ন উঠেছে। তবে সুদিনের জন্য অপেক্ষা দীর্ঘ হতে থাকলে মানুষ যে খুব দ্রুতই ধৈর্য হারাতে পারে, সে কথা ভুলে গেলে চলবে না। তাই সরকারের মধ্যে কোনো দ্বিধা বা দোদুল্যমানতার আলামত মোটেও কাম্য নয়।

নির্বাচনের আগে অনেকগুলো গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে সংস্কারের প্রয়োজনীয়তা নিয়ে একধরনের ঐকমত্য তৈরি হলেও সংস্কারের প্রক্রিয়াগত বিষয়গুলো নিয়ে মতভিন্নতা দেখা যাচ্ছে। পাঠ্যপুস্তক সংশোধন ও পরিমার্জন সমন্বয় কমিটি বাতিলের ঘটনা এর একটা বড় নজির। সংস্কার কমিশনগুলো গঠনের ঘোষণা পিছিয়ে দেওয়ার পেছনেও রাজনৈতিক চাপই মুখ্য বলে ইঙ্গিত মিলছে। রাজনৈতিক দলগুলোর সঙ্গে যে আলোচনার কথা বলা হয়েছে, সেই আলোচনাও মূলত সংস্কার সম্পর্কে নয়, বরং কমিশনের সদস্য ও কার্যপরিধি সম্পর্কে মতামত নেওয়াই এর মূল উদ্দেশ্য বলে ধারণা পাওয়া যাচ্ছে।

পাঠ্যসূচি পরিমার্জন ও সংশোধনের জন্য গঠিত কমিটি কাজ শুরু করার পর কমিটির দুজন সদস্যকে ইসলামবিদ্বেষী অভিহিত করে তাঁদের বাদ দেওয়া এবং আলেমদের অন্তর্ভুক্তির দাবি ওঠায় সরকার সেই কমিটি বাতিল করে দেয়। শিক্ষা কার্যক্রম ও পাঠ্যসূচি তৈরিতে ইসলামপন্থীদের প্রভাব খাটানোর বিষয়টি অবশ্য নতুন কিছু নয়; বরং তাদের চাপের মুখে আপস করায় আওয়ামী লীগ সরকারের রেকর্ড বিস্ময়কর।

মূলধারার শিক্ষাসূচির পাঠ্যবই থেকে অমুসলিম লেখকদের লেখা বাদ দেওয়া, দর্শন ও সংস্কৃতির ক্ষেত্রে কথিত অনৈসলামিক দর্শন পরিহারের কথা এ ক্ষেত্রে স্মরণ করা যায়। মাদ্রাসাশিক্ষার প্রসারেও শেখ হাসিনার নির্বাচনী রাজনীতি দীর্ঘস্থায়ী প্রভাব ফেলেছে। কওমি পাঠ্যসূচিতে সরকারকে কোনো ভূমিকা না রাখতে দিলেও তাদের সনদগুলোকে বিশ্ববিদ্যালয়ের স্নাতক ও স্নাতকোত্তর ডিগ্রির স্বীকৃতি দেওয়া হয়। এর জন্য কৃতজ্ঞতা প্রকাশের উদ্দেশ্যেই ২০১৮ সালের নৈশ ভোটের নির্বাচনের দুই দিন আগে মাদ্রাসাশিক্ষকদের সম্মেলন থেকে শেখ হাসিনাকে 'কওমি জননী' উপাধি দেওয়া হয়।

সরকার যে কারণেই এই সিদ্ধান্ত নিয়ে থাকুক না কেন, সাধারণভাবে ধারণা তৈরি হয় যে ইসলামপন্থীদের চাপের মুখে সরকার নতিস্বীকার করেছে। যৌক্তিক সমালোচনা উঠেছে, ভিন্নমতের কারণে দুই বিশিষ্টজনের বিরুদ্ধে ভিত্তিহীন ধর্মবিদ্বেষের অভিযোগ সরকার মেনে নিয়েছে। এই পটভূমিতে পূর্বঘোষিত সংস্কার কমিশনগুলোর সরকারি আদেশ জারির বিষয়টি পিছিয়ে দেওয়া নিয়ে সন্দেহ তৈরি হওয়া তাই মোটেও অযৌক্তিক নয়।

স্বৈরাচারী শাসন অবসানের আন্দোলনের কৃতিত্ব দাবি নিয়ে সৃষ্ট অনাকাঙ্ক্ষিত বিতর্ক হচ্ছে নতুন বাংলাদেশ গড়ার আকাঙ্ক্ষায় বিভক্তি উসকে দেওয়ার আরেকটি উদ্বেগজনক উদাহরণ। আন্দোলনের কেন্দ্রে ছাত্রদের যে যৌথ নেতৃত্ব ছিল, তাঁরা সবাই অকপটে স্বীকার করেন যে আন্দোলনে সর্বস্তরের মানুষ যুক্ত না হলে আন্দোলন তার সফল পরিণতি পেত না। আন্দোলনের সংগঠকদের অন্যতম মাহফুজ আলম *প্রথম আলো*কে বলেছেন, ১ থেকে ১৫ জুলাই পর্যন্ত তাঁরা সেই অর্থে কোনো রাজনৈতিক, বুদ্ধিবৃত্তিক সমর্থনও পাননি। তিনি জানিয়েছেন, তাঁরা ভাবছিলেন আন্দোলনকে কীভাবে ২০২৬ সালে ছাত্র-নাগরিক আন্দোলনে পরিণত করা যায়।

বাংলা ব্লকেড কর্মসূচিতে জনমানুষের অংশগ্রহণ দেখেই তাঁরা আন্দোলনে সাধারণ মানুষের একাত্মতা উপলব্ধি করেছেন। আন্দোলনে তখন থেকে সব শ্রেণি-পেশার সক্রিয় অংশগ্রহণ ঘটে। মাহফুজ আলম এই আন্দোলনের আগে ২০১৮ সালের ছাত্র আন্দোলনের কথা যেমন স্মরণ করেছেন, তেমনি স্বীকার করেছেন গত ১৫ বছরে বিরোধী রাজনৈতিক দলগুলোর দীর্ঘ সংগ্রাম ও নিপীড়িত হওয়ার ইতিহাস। অর্থাৎ অতীতের রাজনৈতিক আন্দোলন সফল না হলেও নির্যাতন-নিপীড়ন সয়েও তারা সংগ্রাম অব্যাহত রাখায় যে স্বৈরশাসনবিরোধী অভ্যুত্থানের একটি উর্বর ক্ষেত্র তৈরি হয়েছিল, সেই বাস্তবতাও উপেক্ষণীয় নয়।

জামায়াতের সহযোগী ছাত্রশিবিরের নেতারা পরিচয় গোপন রেখে ছাত্রলীগ করতেন এবং পরে বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনে নেতৃত্বের ভূমিকা নিয়েছিলেন বলে কয়েকজনের দাবি নিয়ে যে বিতর্ক দেখা গেল, তা-ও কি উদ্দেশ্যপ্রণোদিত? রাজনীতি ও রাষ্ট্রীয় বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের সংস্কারের লক্ষ্য থেকে দৃষ্টি সরিয়ে দেওয়ার কোনো অভিসন্ধি যে এ বিতর্কের পেছনে নেই, তা কি জোর দিয়ে বলা যাবে? অতীতে কমিউনিস্ট পার্টির সদস্যরা আওয়ামী লীগের বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ পদে আসীন হয়েছিলেন বলে পরে প্রকাশ পেয়েছে। অনেক দিন ধরেই আওয়ামী লীগের নেতারাও বলে আসছিলেন যে জামায়াত-শিবিরের কর্মীরা তাঁদের দলে ঢুকে পড়েছে; যদিও তখন তা কেউ বিশ্বাস করেনি। বরং আওয়ামী লীগের নেতা-কর্মীদের বিভিন্ন অপকর্মের দায় এড়ানোর অপকৌশল হিসেবে ওই সব অজুহাত দিত।

স্বৈরশাসক শেখ হাসিনার পতন ও পলায়নের পর দেশের বিভিন্ন জায়গায় সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের ওপর যেসব হামলা হয়েছে, তা সে আওয়ামী লীগের সঙ্গে সম্পৃক্ততার কারণে হোক, আর ব্যক্তিগত রেষারেষি বা ধর্মীয় বিদ্বেষের কারণেই হোক, রাজনৈতিক দলগুলো দ্রুতই তার বিরুদ্ধে অবস্থান নিয়েছে। তবে তারপরও কিছু সাম্প্রদায়িক গোষ্ঠী ধর্মীয় বিদ্বেষ ছড়ানো ও মাজারে হামলার মতো অপরাধ সংঘটিত করেছে। স্বৈরশাসকের অপরাধের সহযোগী হওয়ার কারণে আত্মবিশ্বাস হারানো পুলিশ ও আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর কার্যক্ষমতা কমে যাওয়ায় এসব গোষ্ঠী তাদের অপতৎপরতা চালানোর সুযোগ নিয়েছে।

গণ-অভ্যুত্থানে স্বৈরশাসনের পতনের ঘটনায় আমাদের বৃহৎ প্রতিবেশী ভারত যে বিস্মিত ও কিছুটা হতবিহ্বল হয়েছে, তা মোটামুটি সবারই জানা। কথাটা ভারতের সরকারের জন্য যতটা সত্য, সেখানকার অধিকাংশ রাজনীতিক ও বুদ্ধিজীবীর বেলায়ও ততটাই সত্য। তাঁদের কাছে শেখ হাসিনাই বাংলাদেশে অসাম্প্রদায়িক রাজনীতির একমাত্র ভরসা হিসেবে গণ্য হতেন। এখন তাঁরা বাংলাদেশে ক্ষমতার পালাবদলকে ইসলামপন্থীদের উত্থান ছাড়া ভিন্ন কিছু ভাবতে পারেন না। তাঁদের এই বিভ্রান্তি শুধু তাঁদের সীমানার মধ্যেই সীমিত নেই; তাঁদের গণমাধ্যমগুলো বিরতিহীনভাবে তথ্যবিকৃতি ও অপপ্রচার চালিয়ে যাচ্ছে। গত সপ্তাহে এই অপপ্রচার নিউইয়র্কেও পৌঁছে গেছে। টাইমস স্কয়ারের দামি ইলেকট্রনিক বিলবোর্ডে পয়সা খরচ করে অপতথ্য প্রচার করা হচ্ছে। অবশ্য মানতেই হয় যে বিবিসি, ডয়চে ভেলে, আল-জাজিরা, ভয়েস অব আমেরিকাসহ বিভিন্ন আন্তর্জাতিক সংবাদমাধ্যমের অনুসন্ধানে অপতথ্য ও অতিরঞ্জনের যেসব বিবরণ প্রকাশ পেয়েছে, তা সরকারের জন্য অনেকটাই সহায়ক হয়েছে।

সংখ্যালঘুদের ওপর যেসব হামলার ঘটনা ঘটেছে, সেগুলোর তদন্ত ও বিচারের বিষয়ে সরকার ও রাজনৈতিক দলগুলো অঙ্গীকার করলেও অন্তর্বর্তী সরকারের বিরুদ্ধে অপপ্রচার বন্ধ হচ্ছে না। স্মরণ করা যেতে পারে, আওয়ামী লীগের গত ১৫ বছরের শাসনামলে সংখ্যালঘুদের ওপর হামলার রেকর্ড মোটেও সুখকর নয়। হিন্দু বৌদ্ধ খ্রিষ্টান ঐক্য পরিষদের পক্ষ থেকেই তখন অভিযোগ করা হয়েছিল, তাদের ওপর নির্যাতনের ঘটনা নতুন মাত্রায় পৌঁছেছে এবং এগুলোর পেছনে রয়েছে আওয়ামী লীগের মদদপুষ্টরা। অপরাধীদের রাজনৈতিক পৃষ্ঠপোষকতার কারণে সেসব হামলার তদন্ত ও বিচারেও কোনো অগ্রগতি নেই। তবে তখনো সংখ্যালঘুদের অধিকার ও নিরাপত্তার প্রশ্ন নিয়ে রাজনীতি হয়েছে এবং আওয়ামী লীগ তার রাজনৈতিক প্রতিপক্ষকেই এসবের জন্য দায়ী করেছে।

প্রশ্ন হচ্ছে, এসব বিভ্রান্তি ও অপপ্রচার কীভাবে মোকাবিলা করা হবে? যেসব পদক্ষেপ বিভ্রান্তি তৈরি করতে পারে, সেগুলো পরিহার করা তাই জরুরি। সরকারের সিদ্ধান্ত গ্রহণের প্রক্রিয়ায় এমন দৃঢ়তার প্রতিফলন প্রয়োজন, যাতে শুধু ইসলামপন্থী নয়, সরকার যেকোনো গোষ্ঠীর রাজনৈতিক চাপের কাছে নতিস্বীকার করছে না—এমন আস্থা অর্জন করা প্রয়োজন। একই সঙ্গে সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষপূর্ণ সব অপরাধের তদন্ত ও বিচার ত্বরান্বিত করাও জরুরি।

● **কামাল আহমেদ** সাংবাদিক

মধ্যপ্রাচ্য সংঘাত

# নৈরাজ্য ছড়ানোর পরিণতি ইসরায়েলকে ভোগ করতে হবে

ডেভিড হার্স্ট

হিজবুল্লাহকে ধ্বংস করার জন্য যা ঘটছে, তাকে কোনো আচমকা ঘটনা বলা যাবে না। এ ঘটনাকে গাজায় হামাসকে পরাজিত করার জন্য ইসরায়েলি চেষ্টার সঙ্গে মেলানো ঠিক হবে না। হিজবুল্লাহ ও ইরান 'কৌশলগত ধৈর্য' ধরার তথা তাদের নেতাদের ওপর ক্রমবর্ধমান আক্রমণের প্রতিক্রিয়া না দেখানোর যে পথ অবলম্বন করেছিল, সেটিকেই ইসরায়েল কাজে লাগিয়েছে। ২০০৮ সালে হিজবুল্লাহর সামরিক শাখার নেতা ইমাদ মুগনিয়েহের হত্যার প্রতিশোধ সংগঠনটি নেয়নি। এ বছর বৈরুতের দাহিয়ায় হামাসের ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তা সালেহ আল-আরৌরির হত্যার প্রতিক্রিয়ায় তারা কিছু করেনি। হিজবুল্লাহ ও ইরানের এসব দুর্বল প্রতিক্রিয়া ইসরায়েলকে আরও বেশি আক্রমণ চালানোর আত্মবিশ্বাস জুগিয়েছে।

ইসরায়েল যতবারই আক্রমণ করেছে, ততবারই হিজবুল্লাহ ও ইরান বলেছে, তারা ইসরায়েলের সঙ্গে যুদ্ধ চায় না। তারা বলেছে, তারা গাজায় হামাসের সঙ্গে সংহতি প্রকাশের জন্য হামাসকে সহায়তা করছে এবং যুদ্ধবিরতি হলেই তারা সহায়তা দেওয়া বন্ধ করে দেবে। হিজবুল্লাহ যখন শেষ পর্যন্ত ইসরায়েলকে আঘাত করেছে, তখনো তারা শুধু ইসরায়েলের সামরিক ঘাঁটিকে লক্ষ্যবস্তু করেছে। ইসরায়েলের বেসামরিক নাগরিকদের নিশানা করেনি।

হিজবুল্লাহর কর্মকাণ্ড দেখে মনে হয়েছে, তাদের রকেট ও প্রচারণার ভিডিওগুলো মূলত তাদের ক্ষমতা দেখাতে তৈরি হয়েছে, ব্যবহারের জন্য নয়। 'ধৈর্য ধারণের' এই কৌশল কৌশলগতভাবে ভুল প্রমাণিত হয়েছে। এই ভুল কৌশলের জন্য হিজবুল্লাহকে এখন মূল্য দিতে হচ্ছে। কারণ, এটি ইসরায়েলকে আত্মবিশ্বাসী করে তুলেছে এবং সেই আত্মবিশ্বাস থেকেই তারা এখন লেবাননে হত্যাযজ্ঞ চালাচ্ছে।

ইরানের সংস্কারপন্থী প্রেসিডেন্ট মাসউদ পেজেশকিয়ান বলেছেন, তাঁকে মিথ্যা প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছিল। তিনি বলেছেন, যুক্তরাষ্ট্রের দিক থেকে তাঁকে জানানো হয়েছিল, যদি ইরান হামাসের নেতা ইসমাইল হানিয়ার হত্যার প্রতিক্রিয়া না জানায়, তাহলে গাজায় যুদ্ধবিরতি হবে। শেষ পর্যন্ত ইরানের 'কৌশলগত সংযম' ব্যর্থ হয়েছে। এই ব্যর্থতার ক্ষতি পুষিয়ে নিতে গত মঙ্গলবার রাতে ইরানের দিক থেকে ইসরায়েলের বিভিন্ন লক্ষ্যবস্তুতে ১৮০টির বেশি ক্ষেপণাস্ত্র নিক্ষেপ করা হয়।

এই হামলার পরও পেজেশকিয়ান বলেছেন, ইরান ইসরায়েলের সঙ্গে যুদ্ধ করতে চায় না, তবে তেহরান তার সংযমের নীতি বাদ দিয়েছে। এ অবস্থায় হিজবুল্লাহ এবং ইয়েমেন ও ইরাকের সশস্ত্র গ্রুপগুলো এখন আগের চেয়ে সক্রিয় হবে বলে আশা করা হচ্ছে। তবে এই উত্তপ্ত পরিস্থিতির মধ্যে পাল্টা হামলার দিকে গিয়ে ইসরায়েল আরও বড় ভুল করছে। ফিলিস্তিন সমস্যার সমাধান এখনো হয়নি। এ অবস্থার মধ্যে ইসরায়েল মধ্যপ্রাচ্যের প্রতিটি দেশকে নিজেদের বিরুদ্ধে দাঁড় করাচ্ছে। অসলো চুক্তির পর থেকে গত তিন দশকে আরব বিশ্বে ফিলিস্তিনের সমস্যা গুরুত্ব হারিয়েছিল। এই সময়টাতে ফিলিস্তিন ইস্যু আরব বিশ্বে অনেকটাই ফিকে হয়ে গিয়েছিল।

আরব বসন্তের পর পাল্টা বিপ্লবে আরব বিশ্বের মধ্যে যে বিভক্তি তৈরি হয়েছিল, ইসরায়েলের এই অবাধ আক্রমণ সেই বিভক্তি সারিয়ে তুলছে। আপনি যখন নাসরুল্লাহকে হত্যার জন্য ৮০ টন বোমা ফেলেন এবং এরপর নির্বিচার তিন শ জনকে হত্যা করেন, তখন আপনি তাঁকে প্রতিরোধের প্রতীক থেকে এক কিংবদন্তিতে পরিণত

**ইসরায়েলের হামলার প্রতিবাদে ইরানে বিক্ষোভ।**
ছবি : এএফপি

করে ফেলেন। লেবাননের রাজনীতিবিদ সুলেইমান ফ্রানজিয়ে বলেছিলেন, 'প্রতীক চলে গেলে কিংবদন্তি জন্ম নেয় এবং প্রতিরোধ চলতে থাকে।'

অবশ্য আরব শাসকশ্রেণি এবং সেখানকার অভিজাত গোষ্ঠী (যাদের অধিকাংশের লেনদেন যুক্তরাষ্ট্র ও ইসরায়েলের সঙ্গে এবং তার সুবাদে যুক্তরাষ্ট্র ও ইসরায়েলের সঙ্গে তাদের সখ্য তৈরি হয়েছে) নাসরুল্লাহকে ততটা মহান হিসেবে দেখে না। তবে তারাও এখন তাদের সাধারণ মানুষের আবেগকে আমলে নিতে বাধ্য হচ্ছে। সৌদি যুবরাজ মোহাম্মদ বিন সালমান ওয়াশিংটনের গুরুত্ব পাওয়ার পথ হিসেবে ইসরায়েলকে ব্যবহার করেছেন। তবে তিনিও একজন নেতা হিসেবে তাঁর সীমাবদ্ধতা সম্পর্কে খোলাখুলি বলেছেন। চলতি বছরের গোড়ার দুই ব্যক্তির একটি কথোপকথনের রেকর্ড ফাঁস হয়েছিল। বলা হচ্ছিল, এটি মোহাম্মাদ বিন সালমান ও মার্কিন পররাষ্ট্রমন্ত্রী অ্যান্টনি ব্লিঙ্কেনের কথোপকথন। সেখানে যে কণ্ঠটিকে মোহাম্মাদ বিন সালমানের বলে মনে করা হচ্ছিল, সে কণ্ঠটিকে বলতে শোনা যায়, 'আমার দেশের জনসংখ্যার ৭০ শতাংশ আমার চেয়ে কম বয়সী। তাদের অধিকাংশই ফিলিস্তিন সমস্যার বিষয়ে তেমন কিছু জানে না। তারা প্রথমবারের মতো এই সংঘাতের মাধ্যমে ফিলিস্তিন সমস্যা সম্পর্কে জানছে। এটি একটি বড় সমস্যা। ব্যক্তিগতভাবে আমি কি ফিলিস্তিন সমস্যা নিয়ে উদ্বিগ্ন? আমার জবাব হলো ''না''; কিন্তু আমার জনগণ উদ্বিগ্ন, তাই আমাকে এটি তাদের কাছে নিশ্চিত করতে হবে, ফিলিস্তিন সমস্যা একটি গুরুত্বপূর্ণ ইস্যু।'

একজন সৌদি কর্মকর্তা কথোপকথনটিকে মোহাম্মদ বিন সালমান ও ব্লিঙ্কেনের নয় বলে দাবি করলেও সেটিকে আসল বলে বেশির ভাগ লোক মনে করেন। হ্যাঁ, ইসরায়েল যে পুরো আরব ভূখণ্ডকে তার নিজের মতো করে গড়ে তোলার জন্য বেপরোয়া ও মরিয়া হয়ে উঠেছে, তাতে সন্দেহ নেই। ইসরায়েল এমন এক পথ বেছে নিয়েছে, যা খ্রিষ্টান ও শিয়া-সুন্নি মুসলমানদের সমানভাবে লক্ষ্যবস্তু করছে এবং ক্রমাগত হুমকি দিয়ে যাচ্ছে। এই অঞ্চলকে ইসরায়েল যে আপন করে নিচ্ছে না, তা অন্য যেকোনো ইসরায়েলি নেতার চেয়ে প্রধানমন্ত্রী নেতানিয়াহু তাঁর আচরণ দিয়ে অনেক বেশি বুঝিয়ে দিচ্ছেন। ভবিষ্যতে এর জন্য ইসরায়েলকে গভীর কৌশলগত পরিণতি বরণ করতে হবে।

● **ডেভিড হার্স্ট** মিডল ইস্ট আইয়ের সহপ্রতিষ্ঠাতা এবং প্রধান সম্পাদক

মিডল ইস্ট আই থেকে নেওয়া, ইংরেজি থেকে সংক্ষিপ্ত আকারে অনুবাদ : **সারফুদ্দিন আহমেদ**

কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা

# বাংলাদেশ দলের অর্জনের পেছনের গল্পটা সহজ ছিল না

বি এম মইনুল হোসেন

সৌদি আরবের রাজধানী রিয়াদে প্রায় তিন হাজার আসনের কিং আবদুল আজিজ আন্তর্জাতিক সম্মেলনকেন্দ্রে যখন প্রথম আন্তর্জাতিক কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা অলিম্পিয়াডের পুরস্কার ঘোষণা করা হচ্ছে, তখন ২৫টি দেশের প্রায় এক শ প্রতিযোগী দুরুদুরু বুকে অপেক্ষা করছে পুরস্কারের প্রত্যাশায়। বলতে গেলে প্রতিযোগীদের প্রায় সবাই মাধ্যমিক পর্যায়ের শিক্ষার্থী। বাংলাদেশের চারজন প্রতিযোগী, যাদের তিনজন কেবল একাদশ শ্রেণিতে ভর্তি হয়েছে।

ফলাফল ঘোষণায় দেখা গেল, বাংলাদেশের দল দুটি রৌপ্যপদক ও দুটি ব্রোঞ্জপদক অর্জন করল। আমাদের পুরস্কারপ্রাপ্ত প্রতিযোগীরা দেশের পতাকা হাতে মঞ্চে গিয়ে একের পর এক পদক নিয়ে আসে আর দলনেতা হিসেবে আবেগাপ্লুত আমি আশপাশে আরবি ভাষায় বলা ফিসফিস থেকে একটি শব্দই শুধু বুঝতে পারি, 'বাংলাদেশ'। নিউজিল্যান্ডের দলনেতা তখনই আসন ছেড়ে আমার কাছে এসে জানতে চাইলেন, আমরা কী করি? কীভাবে প্রস্তুতি নিই? আমেরিকার দলনেতা চোখ বড় বড় করে তাকিয়ে থেকে অভিনন্দন জানালেন। মাত্র দুটি দেশের সব সদস্য কোনো না কোনো পদক পেয়েছে। একটি হাঙ্গেরি, অপরটি বাংলাদেশ।

বাংলাদেশ দলের এই অর্জনের পেছনের গল্পটা খুব সহজ ছিল না, আছে ব্যর্থতার গল্পও। এবার প্রথমবারের মতো কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা অলিম্পিয়াড ঘটনাক্রমে দুই জায়গা থেকে আয়োজন হয়ে যায়। প্রথমটি বুলগেরিয়ায়, পরেরটি সৌদি আরবে। বেশ কিছু বছর ধরে বাংলাদেশ গণিত, রোবট, ফিজিকস, ইনফরমেটিকসসহ বিভিন্ন অলিম্পিয়াডে ভালো ফল করায় আয়োজক দেশগুলো বাংলাদেশকে সমীহের চোখেই দেখে। বুলগেরিয়ার আয়োজক কমিটি নিজ থেকেই আমাদের সঙ্গে যোগাযোগ করে। কিন্তু আয়োজনের জন্য যে সময় পাওয়া যায়, সেটি খুবই কম। তারপরও আমরা এই আয়োজনে যুক্ত হওয়ার চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করি। অনলাইন প্রতিযোগিতা থেকে নির্বাচিত ৫০ জন নিয়ে ঢাকায় অনুষ্ঠিত হয় মূল প্রতিযোগিতা। সেখান থেকে বাছাই করা হয় প্রথম ১০ জন। তাদের প্রশিক্ষণ, ক্যাম্প, মেন্টরিং শেষে নির্বাচিত হয় বাংলাদেশ দলের মূল চারজন প্রতিযোগী।

অন্য দেশগুলো যে সময়ে নিজেদের প্রস্তুত করতে ব্যস্ত, তখন আমাদের নামতে হয় ভিসা পাওয়ার যুদ্ধে। সরকারি-বেসরকারি নানা প্রতিষ্ঠানের সহযোগিতায় ভিসা-জটিলতা কাটিয়ে অবশেষে বুলগেরিয়ায় যাওয়ার একটা ব্যবস্থা হলো। এর মধ্যে আমাদের দলকে অনলাইন-অফলাইনে প্রশিক্ষণ দিতে থাকল দেশ ও দেশের বাইরের বিভিন্ন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের শিক্ষক-শিক্ষার্থীরা, নামকরা তথ্যপ্রযুক্তি প্রতিষ্ঠানের বিজ্ঞানী-প্রকৌশলীরা। তাঁদের প্রতি আমাদের কৃতজ্ঞতা।

> সব শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে উচ্চগতির ইন্টারনেট সরবরাহ রাখা খুব জরুরি। এতে করে শিক্ষার্থীরা অনলাইন টিউটোরিয়াল থেকে প্রশিক্ষণ নিয়ে অনলাইনেই বিভিন্ন প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণের সুযোগ পাবে

বুলগেরিয়ায় গিয়ে দেখা গেল, মূল প্রতিযোগিতার আগে অনলাইনে বাংলাদেশ দলের জমা দেওয়া কিছু সমাধান নিয়ে মোটামুটি গবেষণা করে বসে আছে সিঙ্গাপুরসহ আরও কয়েকটি দেশ। সেসব দেখে বুঝতে পারি, আমাদের দলের অবস্থা বিশ্বের অন্যান্য দলের তুলনায় খারাপ বলা যাবে না। কিন্তু মূল প্রতিযোগিতায় নির্দেশনাগত অসামঞ্জস্য ও অব্যবস্থাপনায় আমাদের দল কাঙ্ক্ষিত ফলাফল পেতে ব্যর্থ হয়। দলের সবার মনোবল ভেঙে পড়ে। তবে সেখানে পদক না পেলেও এটুকু বুঝতে পারি যে আমাদের দলের অবস্থা বিশ্বের অন্য দেশগুলোর তুলনায় খারাপ নয়।

ঠিক এক মাস পরই আমরা যাত্রা করি সৌদি আরবের রাজধানী রিয়াদে। সেখানে পৌঁছে প্রতিযোগিতার আগের রাতেও চলে অনুশীলন। বুঝতে পারি, এবার সফল হওয়ার জন্য দলের সদস্যরা চেষ্টার ত্রুটি রাখতে চায় না। তাদের সেই অদম্য মানসিকতা, পরিশ্রম ও মেধার বদলে বাংলাদেশ প্রথম আয়োজন থেকেই চার-চারটি পদক নিয়ে আসে।

তবে শুধু শহরকেন্দ্রিক প্রশিক্ষণ বা প্রতিযোগিতা আয়োজন করে কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্যে পৌঁছানো যাবে না। ভবিষ্যতে কী করে আমরা পুরো বাংলাদেশে প্রশিক্ষণ কার্যক্রমের উদ্যোগ নিতে পারি, সেটি নিয়ে সব পর্যায় থেকে কাজ করতে হবে। অন্য দেশের দলনেতাদের সঙ্গে কথা বলে বুঝতে পারি, অল্প করে হলেও প্রশিক্ষণ শুরু করতে হবে ছোটবেলা থেকেই। সব শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে উচ্চগতির ইন্টারনেট সরবরাহ রাখা খুব জরুরি। এতে করে শিক্ষার্থীরা অনলাইন টিউটোরিয়াল থেকে প্রশিক্ষণ নিয়ে অনলাইনেই বিভিন্ন প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণের সুযোগ পাবে। স্কুলের লাইব্রেরিতে সংশ্লিষ্ট বইপুস্তক রাখা, জেলা-উপজেলা পর্যায়ে প্রোগ্রামিং প্রশিক্ষণ ও প্রতিযোগিতার সুযোগ সৃষ্টি করা, সরকারি-বেসরকারি বিভিন্ন উদ্যোগ গ্রহণ করা, স্থানীয় পর্যায়ে বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থী বা তথ্যপ্রযুক্তি প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে কর্মশালা পরিচালনা করা—ইত্যাদি উপায়ে সবাই ভূমিকা রাখতে পারেন।

● **ড. বি এম মইনুল হোসেন**, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের তথ্যপ্রযুক্তি ইনস্টিটিউটের অধ্যাপক ও পরিচালক
bmmainul@du.ac.bd

**প্রথম আলো** রেজি. নং ডিএ ১৮৮০ | **সম্পাদক ও প্রকাশক :** মতিউর রহমান মিডিয়াস্টার লিমিটেডের পক্ষে প্রকাশক কর্তৃক গুলশান টাওয়ার (ষষ্ঠ তলা), প্লট ৩১, রোড ৫৩, গুলশান নর্থ বাণিজ্যিক এলাকা, ঢাকা-১২১২ থেকে প্রকাশিত | **নির্বাহী সম্পাদক :** সাজ্জাদ শরিফ **ব্যবস্থাপনা সম্পাদক :** আনিসুল হক | **ট্রান্সক্রাফট লিমিটেড**, ২২৯ তেজগাঁও শিল্প এলাকা ঢাকা ১২০৮, ১২-১৩ কালুরঘাট ভারী শিল্প এলাকা চট্টগ্রাম ৪২০৮ এবং ফুলদীঘি, বগুড়া ৫৮০০ থেকে মুদ্রিত | **প্রধান কার্যালয় :** প্রথম আলো ভবন ১৯ কারওয়ান বাজার, ঢাকা ১২১৫। ফোন : ৫৫০১৩৪৩০-৩৩, ০৯৬১৩১১৩৩৬৬ | **বার্তা বিভাগ** ফ্যাক্স : ৫৫০১২২০০, ৫৫০১২২১১ ই-মেইল : news@prothomalo.com **সম্পাদকীয়** ই-মেইল : editorial@prothomalo.com | **বিজ্ঞাপন :** ৫৫০১২২১২ ই-মেইল : ad@prothomalo.com

**নেতার গুণাবলি** নেতার গুণাবলি বা যোগ্যতাকে বলা হয় নেতৃত্ব। নেতৃত্ব হচ্ছে একটি সামাজিক ও নৈতিক গুণ। এটি গঠিত ও বিকশিত হয় তিনটি উপাদানের সমন্বয়ে।



# এসএসসি পরীক্ষা-২০২৫ : পূর্ণাঙ্গ সিলেবাস

## বিজ্ঞান
### বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

**মো. আবু সুফিয়ান,** *শিক্ষক*
আইডিয়াল স্কুল অ্যান্ড কলেজ, ঢাকা

**অধ্যায় ৩**

৬০. কোনটির জন্য রক্তের রং লাল দেখায়?
ক. লাল রঞ্জক খ. ক্রোমোপ্লাস্ট
গ. হিমোগ্লোবিন ঘ. নিউক্লিয়াস

৬১. হৃৎপিণ্ডে রক্ত সরবরাহকারী ধমনির নাম কী?
ক. করোনারি ধমনি
খ. সুপিরিয়র ভেনাক্যাভা
গ. ইনফিরিয়র ভেনাক্যাভা
ঘ. ফুসফুসীয় ধমনি

৬২. WBC-এর পূর্ণরূপ কী?
ক. White Blood Cell
খ. World Blood Counter
গ. Whole Blood Cell
ঘ. Wiple Blood Cell

৬৩. রক্তের অম্ল ও ক্ষারের ভারসাম্য রক্ষা করা কোনটির কাজ?
ক. রক্তরসের খ. লোহিত কণিকার
গ. শ্বেতকণিকার ঘ. অণুচক্রিকার

৬৪. কখন শ্বেত কণিকার সংখ্যা বেড়ে যায়?
ক. সুস্থ থাকলে খ. অসুস্থ থাকলে
গ. জেগে থাকলে ঘ. ঘুমিয়ে থাকলে

৬৫. কোনটি থেকে বিভিন্ন হরমোন নিঃসৃত হয়?
ক. কৈশিক জালিকা
খ. ধমনি
গ. অন্তঃক্ষরা গ্রন্থি ঘ. বহিঃক্ষরা গ্রন্থি

৬৬. A গ্রুপধারী ব্যক্তি কোন কোন গ্রুপ থেকে রক্ত গ্রহণ করতে পারবে?
ক. A, B, AB, O খ. A, AB, O
গ. A, B, O ঘ. A, O

৬৭. 'রক্তের চাপ' নির্ণয়ের যন্ত্রের নাম কী?
ক. ম্যানোমিটার
খ. হাইড্রোমিটার
গ. ল্যাকটোমিটার
ঘ. স্ফিগমোম্যানোমিটার

৬৮. 'ইউনিভার্সেল ডোনার' রক্তের কোন গ্রুপকে বলা হয়?
ক. O খ. A
গ. B ঘ. AB

৬৯. মানুষের রক্তে গ্লুকোজের স্বাভাবিকভাবে মাত্রা কত?
ক. ৬০-৯০ মিলিগ্রাম/ডেসিলিটার
খ. ৬০-১০০ মিলিগ্রাম/ডেসিলিটার
গ. ৭০-১১০ মিলিগ্রাম/ডেসিলিটার
ঘ. ৮০-১২০ মিলিগ্রাম/ডেসিলিটার

**সঠিক উত্তর**
**অধ্যায় ৩ :** ৬০. গ ৬১. ক ৬২. ক ৬৩. ক ৬৪. খ ৬৫. ঘ ৬৬. ঘ ৬৭. ঘ ৬৮. ক ৬৯. গ

*বাকি অংশ ছাপা হবে আগামীকাল*

## পদার্থবিজ্ঞান | বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

**রমজান মাহমুদ,** *সিনিয়র শিক্ষক*
গবর্নমেন্ট সায়েন্স হাইস্কুল, ঢাকা

**অধ্যায় ৩**

১৮. নিচের কোনটি সবচেয়ে দুর্বল বল?
ক. দুর্বল নিউক্লীয় বল
খ. সবল নিউক্লীয় বল
গ. মহাকর্ষ বল
ঘ. তড়িৎ চৌম্বকীয় বল

১৯. কোন বলটিকে পদার্থবিজ্ঞানের চমকপ্রদ বল বলে?
ক. মহাকর্ষ খ. তড়িৎ চৌম্বক বল
গ. দুর্বল নিউক্লীয় বল
ঘ. সবল নিউক্লীয় বল

২০. গ্যালাক্সির ভেতর নক্ষত্ররা ঘুরপাক খায় কোন বলের জন্য?
ক. সবল নিউক্লীয় বল
খ. দুর্বল নিউক্লীয় বল
গ. তড়িৎ চৌম্বক বল
ঘ. মহাকর্ষ বল

২১. বিদ্যুতের খুঁটি ও ট্রান্সফরমারের মধ্যে আকর্ষণ বল কোনটি?
ক. মহাকর্ষ বল
খ. বিদ্যুৎ চুম্বকীয় বল
গ. ইলেকট্রোউইক
ঘ. নিউক্লীয় বল

২২. সৃষ্টিজগতের সবচেয়ে 'শক্তিশালী বল' কোনটি?
ক. মহাকর্ষ বল খ. তড়িৎ চৌম্বক বল
গ. দুর্বল নিউক্লীয় বল
ঘ. সবল নিউক্লীয় বল

২৩. প্রোটন ও নিউট্রনের ভেতর কোন বল কাজ করে?
ক. দুর্বল নিউক্লীয় বল
খ. সবল নিউক্লীয় বল
গ. তড়িৎ চৌম্বক বল
ঘ. মহাকর্ষ বল

২৪. প্রোটন ও নিউট্রনকে নিউক্লিয়াসের মধ্যে আটকে রাখে কোন বল?
ক. মহাকর্ষ বল
খ. তড়িৎ চৌম্বক বল
গ. দুর্বল নিউক্লীয় বল
ঘ. সবল নিউক্লীয় বল

২৫. কোনো বস্তুতে ক্রিয়াশীল দুটি বলের মান সমান এবং দিক বিপরীতমুখী হলে, তাদের কী বলে?
ক. সাম্য বল খ. অসাম্য বল
গ. মহাকর্ষ বল ঘ. তড়িৎ চৌম্বক বল

২৬. কোন বলের লব্ধি শূন্য হয়?
ক. অসাম্য বল খ. অস্পর্শ বল
গ. সাম্য বল ঘ. স্পর্শ বল

২৭. মৌলিক বলের ক্ষেত্রে বলা যায়—
i. তিন ধরনের মৌলিক বল আছে
ii. চার ধরনের মৌলিক বল আছে
iii. ভবিষ্যতে সব মৌলিক বলকে একটিমাত্র সূত্রে ব্যাখ্যা করা যাবে
নিচের কোনটি সঠিক?
ক. i ও ii খ. i ও iii
গ. ii ও iii ঘ. i, ii ও iii

২৮. দুর্বল নিউক্লীয় বল—
i. মহাকর্ষ বল অপেক্ষা সবল
ii. তড়িৎ চৌম্বক বল অপেক্ষা দুর্বল
iii. $10^{-18}$ m দূরত্বে কাজ করে
নিচের কোনটি সঠিক?
ক. i ও ii খ. i ও iii
গ. ii ও iii ঘ. i, ii ও iii

২৯. মহাকর্ষ বলের কারণে—
i. গ্যালাক্সির ভেতর নক্ষত্ররা ঘুরপাক খায়
ii. নিউক্লিয়াসের চারদিকে ইলেকট্রন ঘোরে
iii. পৃথিবীর চারদিকে চাঁদ ঘোরে
নিচের কোনটি সঠিক?
ক. i ও ii খ. i ও iii
গ. ii ও iii ঘ. i, ii ও iii

৩০. কোনো বস্তুর ওপর সাম্য বল ক্রিয়া করলে—
i. বস্তুটিতে ত্বরণ সৃষ্টি হবে
ii. গতিশীল বস্তু সমবেগে চলতে থাকবে
iii. স্থির বস্তু চিরকাল স্থির থাকবে
নিচের কোনটি সঠিক?
ক. i খ. ii
গ. i ও iii ঘ. ii ও iii

৩১. সাম্য বল ক্রিয়াশীল—
i. জাহাজ পানিতে ভাসার সময়
ii. একটি বস্তু ওপর থেকে নিচে পড়ার সময়
iii. কোনো ব্যক্তির চেয়ারে বসে থাকার সময়
নিচের কোনটি সঠিক?
ক. i ও ii খ. i ও iii
গ. ii ও iii ঘ. i, ii ও iii

**সঠিক উত্তর**
**অধ্যায় ৩ :** ১৮. গ ১৯. ক ২০. ঘ ২১. ক ২২. ঘ ২৩. খ ২৪. ঘ ২৫. ক ২৬. গ ২৭. ঘ ২৮. ঘ ২৯. খ ৩০. ঘ ৩১. খ

## ভূগোল ও পরিবেশ
### বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

**মো. শাকিরুল ইসলাম,** *প্রভাষক*
ভিকারুননিসা নূন স্কুল অ্যান্ড কলেজ, ঢাকা

**অধ্যায় ৩**

৩৬. মানচিত্রে দিক দেখানো না থাকলে কোন দিককে উত্তর দিক ধরা হবে?
ক. ডান দিক খ. বাঁ দিক
গ. ওপরের দিক ঘ. নিচের দিক

৩৭. কাজের ওপর ভিত্তি করে মানচিত্রকে প্রধানত কয়টি ভাগে ভাগ করা যায়?
ক. ২টি খ. ৩টি
গ. ৪টি ঘ. ৫টি

৩৮. ভূ-চিত্রাবলি মানচিত্রকে ইংরেজিতে কী বলে?
ক. কেরোগ্রাফিক্যাল
খ. টপোগ্রাফিক
গ. ক্যাডাস্ট্রল ঘ. দেয়াল

৩৯. প্রথম কোন দেশের লোকজন মানচিত্র তৈরি করেন?
ক. ইংল্যান্ডের খ. যুক্তরাষ্ট্রের
গ. ভারতের ঘ. মিসরের

৪০. ৬০° দ্রাঘিমার জন্য সময়ের পার্থক্য কত ঘণ্টা হবে?
ক. ৩ ঘণ্টা খ. ৪ ঘণ্টা
গ. ৫ ঘণ্টা ঘ. ৬ ঘণ্টা

৪১. কোনটি দ্বারা প্রতিভূ অনুপাত প্রকাশ পায়?
ক. RF খ. GPS
গ. GIS ঘ. GS

৪২. আমাদের দেশে যখন দুপুর ১২টা, তখন যুক্তরাজ্যের লন্ডন শহরের সময় কত?
ক. রাত ১২টা খ. দুপুর ১২টা
গ. সন্ধ্যা ৬টা ঘ. সকাল ৬টা

নিচের অনুচ্ছেদটি পড়ে ৪৩ ও ৪৪ নম্বর প্রশ্নের উত্তর দাও।
মানচিত্রে তথ্য উপস্থাপনের জন্য শিরোনাম স্কেল, উত্তর দিক, সূচক, তথ্য-উপাত্ত অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

৪৩. কোনো অঞ্চলের মানচিত্রের উদ্দেশ্য বা বিষয় বোঝার জন্য কোনটি প্রয়োজন?
ক. স্কেল খ. শিরোনাম
গ. উত্তর দিক ঘ. সূচক

৪৪. উদ্দীপক অনুসারে প্রতিটি মানচিত্রে উল্লেখ করতে হবে—
i. প্রতীক
ii. সূচক
iii. স্থানের নাম
নিচের কোনটি সঠিক?
ক. i ও ii খ. i ও iii
গ. ii ও iii ঘ. i, ii ও iii

**সঠিক উত্তর**
**অধ্যায় ৩ :** ৩৬. গ ৩৭. ক ৩৮. ক ৩৯. ঘ ৪০. খ ৪১. ক ৪২. ঘ ৪৩. খ ৪৪. ক

### নোটিশ বোর্ড

মাওলানা ভাসানী বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়
**টেক্সটাইল ইঞ্জিনিয়ারিংয়ে দুটি প্রোগ্রামে ভর্তি**

■ মাওলানা ভাসানী বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের টেক্সটাইল ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগে (টিই) MSc in Textile Engineering ও M.Engineering প্রোগ্রামে ভর্তির প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে।
# টেক্সটাইল ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগের অফিসে এক হাজার টাকা জমা দিয়ে আবেদনপত্র সংগ্রহ করতে হবে।

**ভর্তির যোগ্যতা**
# এসএসসি ও এইচএসসি বা সমমানের পরীক্ষায় আলাদাভাবে সিজিপিএ-৩ থাকতে হবে।
# বিএসসি (ইঞ্জি.) কোর্সে ন্যূনতম সিজিপিএ-৩.২৫ থাকতে হবে।
# চাকরিরত প্রার্থীদের অবশ্যই যথাযথ কর্তৃপক্ষের মাধ্যমে আবেদন করতে হবে।
# চাকরিরত প্রার্থীদের ন্যূনতম ছয় মাসের ছুটি নিতে হবে।

**আবেদনপত্রের সঙ্গে জমা দিতে হবে :**
ক. শিক্ষাগত যোগ্যতার সমর্থনে সব পরীক্ষার মার্কশিট/ট্রান্সক্রিপ্ট ও সার্টিফিকেটের সত্যায়িত ফটোকপি।
খ. নাগরিকত্বের সনদ/জাতীয় পরিচয়পত্রের সত্যায়িত ফটোকপি।
গ. সদ্য তোলা দুই কপি পাসপোর্ট সাইজের রঙিন ছবি।
ঘ. সর্বশেষ শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের প্রশংসাপত্রের সত্যায়িত ফটোকপি।

**ভর্তির তারিখ :**
# আবেদনের শেষ তারিখ : ০৮/১০/২০২৪।
# ভর্তি পরীক্ষা/সাক্ষাৎকার : ২১/১০/২০২৪, সকাল ১০টা থেকে দুপুর ১২টা পর্যন্ত।
# ফলাফল প্রকাশ : ২৩/১০/২০২৪।
# ভর্তির তারিখ (ছুটির দিন ব্যতীত) : ২৭/১০/২০২৪ থেকে ০৬/১১/২০২৪ পর্যন্ত।
# ক্লাস শুরু : ০৯/১১/২০২৪।
# বিস্তারিত তথ্য জানতে ওয়েবসাইট : www.mbstu.ac.bd



# ৯ম শ্রেণির বার্ষিক পরীক্ষা : শেষ মুহূর্তের প্রস্তুতি

## ইতিহাস ও সামাজিক বিজ্ঞান
### শিখন অভিজ্ঞতা ৪

**মিজানুর রহমান,** *শিক্ষক*
ধানমন্ডি সরকারি বালক উচ্চবিদ্যালয়, ঢাকা

**# এককথায় উত্তর দাও**
**প্রশ্ন :** একটি মানবশিশু কোথায় জন্মগ্রহণ করে?
**উত্তর :** পরিবারে
**প্রশ্ন :** একটি মানবশিশু কিসের অংশ হিসেবে বেড়ে ওঠে?
**উত্তর :** সমাজের অংশ হিসেবে
**প্রশ্ন :** সামাজিক কাঠামোর 'মূল কাঠামো'টি কী?
**উত্তর :** পরিবার
**প্রশ্ন :** সামাজিক কাঠামোর অন্তর্ভুক্ত যেকোনো প্রতিষ্ঠানের নাম লেখো।
**উত্তর :** পাঠাগার, বিদ্যালয়, সাংস্কৃতিক ক্লাব, পরিবার
**প্রশ্ন :** সমাজবদ্ধ মানুষের মধ্যে ক্রমেই কোন চেতনার উদ্ভব ঘটে?
**উত্তর :** রাজনৈতিক চেতনার
**প্রশ্ন :** রাজনৈতিক কাঠামো কী ধরনের কাঠামো?
**উত্তর :** শক্তিশালী
**প্রশ্ন :** সামাজিক ও রাজনৈতিক কাঠামো কোন ধরনের গণ্ডিতে বিকশিত হয়?
**উত্তর :** স্থানীয় ও বৈশ্বিক গণ্ডিতে
**প্রশ্ন :** বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে কয়েকটি রাজনৈতিক কাঠামোর উদাহরণ দাও।
**উত্তর :** ইউনিয়ন পরিষদ, পৌরসভা, ট্রেড ইউনিয়ন, সিটি করপোরেশন
**প্রশ্ন :** কার প্রতি আনুগত্য প্রকাশ আমাদের দায়িত্ব?
**উত্তর :** রাষ্ট্রের প্রতি
**প্রশ্ন :** সুনাগরিক হিসেবে কিসের সম্মান বজায় রাখতে আমরা সচেষ্ট হব?
**উত্তর :** সমাজ ও রাষ্ট্রের।
**প্রশ্ন :** মানুষের জীবনকে সুন্দর ও সুশৃঙ্খলভাবে পরিচালনা কী?
**উত্তর :** সামাজিক কাঠামোর ঐক্যবদ্ধতা
**প্রশ্ন :** মানুষ রাজনীতিসচেতন হয়ে ওঠে কী ভেদে?
**উত্তর :** দেশ-কালভেদে
**প্রশ্ন :** রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান, রাজনৈতিক প্রক্রিয়া ও ক্ষমতার ব্যবহারের বিভিন্ন বিন্যাসকে কী বলে?
**উত্তর :** রাজনৈতিক কাঠামো
**প্রশ্ন :** বিশ্বের রাজনৈতিক ইতিহাস কেমন?
**উত্তর :** বৈচিত্র্যপূর্ণ
**প্রশ্ন :** অতীতে কারা রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডে অংশ নিতে পারত?
**উত্তর :** বুর্জোয়া বা ধনিক শ্রেণি
**প্রশ্ন :** কোথায় রাষ্ট্র পরিচালনার ক্ষেত্রে শুধু উচ্চ শ্রেণির পুরুষদের অংশগ্রহণ ছিল?
**উত্তর :** প্রাচীন গ্রিসে
**প্রশ্ন :** ইউরোপে কোন সময়ে জ্ঞান-বিজ্ঞানের নতুন মাত্রা যুক্ত হতে শুরু করে?
**উত্তর :** রেনেসাঁর সময়ে
**প্রশ্ন :** কনফুসিয়াস কোন দেশের দার্শনিক ছিলেন?
**উত্তর :** চীনের

*বাকি অংশ ছাপা হবে আগামীকাল*

## গণিত | বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

**রণজিৎ কুমার শীল,** *সিনিয়র শিক্ষক*
ধানমন্ডি সরকারি বালিকা উচ্চবিদ্যালয়, ঢাকা

**শিখন অভিজ্ঞতা ২**
**# সঠিক উত্তরটি খাতায় লেখো**

১. একটি সমান্তর ধারার n তম পদ $8n+3$ হলে, সাধারণ অন্তর কত?
ক. 6 খ. 8
গ. 10 ঘ. 12

২. 11, 15, 19, 23,...... অনুক্রমটির 23 তম পদ কত?
ক. 81 খ. 87
গ. 99 ঘ. 104

৩. 6+9+12+ ...... ধারাটির কততম পদ 93?
ক. 30 খ. 35
গ. 40 ঘ. 45

৪. 13+20+27+34+ .... + 111 ধারাটির পদসংখ্যা কত?
ক. 12 খ. 15
গ. 18 ঘ. 21

৫. -77-72-67.....ধারাটির দশম পদ কত?
ক. -24 খ. -28
গ. -32 ঘ. -36

৬. 2-4+8-16+....... ধারাটির প্রথম সাতটি পদের সমষ্টি কত?
ক. 72 খ. 86
গ. 92 ঘ. 104

৭. $1/\sqrt{2}$ $-1+\sqrt{2}$.......ধারাটির কোন পদ $8\sqrt{2}$?
ক. পঞ্চম খ. সপ্তম
গ. নবম ঘ. দশম

৮. প্রথম n সংখ্যক স্বাভাবিক সংখ্যার সমষ্টি নির্ণয়ের সূত্র কোনটি?
ক. $\frac{n(n+1)}{2}$
খ. $\frac{n(n+1)(2n+1)}{2}$
গ. $\frac{n}{2}\{2a+(n-1)d\}$
ঘ. $\{\frac{n(n+1)}{2}\}^2$

৯. 4+9+14+19+..... ধারাটির প্রথম 8 পদের সমষ্টি কত?
ক. 162 খ. 172
গ. 182 ঘ. 192

১০. একটি সমান্তর ধারার n তম পদ $7n-3$ হলে, সাধারণ অন্তর হবে নিচের কোনটি?
ক. -3 খ. $\frac{13}{8}$
গ. 7 ঘ. 8

১১. 1, $1/\sqrt{2}$, $\frac{1}{2}$, অনুক্রমটির সপ্তম পদ কোনটি?
ক. $\frac{1}{32}$ খ. $\frac{1}{16}$
গ. $\frac{1}{8}$ ঘ. $\frac{1}{4}$

১২. a+2a+3a+4a+...... সমান্তর ধারার n তম পদ ও সাধারণ অন্তরের অনুপাত কত?
ক. n:1 খ. n:2
গ. 1 : n ঘ. 2 : n

**সঠিক উত্তর**
**শিখন অভিজ্ঞতা ২ :** ১. খ ২. গ ৩. ক ৪. খ ৫. গ ৬. খ ৭. গ ৮. ক ৯. খ ১০. গ ১১. গ ১২. ক

*বাকি অংশ ছাপা হবে আগামীকাল*

# এইচএসসি পরীক্ষা-২০২৫

## রসায়ন ১ম পত্র
### বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

**তাপসী বণিক,** *সহযোগী অধ্যাপক*
কলেজ অব ডেভেলপমেন্ট অল্টারনেটিভ, ঢাকা

**অধ্যায় ৫**

১. গ্লুকোজ হতে অ্যালকোহল প্রস্তুতিতে ব্যবহৃত এনজাইম কোনটি?
ক. জাইমেজ খ. ইনভার্টেজ
গ. অ্যাসিটো ব্যাকটর
ঘ. মল্টেজ

২. অ্যান্টি-অক্সিডেন্টের কাজ হলো—
i. জারণ ক্রিয়াকে মন্থর করা
ii. তাপমাত্রা নিয়ন্ত্রণ করা
iii. পানি শোষণ করা
নিচের কোনটি সঠিক?
ক. i খ. i ও iii
গ. ii ও iii ঘ. i, ii ও iii

৩. ভিনেগার খাদ্য সংরক্ষণ করে—
i. অম্লীয় পরিবেশ সৃষ্টির মাধ্যমে
ii. ব্যাকটেরিয়ার অ্যাকটিভ সাইট নষ্ট করার মাধ্যমে
iii. কিলেটিং এজেন্ট হিসেবে
নিচের কোনটি সঠিক?
ক. i ও ii খ. i ও iii
গ. ii ও iii ঘ. i, ii ও iii

৪. খাদ্যবস্তুর কোন উপাদানটি বায়ুর সংস্পর্শে এসে জারিত হয়?
ক. লিপিড খ. শর্করা
গ. পানি ঘ. ভিটামিন

৫. 'কাইটোসান' কী?
ক. একধরনের অ্যাসিডিক কেমিক্যাল
খ. একধরনের ক্ষারকীয় কেমিক্যাল
গ. একধরনের তরল পদার্থ
ঘ. একধরনের বায়ো অণু

৬. কোনটি খাদ্যবস্তুর স্বাদ-গন্ধ অক্ষুণ্ন রেখে বিষক্রিয়া প্রতিহত করে?
ক. অ্যান্টিডট
খ. কাইটোসান
গ. সাইটোসান
ঘ. অ্যান্টিপাইরেটিকস

৭. খাদ্যবস্তুর গুণগত মান নির্ণয় করার পরীক্ষা কোনটি?
ক. স্বচ্ছতা পরীক্ষা
খ. গন্ধ পরীক্ষা
গ. বর্ণালিবীক্ষণ পরীক্ষা
ঘ. আকৃতি পরীক্ষা

**সঠিক উত্তর**
**অধ্যায় ৫ :** ১. ক ২. ক ৩. ক ৪. ক ৫. ঘ ৬. খ ৭. গ

*বাকি অংশ ছাপা হবে আগামীকাল*

### আগামীকাল থাকবে

■ **এসএসসি পরীক্ষা-২০২৫ :** বিজ্ঞান, পদার্থবিজ্ঞান, ভূগোল ও পরিবেশ
■ **নবম শ্রেণি :** ইতিহাস ও সামাজিক বিজ্ঞান, বাংলা
■ **এইচএসসি পরীক্ষা-২০২৫ :** রসায়ন ১ম পত্র
■ **অষ্টম শ্রেণি :** বাংলা
■ **নোটিশ বোর্ড :** কারিগরি শিক্ষাবোর্ডের অধীনে ৪ বছর মেয়াদি ডিপ্লোমা কোর্সে ভর্তি, বিদেশগামী শিক্ষার্থীদের সনদপত্র সম্পর্কে তথ্য

# অষ্টম শ্রেণি : বার্ষিক পরীক্ষার প্রস্তুতি

## বাংলা
### বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

**জাহেদ হোসেন,** *সিনিয়র শিক্ষক*
বিয়াম মডেল স্কুল অ্যান্ড কলেজ, ঢাকা

**অধ্যায় ১**
**# প্রয়োজন বুঝে যোগাযোগ করি**

৮. আবেদনপত্র কোন ধরনের যোগাযোগ?
ক. মৌখিক যোগাযোগ
খ. ব্যক্তিগত যোগাযোগ
গ. ব্যবসায়িক যোগাযোগ
ঘ. প্রাতিষ্ঠানিক যোগাযোগ
[আবেদনপত্র একটি প্রাতিষ্ঠানিক যোগাযোগের নমুনা]

৯. বাড়িতে কেউ অসুস্থ হয়ে গেলে কোন হেল্পলাইনে যোগাযোগ করতে হয়?
ক. ৯৯৯ খ. ১০১১১
গ. ১৬২৬৩ ঘ. ১২২৮
[স্বাস্থ্য বাতায়ন গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের স্বাস্থ্য ও পরিবারকল্যাণ মন্ত্রণালয় পরিচালিত একটি সেবা। কেউ অসুস্থ হলে স্বাস্থ্য বাতায়নের হেল্পলাইন ১৬২৬৩-এ কল করে স্বাস্থ্যসংক্রান্ত যেকোনো বিষয়ে সরাসরি ডাক্তারের পরামর্শ নেওয়া যায়]

১০. এলাকায় অপরিচিত কোনো শিশু পাওয়া গেলে প্রথমে কোথায় যোগাযোগ করতে হয়?
ক. থানায় খ. হাসপাতালে
গ. রেলস্টেশনে ঘ. বিমানবন্দরে
[অপরিচিত কোনো শিশু পাওয়া গেলে প্রথমে থানায় যোগাযোগ করে তার নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে হয়। তারপর তার সঠিক অভিভাবক খুঁজে বের করার চেষ্টা করতে হয়]

১১. 'অপারেশন কদমতলী' গল্পের লেখক কে?
ক. দিলারা আরজু খ. জাহানারা ইমাম
গ. রাবেয়া খাতুন ঘ. হালিমা বেগম

১২. কোন ধরনের সাহিত্যিক হিসেবে রাবেয়া খাতুন সুপরিচিত?
ক. ছড়াকার খ. কথাসাহিত্যিক
গ. গল্পকার ঘ. কবি

১৩. 'অপারেশন কদমতলী' গল্পে কোন সময়ের কথা বলা হয়েছে?
ক. মুক্তিযুদ্ধের কথা
খ. ভাষা আন্দোলনের কথা
গ. তেভাগা আন্দোলনের কথা
ঘ. সাঁওতাল বিদ্রোহের কথা

১৪. দাদি রাতে কী শোনাচ্ছিল?
ক. গান খ. রূপকথা
গ. ছড়া ঘ. কবিতা
[দাদি রাতে চন্দন, মান্না ও আন্নাকে রূপকথা শোনাচ্ছিল]

১৫. মান্নার চেয়ে চন্দন কত বছরের বড়?
ক. দুই বছরের খ. তিন বছরের
গ. চার বছরের ঘ. পাঁচ বছরের
[মান্নার চেয়ে চন্দন দুই বছরের বড়]

১৬. অপারেশন ঠিক হওয়ার বার কোনটি ছিল?
ক. বুধবার খ. বৃহস্পতিবার
গ. শুক্রবার ঘ. শনিবার
[অপারেশন ঠিক হওয়ার বারটি ছিল জুম্মাবার]

**সঠিক উত্তর**
**অধ্যায় ১ :** ৮. ঘ ৯. গ ১০. ক ১১. গ ১২. খ ১৩. ক ১৪. খ ১৫. ক ১৬. ক

**এডিপির আড়াই শতাংশ বাস্তবায়ন**

চলতি অর্থবছরের প্রথম দুই মাস জুলাই-আগস্টে বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচির (এডিপি) আড়াই শতাংশ বাস্তবায়িত হয়েছে। বিশেষ প্রতিবেদক, ঢাকা

## খাদ্য মূল্যস্ফীতি ১০ শতাংশের বেশি

**বিশেষ প্রতিবেদক**, *ঢাকা*

দেশে মূল্যস্ফীতি আরও কমেছে। সেপ্টেম্বরে দেশের সার্বিক মূল্যস্ফীতি হয়েছে ৯ দশমিক ৯২ শতাংশ। খাদ্য মূল্যস্ফীতি এখনো ১০ শতাংশের ওপরে থাকলেও তা আগের মাসের তুলনায় কমেছে। গত মাসে এই হার ছিল ১০ দশমিক ৪০ শতাংশ। অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের আমলে এ নিয়ে টানা দুই মাস মূল্যস্ফীতি কমল।

গতকাল বুধবার বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো (বিবিএস) মূল্যস্ফীতির হালনাগাদ চিত্র প্রকাশ করেছে। তাতে দেখা গেছে, সেপ্টেম্বরে সার্বিক মূল্যস্ফীতি কিছুটা কমে ৯ দশমিক ৯২ শতাংশ হয়েছে। গত আগস্টে সার্বিক মূল্যস্ফীতি ছিল ১০ দশমিক ৪৯ শতাংশ। জুলাইয়ে দেশে মূল্যস্ফীতি হয় ১১ দশমিক ৬৬ শতাংশ, যা ছিল গত এক যুগের মধ্যে সর্বোচ্চ।

সেপ্টেম্বরে খাদ্য ও খাদ্যবহির্ভূত মূল্যস্ফীতি উভয়ই কমেছে। গত মাসে খাদ্য মূল্যস্ফীতি হয়েছে ১০ দশমিক ৪০ শতাংশ। এর আগের মাসে ছিল ১১ দশমিক ৩৬ শতাংশ। গত জুলাইয়ে খাদ্য মূল্যস্ফীতি ছিল ১৪ দশমিক ১০ শতাংশ। অন্যদিকে সেপ্টেম্বরে খাদ্যবহির্ভূত মূল্যস্ফীতির হার হয়েছে ৯ দশমিক ৫০ শতাংশ। আগস্টে এই হার ছিল ৯ দশমিক ৭৪ শতাংশ।

সার্বিক মূল্যস্ফীতি ৯ দশমিক ৯২ শতাংশ বেশি হওয়ার অর্থ হলো, গত বছরের সেপ্টেম্বরে যে পণ্য ও সেবা কিনতে ১০০ টাকা খরচ হয়েছে, চলতি বছরের সেপ্টেম্বরে তার মূল্য হয়েছে ১০৯ টাকা ৯২ পয়সা।

গত দেড় বছরের বেশি সময় চাল, ডাল, ভোজ্যতেল, চিনি, আটা, আলু, পেঁয়াজ, রসুন, ডিম, মুরগি, গরুর মাংস, সবজি, মসলাসহ বিভিন্ন পণ্যের দাম বেড়েছে। ফলে সীমিত ও নিম্ন আয়ের মানুষেরা বেশ চাপে পড়েন। কিছুদিন ধরে চালের দাম স্থিতিশীল আছে। তবে ডিমের ডজন ১৭০ টাকায় উঠেছে। অন্যদিকে বাজারে সবজির দামও এখনো বাড়তি।

উচ্চ মূল্যস্ফীতি এখন অর্থনীতির অন্যতম বড় চ্যালেঞ্জ। এক বছরের বেশি সময় ধরে মূল্যস্ফীতি ৯ শতাংশের ওপরে আছে। মূল্যস্ফীতি একধরনের করের মতো, যা ধনী-গরিবনির্বিশেষে সবার ওপর চাপ বাড়ায়। আয় বৃদ্ধির তুলনায় মূল্যস্ফীতি বেশি হলে নির্দিষ্ট আয়ের মানুষের সংসার চালাতে ভোগান্তি বাড়ে।

কয়েক বছর ধরে বিবিএসের মূল্যস্ফীতির তথ্য নিয়ে একধরনের সন্দেহ প্রকাশ করে আসছিলেন অর্থনীতিবিদেরা। তাঁদের মতে, সরকারি পরিসংখ্যানে মূল্যস্ফীতির যে হিসাব দেওয়া হচ্ছিল, বাস্তবে তা আরও বেশি ছিল। তবে অন্তর্বর্তী সরকার ক্ষমতা নেওয়ার পর চিত্র পাল্টে যায়। জুলাইয়ে মূল্যস্ফীতির হার বেশ অনেকটা বেড়ে যায়। বর্তমান সরকারের নীতিনির্ধারকের দাবি, বিবিএস এখন মূল্যস্ফীতির সঠিক পরিসংখ্যান প্রকাশ করছে।

## ক্রিকেটার সাকিব ও তাঁর স্ত্রীর ব্যাংক হিসাবের তথ্য তলব

**অর্থ-বাণিজ্য ডেস্ক**

সাকিব আল হাসান

জাতীয় দলের ক্রিকেটার ও সাবেক এমপি সাকিব আল হাসান, তাঁর স্ত্রী উম্মে রোমান আহমেদসহ সাতজনের ব্যাংক হিসাবের তথ্য চেয়েছে বাংলাদেশ ফাইন্যান্সিয়াল ইন্টেলিজেন্স ইউনিট (বিএফআইইউ)।

আরও যাঁদের ব্যাংক হিসাবের তথ্য চাওয়া হয়েছে তাঁরা হলেন-আবুল কালাম মাদবর, মো. নাজমুল বাশার খান, মোহাম্মদ বাশার, কনিকা আফরোজ ও কাজী সাদিয়া হাসান।

গতকাল বুধবার এক চিঠিতে বিএফআইইউ ব্যাংক ও ব্যাংকবহির্ভূত আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলোকে এসব ব্যক্তি ও তাঁদের কোম্পানি বা সংগঠনের নামে থাকা বিভিন্ন হিসাবের তথ্য দিতে বলেছে।

সাকিব আল হাসান মাগুরা-১ আসনের সংসদ সদস্য ছিলেন।

শেয়ারবাজারে তালিকাভুক্ত প্যারামাউন্ট ইনস্যুরেন্সের শেয়ার নিয়ে কারসাজির দায়ে সম্প্রতি সাকিবকে ৫০ লাখ টাকা জরিমানা করা হয়। পাশাপাশি একই শেয়ারে কারসাজির জন্য আলোচিত কারসাজিকারক আবুল খায়ের হিরুসহ আরও ছয় ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানকে জরিমানা করা হয়েছে।

**খেয়াঘাটে পাট বিক্রি** খেয়াঘাটে পাট বিক্রি হচ্ছে। এখানে প্রতি মণ পাট ২ হাজার ৮০০ থেকে ৩ হাজার ২০০ টাকায় বিক্রি হয়। গতকাল বগুড়ার সারিয়াকান্দি উপজেলার মথুরাপাড়া খেয়াঘাটে। ছবি : সোয়েল রানা

# ৩২% বিদেশি ঋণ তিন দেশের

**আওয়ামী লীগের ১৫ বছর**

বাছবিচারহীন দ্বিপক্ষীয় ঋণ নেওয়ার ফলে ঋণের বোঝা শুধু বেড়েছে। দেড় দশকে মাথাপিছু বিদেশি ঋণ বেড়েছে ১৬৬ শতাংশ।

> “চীন, রাশিয়ার মতো দেশ থেকে দ্বিপক্ষীয় ভিত্তিতে ঋণ নেওয়া তুলনামূলক সহজ। প্রকল্প বাস্তবায়নে তদারকিও কম থাকে। এতে ঋণ যিনি দেন, তিনি যেমন খুশি থাকেন, যিনি নেন, তিনিও খুশি থাকেন।
>
> **সেলিম রায়হান**, নির্বাহী পরিচালক, সানেম

**জাহাঙ্গীর শাহ**, *ঢাকা*

টানা ১৫ বছর ক্ষমতায় থেকে আওয়ামী লীগের সরকার বিপুল পরিমাণ বিদেশি ঋণ নিয়েছে। তবে এ সময় তৎকালীন সরকারের বেশি ঝোঁক ছিল দ্বিপক্ষীয় ঋণ নেওয়ার দিকে। মাত্র তিনটি দেশ থেকে মোট বিদেশি ঋণের এক-তৃতীয়াংশ নেওয়া হয়। এসব ঋণের শর্ত কঠিন হলেও প্রকল্প বাস্তবায়নে নজরদারি ও মান দুর্বল থাকে। কিন্তু ঋণ পরিশোধের জন্য কম সময় পাওয়া যায় বলে অর্থনীতি চাপে পড়ে। ঋণ পরিশোধের যে চাপ বাংলাদেশ এরই মধ্যে অনুভব করতে শুরু করেছে।

সরকারের অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগের (ইআরডি) তথ্য বিশ্লেষণ করে দেখা গেছে, গত আগস্টে গণ-আন্দোলনে ক্ষমতা হারানো আওয়ামী লীগ সরকারের আমলে দ্বিপক্ষীয় ভিত্তিতেই তুলনামূলকভাবে বেশি ঋণ নিয়েছে বাংলাদেশ। যে তিন দেশ থেকে সবচেয়ে বেশি ঋণ নেওয়া হয়েছে, সেগুলো হলো ভারত, চীন ও রাশিয়া। দেড় দশকে বাংলাদেশ যত বিদেশি ঋণ নিয়েছে, তার ৩২ শতাংশ অর্থ এসেছে এই তিন দেশ থেকে।

জানা গেছে, ২০০৯ থেকে ২০২৪ সালের জুন মাস পর্যন্ত প্রায় ৪ হাজার ৪৩৮ কোটি ডলার ঋণ ছাড় করেছে গত আওয়ামী লীগ সরকার। এর মধ্যে চীন, রাশিয়া ও ভারত থেকে এসেছে ১ হাজার ৪০১ কোটি ডলার। কর্মকর্তারা মনে করেন, চীন ও রাশিয়ার কাছ থেকে বাছবিচারহীন ঋণ নেওয়ার ফলে দেশের বিদেশি ঋণের বোঝা শুধু ভারী হয়েছে। গত দেড় দশকে মাথাপিছু বিদেশি ঋণের পরিমাণ ১৬৬ শতাংশ বেড়েছে।

চীন, রাশিয়া ও ভারতের অর্থায়নে বেশ কিছু অবকাঠামো প্রকল্পের বাস্তবায়ন হয়েছে। কর্ণফুলী নদীর তলদেশে টানেল, রূপপুর পারমাণবিক বিদ্যুৎকেন্দ্র নির্মাণ, এলিভেটেড এক্সপ্রেসওয়ে নির্মাণের পাশাপাশি রেল ও বিদ্যুৎ খাতে ভারত, চীন, রাশিয়াসহ বিভিন্ন দাতা সংস্থা ও দেশের কাছ থেকে কঠিন শর্তে ঋণ নেওয়া হয় আওয়ামী লীগের গত ১৫ বছরের শাসনামলে।

ইআরডির কর্মকর্তারা জানিয়েছেন, দ্বিপক্ষীয় ভিত্তিতে নেওয়া ঋণগুলোর কিস্তি পরিশোধের সময় সাধারণত কম থাকে। ফলে গ্রেস পিরিয়ড শেষ হলেই ঋণের কিস্তি হিসেবে বড় পরিমাণ অর্থ পরিশোধ করতে হয়। ইতিমধ্যে চীন ও রাশিয়া থেকে নেওয়া ঋণের কিস্তি পরিশোধ শুরু হয়েছে।

বেসরকারি গবেষণাপ্রতিষ্ঠান সাউথ এশিয়ান নেটওয়ার্ক অন ইকোনমিক মডেলিংয়ের (সানেম) নির্বাহী পরিচালক সেলিম রায়হান *প্রথম আলো*কে বলেন, ‘চীন, রাশিয়া ও ভারতের ঋণ আমাদের চাপে ফেলেছে। ঋণ পরিশোধ বেড়েছে। চাপ যেন বেশি না বাড়ে, সেদিকে নজর দিতে হবে।’

সেলিম রায়হান আরও বলেন, বিশ্বব্যাংক ও এশীয় উন্নয়ন ব্যাংকের (এডিবি) মতো সংস্থার কাছ থেকে ঋণ নিলে প্রকল্প বাস্তবায়নে নজরদারি বেশি থাকে এবং ঋণের শর্তও কঠিন হয়। এতে এসব প্রতিষ্ঠান থেকে ঋণ নিতে আগ্রহ কম থাকে। অন্যদিকে চীন, রাশিয়ার মতো দেশ থেকে দ্বিপক্ষীয় ভিত্তিতে ঋণ নেওয়া তুলনামূলক সহজ। প্রকল্প বাস্তবায়নে তদারকিও কম থাকে।

**কে কত ঋণ দিল**

কম সুদ ও ঋণ পরিশোধের চাপ কম থাকার কারণে বাংলাদেশ আগে বহুপক্ষীয় প্রতিষ্ঠানগুলোর কাছ থেকে ঋণ নেওয়াকে অগ্রাধিকার দিয়েছে। দ্বিপক্ষীয় ঋণের ক্ষেত্রে বাংলাদেশের পছন্দ ছিল জাপানের প্রতিষ্ঠান জাইকা। গত ১৫ বছরে আওয়ামী লীগ সরকার বিশ্বব্যাংক, এশীয় উন্নয়ন ব্যাংক (এডিবি), জাইকার মতো সংস্থার কাছ থেকে গতানুগতিক হারেই বিদেশি সহায়তা পেয়েছে। তবে দ্বিপক্ষীয় ভিত্তিতে ঋণ নেওয়ার ক্ষেত্রে যুক্তরাষ্ট্র, যুক্তরাজ্যসহ পশ্চিমা দেশগুলোর পরিবর্তে চীন, রাশিয়া ও ভারতের দিকেই বেশি ঝুঁকেছিল তৎকালীন সরকার।

বিভিন্ন মেগা প্রকল্পে চীন ও রাশিয়া দ্রুততার সঙ্গে ঋণ অনুমোদন করলেও এসব ঋণ বাংলাদেশের ঋণের বোঝা বাড়িয়েছে। পাশাপাশি ঋণ পরিশোধে দেশের বাজেটের ওপর বাড়তি চাপ সৃষ্টি করেছে।

রূপপুর পারমাণবিক বিদ্যুৎকেন্দ্রের জন্য রাশিয়ার এক্সিম ব্যাংকের কাছ থেকে ১ হাজার ২৬৫ কোটি ডলার নিয়েছে বাংলাদেশে। ২০১৬ সালে উভয় পক্ষের মধ্যে এই ঋণচুক্তি হয়। ঋণের অর্থ আসা শুরু হয় ২০১৭ সালে। গত জুন মাস পর্যন্ত এ প্রকল্পের জন্য ৭৩৩ কোটি ডলার ছাড় করা হয়েছে। কিন্তু এই ঋণের বিপরীতে সুদ পরিশোধ শুরু হয়েছে। যদিও রাশিয়ার ওপর পশ্চিমা বিশ্বের নিষেধাজ্ঞা থাকার কারণে ওই অর্থ মস্কোর কাছে পাঠানো সম্ভব হচ্ছে না। তবে প্রতিবছর দুই কিস্তিতে ২২ কোটি ডলার বাংলাদেশ ব্যাংকের বিশেষ হিসাবে রাখা হচ্ছে।

চীনা ঋণে এলিভেটেড এক্সপ্রেসওয়ে, রেল, সড়কসহ বর্তমানে সব মিলিয়ে ১৪টি প্রকল্প বাস্তবায়ন হচ্ছে। এসব প্রকল্পে চীনা ঋণের অবদান এক হাজার কোটি ডলারের মতো। ২০১৭ সালের পর থেকে চীনা ঋণের অর্থ ছাড়ের পরিমাণ বাড়তে শুরু করে। এখন পর্যন্ত চীনা ঋণের ৪৮৭ কোটি ডলার মতো অর্থ ছাড় হয়েছে।

গত দেড় দশকে তিনটি লাইন অব ক্রেডিটে (এলওসি) সব মিলিয়ে বাংলাদেশকে ৭৩৬ কোটি ডলার ঋণের প্রতিশ্রুতি দিয়েছে ভারত। তবে প্রতিশ্রুতির পরও কাঙ্ক্ষিত হারে অর্থ ছাড় হয়নি। গত জুন মাস পর্যন্ত সব মিলিয়ে ছাড় হয়েছে মাত্র ১৮১ কোটি ডলার।

**মাথাপিছু ঋণ বেড়েছে ১৬৬%**

আওয়ামী সরকারের দেড় দশকে বিদেশি ঋণের বোঝা বেড়েছে সোয়া তিন গুণ। ইআরডি সূত্রে জানা গেছে, যে বছর আওয়ামী লীগ সরকার ক্ষমতা গ্রহণ করে, ওই বছর পর্যন্ত (২০০৮-০৯ অর্থবছর পর্যন্ত) দেশের পুঞ্জীভূত বিদেশি ঋণের পরিমাণ ছিল ২ হাজার ৮৫ কোটি ডলার। ২০২৩-২৪ অর্থবছর পর্যন্ত তা বেড়ে দাঁড়িয়েছে ৬ হাজার ৭৯০ কোটি ডলারে।

বেশি বিদেশি ঋণ নেওয়ায় মাথাপিছু ঋণের বোঝাও বেড়েছে। ২০০৯ সালে মাথাপিছু বিদেশি ঋণের পরিমাণ ছিল প্রায় ১৫০ ডলার। ২০২৩-২৪ অর্থবছর শেষে মাথাপিছু বিদেশি ঋণের পরিমাণ বেড়ে দাঁড়িয়েছে প্রায় ৪০০ ডলার। ফলে দেড় দশকের ব্যবধানে মাথাপিছু বিদেশি ঋণ বেড়েছে ১৬৬ শতাংশ।

বিপুল পরিমাণ ঋণ পরিশোধ করতে গিয়ে কয়েক বছর ধরে চাপে রয়েছে দেশের অর্থনীতি। বিশেষ করে দুই বছর ধরে এই চাপ আরও বেড়েছে। ২০২৩-২৪ অর্থবছরে প্রথমবারের মতো বিদেশি ঋণ পরিশোধ ৩০০ কোটি ডলার ছাড়িয়েছে। বিদেশি ঋণ পরিশোধের জন্য অতিরিক্ত অর্থ ব্যয়ের কারণে রিজার্ভ ও বাজেটে বাড়তি চাপ সৃষ্টি হচ্ছে বলে মনে করেন বিশেষজ্ঞরা।

অর্থনীতির সার্বিক অবস্থার ওপর একটি শ্বেতপত্র প্রণয়ন করতে সরকার যে কমিটি গঠন করেছে, তারা বিদেশি ঋণের আওতায় নেওয়া বড় প্রকল্পগুলো যাচাই-বাছাই করছে। এসব ঋণের শর্ত এবং প্রকল্পের প্রয়োজনীয়তা ও অর্থনৈতিক উপযোগিতা—এসব বিষয় খতিয়ে দেখা হচ্ছে। এই কমিটিতে প্রতিবেদন তৈরির জন্য ৯০ দিন সময় দেওয়া হয়েছে।

## দুই কারণে শেয়ারবাজারে বড় ধরনের দরপতন

**পুঁজিবাজার**

গতকালই সূচকের পতন ঘটে ১৩২ পয়েন্ট। এটি নতুন বিএসইসি চেয়ারম্যান যোগ দেওয়ার পর এক দিনে সবচেয়ে বড় পতন।

**বিশেষ প্রতিনিধি**, *ঢাকা*

খন্দকার রাশেদ মাকসুদ গত ১৯ আগস্ট যখন বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশনের (বিএসইসি) চেয়ারম্যান হিসেবে যোগ দেন, তখন ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জের (ডিএসই) প্রধান সূচক ডিএসইএক্স ছিল ৫ হাজার ৭৭৫ পয়েন্ট। গতকাল বুধবার এই সূচক কমে হয়েছে ৫ হাজার ৫৫৩ পয়েন্টে। তবে গতকালই সূচকের পতন ঘটে ১৩২ পয়েন্ট বা ২ দশমিক ৩৬ শতাংশ। এটি নতুন বিএসইসি চেয়ারম্যান যোগ দেওয়ার পর এক দিনে সবচেয়ে বড় পতন।

এদিকে বাজার-সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিরা বিএসইসি ও জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের (এনবিআর) সাম্প্রতিক দুটি পদক্ষেপকে সূচকের ধারাবাহিক পতনের জন্য দায়ী করছেন।

গতকাল ডিএসইর ডিএসইএস সূচকের পতন হয়েছে ২ দশমিক ৫৯ শতাংশ। এ ছাড়া ডিএস ৩০ সূচক ২ দশমিক ৫১ শতাংশ কমেছে। নতুন চেয়ারম্যানের যোগদান-পরবর্তী দেড় মাসে শেয়ারবাজারে মাঝেমধ্যে অবশ্য উত্থানও হয়েছে। তবে বেশির ভাগ সময়ই পতন ঘটেছে। উত্থান-পতনের এই সময়ে সার্বিকভাবে ডিএসইএক্স সূচক ৩২২ পয়েন্ট কমেছে।

বড় দরপতনের ঘটনায় গতকাল একদল বিনিয়োগকারী বিক্ষোভ করেছেন। তাঁরা বিএসইসি চেয়ারম্যান খন্দকার রাশেদ মাকসুদের পদত্যাগ দাবি করেছেন। দরপতনের প্রতিবাদে দুপুর ১২টার দিকে তাঁরা রাজধানীর মতিঝিলে ডিএসই ভবনের সামনে জড়ো হয়ে বিক্ষোভ শুরু করেন। বাংলাদেশ পুঁজিবাজার বিনিয়োগকারী ঐক্য পরিষদের ব্যানারে এ বিক্ষোভ হয়। এ সময় তাঁরা শেয়ারবাজারের সাম্প্রতিক দরপতনের জন্য বিএসইসির ভুল নীতিকে দায়ী করে বিভিন্ন স্লোগান দেন।

বাজার-সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিরা মনে করছেন, গতকালের পতনের পেছনে দুটি কারণ দায়ী। একটি হচ্ছে গত মঙ্গলবার বেক্সিমকোর শেয়ার নিয়ে কারসাজির সঙ্গে জড়িত থাকার অভিযোগে চার প্রতিষ্ঠান ও পাঁচ ব্যক্তিকে ৪২৮ কোটি টাকা জরিমানা করা। এতে একশ্রেণির বিনিয়োগকারী বাজারবিমুখ হয়েছেন। অন্য কারণটি হচ্ছে, জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের (এনবিআর) কেন্দ্রীয় গোয়েন্দা সেলের পক্ষ থেকে দেশের শীর্ষস্থানীয় শিল্পগোষ্ঠী বসুন্ধরা গ্রুপ, ওরিয়ন গ্রুপ, সামিট গ্রুপ, বেক্সিমকো গ্রুপ, এস আলম গ্রুপ ও নাসা গ্রুপ এবং থার্ড ওয়েভ টেকনোলজিস লিমিটেডের (যেটি মূলত নগদ লিমিটেড নামেই পরিচিত) মালিকানা বদলে নিষেধাজ্ঞা জারি। এসব গ্রুপ বা কোম্পানির তালিকাভুক্ত শেয়ারের লেনদেনে কোনো নিষেধাজ্ঞা জারি না হলেও অনেকে ভুল বুঝেছেন এবং তাতে বাজারে একধরনের গুজব ছড়িয়ে পড়ে।

শেখ হাসিনা সরকারের পতনের পর কিছুদিন শেয়ারবাজারে সূচকের উল্লম্ফন দেখা গেলেও এক পর্যায়ে দরপতন শুরু হয়। সেই ধারা এখনো অব্যাহত। ফাঁকে বিএসইসিতে নতুন প্রশাসন কাজ শুরু করলেও পরিস্থিতির উন্নয়ন হয়নি।

গতকাল ঢাকার শেয়ারবাজারে লেনদেন হয়েছে মোট ৪৪০ কোটি টাকার শেয়ার। আগের দিন মঙ্গলবার লেনদেন হয়েছিল ৩৮৯ কোটি টাকা। গতকাল মাত্র ২৯টি কোম্পানির শেয়ারের দাম বেড়েছে। আর দাম কমেছে ৩৪৭টি কোম্পানির।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্থনীতি বিভাগের অধ্যাপক মোহাম্মদ হেলাল উদ্দিন *প্রথম আলো*কে বলেন, শেয়ারবাজারে সূচকের উত্থান-পতন একটা স্বাভাবিক ঘটনা। দেখতে হবে যে স্বাভাবিক ঘটনার পেছনে কোনো অস্বাভাবিক কারণ আছে কি না। হেলাল উদ্দিন আরও বলেন, সংস্কার হলে সব পক্ষকেই মূল্য দিতে হয়। যথাযথ সংস্কার ছাড়া যদি বিনিয়োগকারীদেরই শুধু মূল্য দিতে হয়, সেটা অনভিপ্রেত। নীতিনির্ধারকদের কাছে শেয়ারবাজার কতটা অগ্রাধিকার পাচ্ছে, তা-ও একটা গুরুত্বপূর্ণ বিষয়।

এদিকে গতকাল বিএসইসি আয়োজিত এক মতবিনিময় সভায় সংস্থাটিরচেয়ারম্যান খোন্দকার রাশেদ মাকসুদ সভায় বলেছেন, একটি সমৃদ্ধ ও সফল পুঁজিবাজার গড়তে শুধু বিএসইসি নয়, বরং পুঁজিবাজারের সঙ্গে সম্পৃক্ত সব প্রতিষ্ঠানকে যার যার অবস্থান থেকে কর্তব্য পালন করতত হবে এবং পুঁজিবাজারের উন্নয়ন ও সংস্কারে অবদান রাখতে হবে।

## গ্রাহক চাহিদা মেটাতে বিশেষ ধার পেল চার ব্যাংক

**নিজস্ব প্রতিবেদক**, *ঢাকা*

অনিয়ম ও দুর্নীতির কারণে যেসব ব্যাংক দুর্বল হয়ে পড়েছে, সেগুলোকে বাংলাদেশ ব্যাংক বিশেষ ব্যবস্থায় তারল্য-সহায়তা দিয়েছে। প্রথম ধাপে ৯৪৫ কোটি টাকা ধার পেয়েছে চার ব্যাংক। এতে সুদের হার ধরা হয়েছে সাড়ে ১২ থেকে সাড়ে ১৩ শতাংশ। ব্যাংকগুলো হলো ফার্স্ট সিকিউরিটি ইসলামী ব্যাংক, সোশ্যাল ইসলামী ব্যাংক, গ্লোবাল ইসলামী ব্যাংক ও ন্যাশনাল ব্যাংক।

বাংলাদেশ ব্যাংকের গ্যারান্টির (নিশ্চয়তা) বিপরীতে ইস্টার্ন ব্যাংক (ইবিএল), দ্য সিটি, মিউচুয়াল ট্রাস্ট ব্যাংক (এমটিবি), ডাচ-বাংলা ব্যাংক ও বেঙ্গল কমার্শিয়াল ব্যাংক এই ধার দিয়েছে। এর মধ্যে সিটি ব্যাংক একাই দিয়েছে ৭০০ কোটি টাকা।

ধার নেওয়া দুর্বল ব্যাংকগুলোকে লিখিত ও মৌখিক নির্দেশনায় বলা হয়েছে, ব্যক্তি আমানতকারীরা টাকা পাওয়ার ক্ষেত্রে প্রাধান্য পাবেন। এই টাকা দিয়ে অন্য ব্যাংকের ধারের টাকা শোধ করা যাবে না। ব্যাংকের আগের বা বর্তমান পরিচালনা পর্ষদের কেউ জমানো টাকা তুলতে পারবেন না। নতুন করে কোনো ঋণ দেওয়া যাবে না। ডলার কেনায়ও এই টাকা খরচ করা যাবে না।

ফার্স্ট সিকিউরিটি ইসলামী ব্যাংক ৩০০ কোটি টাকা ধার পেয়েছে। এর মধ্যে সিটি ব্যাংক ২০০ কোটি টাকা এবং এমটিবি ও ডাচ-বাংলা ব্যাংক ৫০ কোটি টাকা করে দিয়েছে। সোশ্যাল ইসলামী ব্যাংককে সিটি ব্যাংক ৩০০ কোটি টাকা ও এমটিবি ৫০ কোটি টাকা দিয়েছে। গ্লোবাল ইসলামী ব্যাংককে ২৫ কোটি টাকা দিয়েছে ইস্টার্ন ব্যাংক। ন্যাশনাল ব্যাংক পেয়েছে ২৭০ কোটি টাকা। এর মধ্যে সিটি ব্যাংক ২০০ কোটি টাকা, এমটিবি ৫০ কোটি টাকা ও বেঙ্গল কমার্শিয়াল ব্যাংক ২০ কোটি টাকা দিয়েছে।

কেন্দ্রীয় ব্যাংকের কর্মকর্তারা জানান, দুর্বল ব্যাংকগুলোকে গ্যারান্টির বিপরীতে যে টাকা ধার নেওয়ার সুযোগ দেওয়া হবে তার ২৫ শতাংশ তারা প্রথম ধাপে পেয়েছে। এতে ঘুরে দাঁড়াতে না পারলে আর টাকা ধার দেওয়া হবে না। তখন কৌশল পরিবর্তন করা হবে।

অনিয়ম ও দুর্নীতির কারণে এসব ব্যাংকের পরিচালনা পর্ষদ ইতিমধ্যে পরিবর্তন করা হয়েছে। এর সব কটি ব্যাংক এস আলম গ্রুপের মালিকানাধীন ও নিয়ন্ত্রণে ছিল। গত ৫ আগস্ট আওয়ামী লীগ সরকারের পতনের পর তৎকালীন গভর্নর আবদুর রউফ তালুকদার আত্মগোপনে চলে যান। এরপর গভর্নর হিসেবে নিয়োগ পান অর্থনীতিবিদ আহসান এইচ মনসুর। তিনি যোগ দিয়েই ব্যাংক খাতের সংস্কারে মনোযোগ দেন।

যেসব ব্যাংক ও প্রতিষ্ঠান অনিয়ম-দুর্নীতির কারণে দুর্বল হয়েছে এবং কেন্দ্রীয় ব্যাংকের নিয়ন্ত্রণহীন ছিল, সেগুলোর নিয়ন্ত্রণ বদলে দেওয়া হয়। একে একে ১১টি ব্যাংক ও ১টি আর্থিক প্রতিষ্ঠানের পরিচালনা পর্ষদ ভেঙে দেন নতুন গভর্নর। ব্যাংকগুলো হলো ইসলামী, সোশ্যাল ইসলামী, ফার্স্ট সিকিউরিটি, ইউনিয়ন, গ্লোবাল ইসলামী, কমার্স, আল-আরাফাহ্, ন্যাশনাল, ইউসিবি, আইএফআইসি ও এক্সিম। আর্থিক প্রতিষ্ঠানটি হলো আভিভা ফাইন্যান্স। এর মধ্যে নয়টিরই নিয়ন্ত্রণ ছিল সাবেক সরকারের ঘনিষ্ঠ বলে বিবেচিত এস আলম গ্রুপের হাতে। গ্রুপটির বিরুদ্ধে এসব প্রতিষ্ঠান থেকে প্রায় দুই লাখ কোটি টাকা তুলে নেওয়ার অভিযোগ রয়েছে।

**মাটির ব্যাংক ও খেলনা** শারদীয় দুর্গাপূজা উপলক্ষে বিভিন্ন মণ্ডপের সামনে মেলা বসবে। সেই মেলায় বিক্রির জন্য মাটির ব্যাংক ও খেলনা তৈরি করছেন রেখা রানী পাল। গতকাল ফরিদপুর শহরের গুহলক্ষ্মীপুর পালপাড়া এলাকায়। ছবি : আলীমুজ্জামান

## বেক্সিমকোসহ ছয় শিল্পগোষ্ঠীর মালিকানা বদলে নিষেধাজ্ঞা

**কর ফাঁকি**

**বিশেষ প্রতিবেদক**, *ঢাকা*

দেশের শীর্ষস্থানীয় ছয়টি শিল্পগোষ্ঠীর বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের মালিকানা বদলে নিষেধাজ্ঞা দিয়েছে জাতীয় রাজস্ব বোর্ড (এনবিআর)। শিল্পগোষ্ঠীগুলো হলো বেক্সিমকো, বসুন্ধরা, ওরিয়ন, সামিট, এস আলম ও নাসা গ্রুপ। এ ছাড়া মুঠোফোনে আর্থিক সেবাদাতা প্রতিষ্ঠান থার্ড ওয়েভ টেকনোলজিস লিমিটেডের শেয়ার ক্রয়-বিক্রয় ও দান অবিলম্বে স্থগিত করতে বলা হয়েছে। এটি মূলত নগদ লিমিটেড নামে পরিচিত।

এনবিআরের কেন্দ্রীয় গোয়েন্দা সেল (সিআইসি) গত ২৯ সেপ্টেম্বর এক চিঠিতে যৌথ মূলধন কোম্পানি ও ফার্মসমূহের পরিদপ্তরকে এসব প্রতিষ্ঠানের মালিকানা বদলে নিষেধাজ্ঞা কার্যকর করার অনুরোধ জানিয়েছে। সিআইসির মহাপরিচালক আহসান হাবিব চিঠিটি দেন।

চিঠিতে বলা হয়েছে, আয়কর আইন ২০২৩-এর ২২৩ ধারার আলোকে এনবিআর কর ফাঁকি রোধে সম্পত্তির অন্তর্বর্তীকালীন অবরুদ্ধকরণ বা ক্রোকের ক্ষমতা রাখে। চলমান তদন্তে দেখা গেছে, উল্লিখিত কোম্পানিগুলোর বিরুদ্ধে কর ফাঁকির অভিযোগসহ আর্থিক অনিয়মের গুরুতর অভিযোগ আছে।

এর আগে ২২ আগস্ট দেশের পাঁচজন শীর্ষ ব্যবসায়ীর কর ফাঁকির বিশেষ তদন্ত শুরু করে সিআইসি। ওই পাঁচ ব্যবসায়ী হলেন বেক্সিমকো গ্রুপের কর্ণধার সালমান এফ রহমান, নাসা গ্রুপের চেয়ারম্যান নজরুল ইসলাম মজুমদার, সামিট গ্রুপের চেয়ারম্যান মুহাম্মদ আজিজ খান, বসুন্ধরা গ্রুপের চেয়ারম্যান আহমেদ আকবর সোবহান ও ওরিয়ন গ্রুপের চেয়ারম্যান ওবায়দুল করিম।

এর পাশাপাশি এস আলম গ্রুপের কর্ণধার সাইফুল আলম ও তাঁর পরিবারের সদস্যদের কর ফাঁকির বিষয়ে তদন্ত হচ্ছে।

## সিঙ্গাপুর থেকে দুই কার্গো এলএনজি কেনা হবে

**ক্রয়সংক্রান্ত উপদেষ্টা কমিটি**

অর্থ উপদেষ্টা সালেহউদ্দিন আহমেদ সাংবাদিকদের বলেন, ‘ব্যবসায়ের ক্ষেত্রে জ্বালানি নিয়ে যাতে সমস্যা না হয়, সেটি আমরা দেখছি।’

- এই এলএনজি আমদানিতে মোট ব্যয় হবে ১,২৮৯.৭৫ কোটি টাকা।
- চলতি মাসে ও নভেম্বরে ৫ কার্গো করে, ডিসেম্বরে চার কার্গো এলএনজি আমদানির পরিকল্পনা রয়েছে সরকারের।

**বিশেষ প্রতিনিধি**, *ঢাকা*

সিঙ্গাপুর থেকে দুই কার্গো তরলীকৃত প্রাকৃতিক গ্যাস (এলএনজি) আমদানি করা হচ্ছে। এক কার্গোতে থাকে ৩৩ লাখ ৬০ হাজার মিলিয়ন মেট্রিক ব্রিটিশ থার্মাল ইউনিট (এমএমবিটিইউ) এলএনজি। এক কার্গোর প্রতি এমএমবিটিইউ এলএনজির দাম পড়ছে ১৩ দশমিক ৫৭ মার্কিন ডলার। আরেক কার্গোতে প্রতি এমএমবিটিইউর দাম পড়বে ১৩ দশমিক ৭৭ মার্কিন ডলার।

জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগের প্রস্তাবের পরিপ্রেক্ষিতে এই এলএনজি সরবরাহের কাজ পেয়েছে সিঙ্গাপুরের গানভোর প্রাইভেট লিমিটেড। এতে মোট ব্যয় হবে ১ হাজার ২৮৯ কোটি ৭৫ লাখ টাকা।

অর্থ উপদেষ্টা সালেহউদ্দিন আহমেদের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত সরকারি ক্রয়সংক্রান্ত উপদেষ্টা কমিটির বৈঠকে গতকাল বুধবার এ সংক্রান্ত প্রস্তাব অনুমোদিত হয়। বৈঠক শেষে সালেহউদ্দিন আহমেদ সাংবাদিকদের বলেন, ‘এলএনজি আমদানির প্রস্তাব অনুমোদন দেওয়া হয়েছে। ব্যবসায়ের ক্ষেত্রে জ্বালানির যাতে সমস্যা না হয়, সেটি আমরা দেখছি।’

জানা গেছে, ‘পাবলিক প্রকিউরমেন্ট বিধিমালা, ২০০৮’ অনুসরণে মাস্টার সেল অ্যান্ড পারচেজ অ্যাগ্রিমেন্ট (এমএসপিএ) স্বাক্ষরকারী প্রতিষ্ঠান থেকে কোটেশন প্রক্রিয়ায় স্পট মার্কেট থেকে দুই কার্গো এলএনজি আমদানির অনুমোদন দেওয়া হয়।

এলএনজি আমদানির সংক্ষিপ্ত তালিকাভুক্ত ২৩টি প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে এমএসপিএ চুক্তি চূড়ান্ত করে বিগত আওয়ামী লীগ সরকার। অন্তর্বর্তী সরকার গত ৪ সেপ্টেম্বর সেগুলোই আবার নতুন করে অনুমোদন দেয়। দরপ্রস্তাব আহ্বান করা হলে এক কার্গোর জন্য চারটি এবং আরেক কার্গোর জন্য তিনটি প্রতিষ্ঠান দরপ্রস্তাব দাখিল করে। সব প্রক্রিয়া শেষে সর্বনিম্ন দরদাতা প্রতিষ্ঠান হয় গানভোর সিঙ্গাপুর প্রাইভেট লিমিটেড।

চলতি মাসে পাঁচ কার্গো, নভেম্বরে পাঁচ কার্গো ও ডিসেম্বরে চার কার্গো এলএনজি আমদানির পরিকল্পনা রয়েছে সরকারের। স্পট মার্কেট থেকে এলএনজি আমদানির জন্য আগ্রহী বিক্রেতা বা সরবরাহকারীদের তালিকা চেয়ে সরকার বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করে ২০১৭ সালের মাঝামাঝি সময়ে। মোট ২৯টি প্রতিষ্ঠান অংশ নেওয়ার পর ১৭টির সঙ্গে প্রথম দফায় এমএসপিএ অনুস্বাক্ষর করা হয়। আইনি পরীক্ষা-নিরীক্ষার (ভেটিং) পর অর্থনৈতিক বিষয়সংক্রান্ত মন্ত্রিসভা কমিটি পেট্রোবাংলার সঙ্গে এমএসপিএ স্বাক্ষর করার অনুমোদন দেয় ১৪টি প্রতিষ্ঠানকে। পরে প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা ২৩-এ উন্নীত হয়।

সিঙ্গাপুরভিত্তিক গানভোর ও ভিটল এশিয়া, জাপানের জেরা, যুক্তরাষ্ট্রের এক্সিলারেট এনার্জি, সুইজারল্যান্ডের টোটাল এনার্জি গ্যাস অ্যান্ড পাওয়ার থেকে আওয়ামী লীগ সরকারের আমলে বেশি এলএনজি আমদানি করা হয়েছে। ঘুষ দিয়ে কাজ পাওয়ার অভিযোগ প্রমাণিত হওয়ায় যুক্তরাষ্ট্রে ভিটল এশিয়া কালোতালিকাভুক্ত বলে জানা গেছে।

এদিকে চট্টগ্রামে অবস্থিত কর্ণফুলী ফার্টিলাইজার কোম্পানি (কাফকো) এবং মরক্কো ও সৌদি আরবের প্রতিষ্ঠান থেকে ১ লাখ ৩০ হাজার টন সার কেনার সিদ্ধান্ত নিয়েছে সরকার। এর মধ্যে ৬০ হাজার টন ইউরিয়া, ৩০ হাজার টন টিএসপি এবং ৪০ হাজার টন ডিএপি সার রয়েছে। এতে ব্যয় হবে ৬৭৩ কোটি ৭৪ লাখ টাকা

**করপোরেট সংবাদ**

### আকিজবশির গ্রুপের রোসা ব্র্যান্ড আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি পেল

স্যানিটারিওয়্যার ও বাথওয়্যার ব্র্যান্ড রোসা এবার টেক্নাওয়ার্ড ২০২৪-এ এশিয়ার সেরা স্যানিটারি পণ্য প্রস্তুতকারক হিসেবে স্বীকৃতি পেয়েছে। ইতালিভিত্তিক অ্যাসোসিয়েশন অব ইতালিয়ান ম্যানুফ্যাকচারার্স অব সিরামিক মেশিনারি অ্যান্ড ইকুইপমেন্ট (অ্যাচিম্যাক) এটি আয়োজন করে থাকে। আকিজবশির গ্রুপের ব্যবস্থাপনা পরিচালক শেখ বশির উদ্দিন তাঁর প্রতিষ্ঠানের পক্ষে সম্প্রতি ইতালির রিমিনিতে এই পুরস্কার গ্রহণ করেন। অনুষ্ঠানে আকিজবশির গ্রুপের চিফ অপারেটিং অফিসার মোহাম্মদ খোরশেদ আলমসহ অন্য কর্মকর্তারা উপস্থিত ছিলেন। **বিজ্ঞপ্তি**

### টাঙ্গাইলের আকুর-টাকুরপাড়ায় ভাইব্রেন্টের শোরুম চালু

টাঙ্গাইলের আকুর-টাকুরপাড়ায় সম্প্রতি লাইফস্টাইল ব্যান্ড ভাইব্রেন্টের মেগা আউটলেট উদ্বোধন করা হয়েছে। আউটলেটটির উদ্বোধন অনুষ্ঠানে প্রতিষ্ঠানের প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা রুহুল আমিন মোল্লা, যৌথ উদ্যোক্তা সৈয়দ জুবায়ের আবদুল্লাহ ও তাঁর মা সাদিয়া খানসহ ভাইব্রেন্ট এবং ই-এস বাংলা গ্রুপের উচ্চপদস্থ কর্মকর্তারা উপস্থিত ছিলেন। উদ্বোধন উপলক্ষে সাত দিন ২৫% মূল্যছাড় ও ভাইব্রেন্ট ভিআইপি ক্লাবের ফ্রি মেম্বারশিপ দেওয়া হচ্ছে। **বিজ্ঞপ্তি**

## শতবর্ষে পা রাখলেন কার্টার

যুক্তরাষ্ট্রের সাবেক প্রেসিডেন্ট জিমি কার্টার মঙ্গলবার শতবর্ষে পদার্পণ করেছেন। তাঁকে শুভেচ্ছা জানিয়েছেন প্রেসিডেন্ট জো বাইডেন। গার্ডিয়ান

## সংক্ষেপে

পাকিস্তান

### সফরে মালয়েশিয়ার প্রধানমন্ত্রী

পাকিস্তান সফর করছেন মালয়েশিয়ার প্রধানমন্ত্রী আনোয়ার ইব্রাহিম। তিন দিনের সফরে গতকাল বুধবার দেশটিতে তাঁর পৌঁছার কথা। রাষ্ট্রীয় গণমাধ্যম রেডিও পাকিস্তান এ তথ্য জানিয়েছে। এদিকে গতকাল সকালে পাকিস্তানে পৌঁছেছেন মালয়েশিয়ার পররাষ্ট্রমন্ত্রী মোহামেদ হাসান। তাঁকে ইসলামাবাদ বিমানবন্দরে স্বাগত জানান পাকিস্তানের অতিরিক্ত পররাষ্ট্রসচিব (এশিয়া প্যাসিফিক) ইমরান আহমেদ সিদ্দিকি। আনোয়ার ইব্রাহিম তাঁর এই সফরে পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী শাহবাজ শরিফের সঙ্গে বৈঠক করবেন। তাঁদের মধ্যে আঞ্চলিক ও বৈশ্বিক উন্নয়ন নিয়ে আলোচনা হবে। এ ছাড়া দুই দেশের সম্পর্ক আরও জোরদার করতে তাঁরা বাণিজ্য, যোগাযোগ, জ্বালানি, কৃষি, হালাল শিল্প, পর্যটন, সাংস্কৃতিক বিনিময় ও জনগণের সঙ্গে জনগণের যোগাযোগ বৃদ্ধির বিষয়ে কথা বলবেন।
**ডন**

কম্বোডিয়া

### পুরস্কারজয়ী সাংবাদিক গ্রেপ্তার

সামাজিক বিশৃঙ্খলা ছড়ানোর অভিযোগে কম্বোডিয়ার একজন পুরস্কারজয়ী সাংবাদিককে গ্রেপ্তার করেছে দেশটির পুলিশ। মেচ দারা নামের ওই সাংবাদিক দেশটিতে অনলাইনে মানব পাচার নিয়ে প্রতিবেদন করার জন্য পরিচিত। বিষয়টি নিয়ে সংবাদ প্রকাশের স্বীকৃতিস্বরূপ গত বছর যুক্তরাষ্ট্রের পররাষ্ট্রমন্ত্রী অ্যান্টনি ব্লিঙ্কেন তাঁকে হিরো অ্যাওয়ার্ডে ভূষিত করেন। কম্বোডিয়ান জার্নালিস্ট অ্যালায়েন্স অ্যাসোসিয়েশন এক বিবৃতিতে জানিয়েছে, গত সোমবার দেশটির উপকূলীয় এলাকা সিহানোকভিল থেকে গাড়ি থামিয়ে মেচ দারাকে গ্রেপ্তার করা হয়। ওই গাড়িতে তাঁর পরিবারও ছিল। পুলিশ মেচ দারাকে গ্রেপ্তারের বিষয়টি নিশ্চিত করেছে। নমপেন মিউনিসিপ্যাল কোর্টের মুখপাত্র ওয়াই রিন বলেন, সমাজে গুরুতর বিশৃঙ্খলা সৃষ্টিতে প্ররোচনা দেওয়ার অভিযোগে আদালত তাঁকে কারাগারে পাঠানোর নির্দেশ দিয়েছেন।
**এএফপি**, *নমপেন*

জিবুতি

### নৌকাডুবিতে মৃত্যু ৪৫

পূর্ব আফ্রিকার দেশ জিবুতিতে অভিবাসনপ্রত্যাশীদের বহনকারী দুটি নৌকাডুবির ঘটনায় অন্তত ৪৫ জন মারা গেছেন। নিখোঁজ রয়েছেন অনেকে। গত মঙ্গলবার জাতিসংঘের অভিবাসনবিষয়ক সংস্থা আন্তর্জাতিক অভিবাসন সংস্থা (আইওএম) এ তথ্য জানিয়েছে। আইওএম জানায়, নৌকা দুটি ৩১০ জন যাত্রী নিয়ে ইয়েমেন উপকূল থেকে যাত্রা শুরু করেছিল। তবে নৌকা দুটি কোন দিন যাত্রা করেছিল, তা জানা যায়নি। একপর্যায়ে নৌকা দুটি জিবুতি উপকূলে ডুবে যায়। লোহিত সাগরের এই নৌরাস্তা বেশ ঝুঁকিপূর্ণ। তা সত্ত্বেও আফ্রিকার বিভিন্ন দেশের অভিবাসনপ্রত্যাশীরা এই ঝুঁকিপূর্ণ নৌরাস্তা ব্যবহার করে। নৌকাডুবির খবর শুনে গত সোমবার সকালে জিবুতির কোস্টগার্ড ও ফরাসি নৌবাহিনী যৌথ উদ্ধার অভিযান শুরু করে। জিবুতির কোস্টগার্ডের তথ্যমতে, দেশটির খুর অ্যাঙ্গার অঞ্চলের নিকটবর্তী একটি সৈকতের ১৫০ মিটার দূরে নৌকাডুবির ঘটনা ঘটে। যৌথ অভিযানের তথ্যমতে, সর্বশেষ খবর পর্যন্ত ১১৫ জনকে জীবিত উদ্ধার করা সম্ভব হয়েছে। উদ্ধার অভিযান অব্যাহত রয়েছে।
**এএফপি**, *নাইরোবি*

ইসরায়েলের বিমান হামলার পর ধোঁয়ার কুণ্ডলীতে ছেয়ে গেছে চারপাশ। গতকাল লেবাননের দক্ষিণাঞ্চলের খিয়ামে। ছবি : এএফপি

# সংযত হওয়ার আহ্বান ইরান-ইসরায়েলকে

মধ্যপ্রাচ্যে সংঘাত

ইসরায়েল বলেছে, তেহরানকে 'কঠিন পরিণতি' ভোগ করতে হবে। 'ধ্বংসাত্মক পাল্টা হামলার' হুমকি ইরানের।

> সম্পূর্ণ যুদ্ধবিরতির আহ্বান জাতিসংঘ মহাসচিব আন্তোনিও গুতেরেসের।

> ইসরায়েলকে 'সক্রিয়ভাবে' সহায়তা দিয়ে যাওয়ার ঘোষণা যুক্তরাষ্ট্রের।

**এএফপি**, *প্যারিস*

ইসরায়েলে ইরানের ক্ষেপণাস্ত্র হামলার পর উভয় পক্ষকে সংযত থাকার আহ্বান জানিয়েছে আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়। ইরানের হামলার জবাব দেওয়ার ঘোষণা দিয়ে ইসরায়েল বলেছে, তেহরানকে এ জন্য 'কঠিন পরিণতি' ভোগ করতে হবে। অন্যদিকে হামলা হলে আরও 'ধ্বংসাত্মক পাল্টা হামলার' হুমকি দিয়েছে ইরান। এতে মধ্যপ্রাচ্যে আঞ্চলিক যুদ্ধ ছড়িয়ে পড়ার শঙ্কা দেখা দিয়েছে।

ইরান-সমর্থিত বিভিন্ন সশস্ত্র গোষ্ঠীর নেতাকে হত্যার জবাবে গত মঙ্গলবার ইসরায়েলে ক্ষেপণাস্ত্র হামলা চালানো হয়েছিল বলে জানায় তেহরান। এমন সময় এ হামলা চালানো হয়েছে, যখন লেবাননে স্থল হামলা শুরু করেছে ইসরায়েল।

**যুদ্ধবিরতির আহ্বান জাতিসংঘের**

ইরানের ক্ষেপণাস্ত্র হামলার পর 'মধ্যপ্রাচ্যে বিস্তৃত পরিসরে ছড়িয়ে পড়া সংঘাতের' নিন্দা জানিয়েছেন জাতিসংঘ মহাসচিব আন্তোনিও গুতেরেস।

ফিলিস্তিনের গাজায় হামাসের সঙ্গে চলমান যুদ্ধের মধ্যেই লেবাননের হিজবুল্লাহর সঙ্গে সংঘাতের পরিসর বাড়িয়েছে ইসরায়েল। এ অঞ্চলে 'উসকানির পর উসকানি' দেওয়ার নিন্দা জানিয়েছেন গুতেরেস। তিনি বলেন, 'অবশ্যই এটা বন্ধ করতে হবে। আমাদের সম্পূর্ণভাবে যুদ্ধবিরতি প্রয়োজন।'

**ইসরায়েলের পাশে যুক্তরাষ্ট্র**

বিবিসির প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, ইরান যখন ইসরায়েলের ভূখণ্ডে একের পর এক ক্ষেপণাস্ত্র ছুড়ছিল, তখন ডজনখানেক ক্ষেপণাস্ত্র ধ্বংস করেছে যুক্তরাষ্ট্র। পেন্টাগনের পক্ষ থেকে এ তথ্য জানানো হয়েছে।

যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট জো বাইডেন বলেছেন, ইসরায়েলের প্রতিরক্ষা নিশ্চিত করতে 'সক্রিয়ভাবে' সহায়তা দিয়ে যাবে ওয়াশিংটন।

এর আগে হোয়াইট হাউসের জাতীয় নিরাপত্তাবিষয়ক মুখপাত্র জ্যাক সুলিভান বলেন, ইরানের হামলা সংঘাত ছড়িয়ে পড়ার বড় ঘটনা। এ ছাড়া যুক্তরাষ্ট্রের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের মুখপাত্র ম্যাথু মিলার বলেছেন, এ অঞ্চলে (মধ্যপ্রাচ্য) উত্তেজনা কমাতে প্রতিরোধ ও কূটনীতি—উভয় কৌশল ব্যবহারের চেষ্টা চলছে।

**তীব্র নিন্দা যুক্তরাজ্য-ফ্রান্সের**

ইসরায়েলে ইরানের ক্ষেপণাস্ত্র হামলার তীব্র নিন্দা জানিয়েছেন যুক্তরাজ্য ও ফ্রান্স। ইসরায়েলের প্রধানমন্ত্রী বেনিয়ামিন নেতানিয়াহুর সঙ্গে ফোনালাপে যুক্তরাজ্যের প্রধানমন্ত্রী কিয়ার স্টারমার ইসরায়েলের নিরাপত্তা ও বেসামরিক নাগরিকদের সুরক্ষায় তাঁদের দৃঢ় অঙ্গীকারের কথা জানান।

ইরানের হামলার তীব্র নিন্দা জানিয়ে ফ্রান্সের প্রেসিডেন্ট এমানুয়েল মাখোঁ বলেছেন, তেহরানকে মোকাবিলায় মধ্যপ্রাচ্যে সামরিক সরঞ্জাম ও সেনা মোতায়েন করেছে ফ্রান্স। একই সঙ্গে হিজবুল্লাহকে ইসরায়েলের বিরুদ্ধে তাদের সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ড বন্ধ আর ইসরায়েলকে লেবাননে তাদের সামরিক অভিযান বন্ধেরও আহ্বান জানিয়েছেন তিনি।

**সংযত হওয়ার আহ্বান স্পেন ও জাপানের**

মধ্যপ্রাচ্যে সংঘাতের চক্র বন্ধে ইরান ও ইসরায়েলকে সংযত হওয়ার আহ্বান জানিয়েছে স্পেন ও জাপান। স্পেনের প্রধানমন্ত্রী পেদ্রো সানচেজ ইরানের হামলার নিন্দা জানান এবং মধ্যপ্রাচ্যকে ধ্বংস করা সহিংসতার এই চক্র বন্ধের আহ্বান জানান।

ইরানের ক্ষেপণাস্ত্র হামলার তীব্র নিন্দা জানিয়েছেন জাপানের প্রধানমন্ত্রী শিগেরু ইশিবা।

এ ছাড়া ইরানের হামলার নিন্দা জানিয়ে জার্মানির পররাষ্ট্রমন্ত্রী আনালেনা বায়েরবক বলেছেন, ইরানকে এখনই হামলা বন্ধ করতে হবে। এটি এ অঞ্চলকে অতল গহ্বরে ঠেলে দিচ্ছে।

## আবারও অনাস্থা ভোটে টিকে গেলেন ট্রুডো

**এএফপি**, *অটোয়া*

জাস্টিন ট্রুডো

এক সপ্তাহের ব্যবধানে আরও একবার পার্লামেন্টে অনাস্থা ভোটে টিকে গেলেন কানাডার প্রধানমন্ত্রী জাস্টিন ট্রুডো। স্থানীয় সময় গত মঙ্গলবার রক্ষণশীল প্রধান বিরোধী দলের আনা অনাস্থা ভোটে ২০৭-১২১ ভোটে উতরে যায় ধুঁকতে থাকা ট্রুডোর উদারপন্থী সরকার।

নতুন নির্বাচনের জন্য মুখিয়ে থাকা বিরোধী দল এর আগে ট্রুডোর বিরুদ্ধে গত ২৫ সেপ্টেম্বর পার্লামেন্টে অনাস্থা প্রস্তাব এনেছিল। ওই দিন ২১১-১২০ ভোটে টিকে যায় ট্রুডোর সংখ্যালঘু সরকার।

বামপন্থী নিউ ডেমোক্রেটিক পার্টি (এনডিপি) গত মাসে ট্রুডোর কোয়ালিশন সরকার থেকে সরে গেলে সংখ্যালঘু সরকারে পরিণত হয় ট্রুডোর সরকার। জনমত জরিপে ২০ পয়েন্ট এগিয়ে থাকা বিরোধী দল এরপর থেকে আগাম নির্বাচনের চেষ্টায় ট্রুডোর সরকারকে ফেলে দেওয়ার চেষ্টা করছে।

অবশ্য অনাস্থা ভোটে সরকার ফেলে দিতে এনডিপিসহ অন্য বিরোধী দলগুলোর যে সমর্থন প্রয়োজন, সেটা পেতে ব্যর্থ হয়েছে রক্ষণশীলেরা। অনাস্থা ভোটে বিরোধী দলের রক্ষণশীল এজেন্ডার বিরুদ্ধে অবস্থান নেয় এ দলগুলো।

ট্রুডোর সরকারের বিরুদ্ধে বিরোধী দলের অভিযোগ, উদারপন্থীরা জীবনযাত্রার খরচ, আবাসন সমস্যা এবং অপরাধের সংখ্যা কমাতে পারেনি। এই সময়ের মধ্যে জাতীয় ঋণের পরিমাণও দ্বিগুণ হয়েছে।

ট্রুডো ২০১৫ সালে ক্ষমতায় আসেন। এরপর ২০১৯ ও ২০২১ সালের নির্বাচনেও জয় ধরে রাখেন তিনি। দেশটিতে নির্বাচনের এখনো বেশ কিছুদিন বাকি। তবে ট্রুডোর সরকারকে সরিয়ে আগাম নির্বাচন আদায়ের চেষ্টা চালিয়ে যাওয়ার অঙ্গীকার করেছেন বিরোধীদলীয় নেতা পিয়েরে পোইলিভরে।

কানাডায় নির্বাচন হতে এখনো অনেক দিন বাকি। কিন্তু বিরোধী নেতা পিয়েরে পোইলিভরে এর আগেই নির্বাচন করাতে চাইছেন। কারণ, এই মুহূর্তে ট্রুডো সরকারের অবস্থা বেশ টলোমলো।

# পরস্পরবিরোধী বক্তব্য এলেও ব্যক্তিগত আক্রমণ ছিল না

ওয়ালজ ও ভ্যান্সের বিতর্ক

নিউইয়র্কের সিবিএস ব্রডকাস্টিং সেন্টারে অনুষ্ঠিত বিতর্কে তাঁরা মধ্যপ্রাচ্য সংকট, অভিবাসন, গর্ভপাত ও অর্থনীতি নিয়ে মতামত তুলে ধরেন।

**রয়টার্স**, *নিউইয়র্ক*

সিবিএস আয়োজিত বিতর্কে দুই ভাইস প্রেসিডেন্ট প্রার্থী টিম ওয়ালজ (ডানে) ও জে ডি ভ্যান্স। গত মঙ্গলবার নিউইয়র্কে। ছবি : রয়টার্স

যুক্তরাষ্ট্রের নির্বাচনে দুই ভাইস প্রেসিডেন্ট প্রার্থী ডেমোক্রেটিক পার্টির টিম ওয়ালজ ও রিপাবলিকান পার্টির প্রার্থী জে ডি ভ্যান্স স্থানীয় সময় গত মঙ্গলবার নিউইয়র্কের সিবিএস ব্রডকাস্টিং সেন্টারে বিতর্কে মুখোমুখি হন। বিতর্কে তাঁরা মধ্যপ্রাচ্য সংকট, অভিবাসন, কর, গর্ভপাত, জলবায়ু পরিবর্তন ও অর্থনীতির মতো গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে নিজেদের মতামত তুলে ধরেন। এসব ইস্যুতে দুই প্রার্থী পরস্পরবিরোধী বক্তব্য দিলেও খুব বেশি ব্যক্তিগত আক্রমণ করেননি।

পরস্পরকে কুৎসিত ভাষায় আক্রমণ নয়; বরং অনেকটা সুশীলভাবে নিজ দলের রাজনৈতিক পরিকল্পনা নিয়ে গঠনমূলক বিতর্ক করেছেন ডেমোক্রেটিক পার্টির ভাইস প্রেসিডেন্ট প্রার্থী টিম ওয়ালজ ও রিপাবলিকান ভাইস প্রেসিডেন্ট প্রার্থী জে ডি ভ্যান্স।

এবারের মার্কিন প্রেসিডেন্ট নির্বাচনের প্রচারে রিপাবলিকান প্রার্থী ডোনাল্ড ট্রাম্প ও তাঁর প্রতিদ্বন্দ্বী ডেমোক্রেটিক পার্টির কমলা হ্যারিস তীব্র কথার লড়াই চালিয়ে যাচ্ছেন। পরস্পরকে 'কটু' ভাষায় আক্রমণও করছেন। গত মাসে নিজেদের একমাত্র টেলিভিশন বিতর্কেও তাঁরা কুৎসিত ভাষায় পরস্পরকে আক্রমণ করেন। এমনকি এরই মধ্যে ট্রাম্পকে দুবার গুপ্তহত্যার চেষ্টার ঘটনাও ঘটেছে।

আল-জাজিরার প্রতিবেদনে বলা হয়, বিতর্কে রিপাবলিকান প্রার্থী জেডি ভ্যান্স প্রশ্ন ছুড়ে দেন, কমলা হ্যারিস কেন প্রেসিডেন্ট জো বাইডেনের প্রশাসনে ভাইস প্রেসিডেন্ট হিসেবে মুদ্রাস্ফীতি, অভিবাসন ও অর্থনীতির দিকে নজর দেননি। অপরদিকে ওয়ালজ ডোনাল্ড ট্রাম্পকে 'অস্থিতিশীল নেতা' বলে উল্লেখ করে বলেন, তিনি কোটিপতিদেরই কেবল অগ্রাধিকার দিয়েছেন এবং ক্ষমতায় থাকাকালে অভিবাসন ইস্যুতে তেমন কিছু করতে পারেননি।

ওয়ালজ বলেন, 'আমরা অধিকাংশ মার্কিন নাগরিকই বিষয়টির সমাধান করতে চাই। এটি করার জন্য ডোনাল্ড ট্রাম্পের কাছে চার বছর সময় ছিল এবং তিনি আপনাদের, আমেরিকানদের কাছে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন, বিষয়টা কতখানি সহজ হবে।'

নির্বাচন নিয়ে জনমত জরিপগুলোতেও উত্তেজনার রেশ পাওয়া যাচ্ছে। আভাস পাওয়া যাচ্ছে হাড্ডাহাড্ডি লড়াইয়ের। ফলে এবারের শেষ টেলিভিশন বিতর্কে ওয়ালজ ও ভ্যান্স একে অপরকে বাক্যবাণে জর্জরিত করবেন, এমনটাই ধারণা করা হচ্ছিল।

কিন্তু ওয়ালজ ও ভ্যান্স সে পথে হাঁটেননি। তাঁদের সবচেয়ে উত্তেজিত হয়ে বাক্য বিনিময় করতে দেখা গেছে বিতর্কের একেবারে শেষ পর্যায়ে। যখন ওয়ালজ বলেন, 'তিনি (ট্রাম্প) এখনো বলেন যে তিনি ২০২০ সালের নির্বাচনে হারেননি। তিনি কি ২০২০ সালের নির্বাচনে হেরেছিলেন?' এ প্রশ্ন করেই ভ্যান্সের দিকে ঘুরে তাকান ওয়ালজ। এর আগে ওয়ালজ প্রশ্ন করেছিলেন, 'যদি এবারও ট্রাম্প হেরে যান, তবে তিনি (ভ্যান্স) নির্বাচনের ফলাফল নিয়ে প্রশ্ন তুলবেন কি না?'

ভ্যান্স দুবারই সতর্কতার সঙ্গে প্রশ্ন এড়িয়ে যান। তিনি বরং কমলা হ্যারিসের সমালোচনা শুরু করেন। তখন ওয়ালজ বলে ওঠেন, 'ওটা প্রশ্নের উত্তর হলো না।' আগামী ৫ নভেম্বর যুক্তরাষ্ট্রে প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে ভোট গ্রহণ অনুষ্ঠিত হবে।

# কৌশলগত ভুহলেদার শহর নিয়ন্ত্রণে নিয়েছে রাশিয়া

রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধ

**আল-জাজিরা**

ইউক্রেনের আরেকটি শহর দখলে নিয়েছে রাশিয়া। গতকাল বুধবার রাশিয়ার পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, ইউক্রেনের পূর্বাঞ্চলীয় শহর ভুহলেদারের রুশ বাহিনী পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করেছে।

ভুহলেদারের নিয়ন্ত্রণ হারানোর বিষয়টি স্বীকার করেছে ইউক্রেনও। গতকাল দেশটির সামরিক বাহিনীর এক বিবৃতিতে জানানো হয়, ভুহলেদার শহর থেকে ইউক্রেনীয় সেনাদের প্রত্যাহার করে নেওয়া হচ্ছে। কিয়েভ জানিয়েছে, ইউক্রেনীয় বাহিনীর সদস্য ও সামরিক সরঞ্জামের সুরক্ষার কথা ভেবেই সেনাদের শহরটি ছেড়ে চলে আসার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

ইউক্রেনের সামরিক বাহিনী বার্তা আদান-প্রদানের মাধ্যম টেলিগ্রামে দেওয়া এক বিবৃতিতে জানিয়েছে, শত্রুপক্ষের তৎপরতার কারণে শহরটি ঘিরে ফেলার মতো একটি পরিস্থিতি তৈরি হলে সেনাদের প্রত্যাহার করে নেওয়া হয়।

গত মঙ্গলবার দোনেৎস্কের গভর্নর বলেছিলেন, রাশিয়ার সেনারা ভুহলেদারের কাছাকাছি চলে এসেছেন। এর এক দিন পরই শহরটি থেকে সেনা প্রত্যাহার করে নেওয়ার ঘোষণা দিল ইউক্রেনীয় বাহিনী।

ইউক্রেনের শিল্পসমৃদ্ধ দোনেৎস্ক অঞ্চলের একটি শহর ভুহলেদার। ২০২২ সালে ইউক্রেনের যে চারটি অঞ্চলকে রাশিয়া নিজেদের ভূখণ্ড হিসেবে অধিগ্রহণের ঘোষণা দেয়, তার একটি দোনেৎস্ক। কৌশলগতভাবে গুরুত্বপূর্ণ এ শহরের দখল নিতে সাম্প্রতিক সময়ে হামলা জোরদার করেছিল রুশ বাহিনী।

২০২২ সালের ফেব্রুয়ারিতে ইউক্রেনের সামরিক আগ্রাসন চালায় রাশিয়া। এর পর থেকে একাধিকবার রুশ বাহিনী ভুহলেদারের নিয়ন্ত্রণ নেওয়ার চেষ্টা চালিয়েছে। তবে ইউক্রেনীয় বাহিনীর প্রবল প্রতিরোধের মুখে এত দিন শহরটির দখলে নিতে পারেনি।

যুদ্ধে উভয় পক্ষের জন্য অস্ত্র ও গোলাবারুদ সরবরাহের একটি কেন্দ্র হয়ে উঠেছিল ভুহলেদার।

ভারত

## পুলিশ পাহারায় রাজঘাটে 'র‍্যাঞ্চো', ভাঙবেন অনশন

**প্রতিনিধি**, *নয়াদিল্লি*

সোনম ওয়াংচুক

শেষ পর্যন্ত আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন পরিবেশবিদ ও শিক্ষাবিদ সোনম ওয়াংচুক এবং লাদাখি আন্দোলনকারীদের দাবি মানতে বাধ্য হয়েছে ভারতের দিল্লি পুলিশ। গতকাল বুধবার ভারতীয় সময় রাত ১০টায় পুলিশ পাহারায় তাঁদের থানা থেকে নিয়ে যাওয়া হয় রাজঘাটে, মহাত্মা গান্ধীর সমাধিস্থলে। সেখানে প্রার্থনা সেরে তাঁরা অনশন ভাঙবেন বলে পুলিশকে জানান।

লাদাখকে পূর্ণ রাজ্যের মর্যাদা দান, সংবিধানের ষষ্ঠ তফসিলভুক্ত করা ও ভঙ্গুর লাদাখের পরিবেশ রক্ষার দাবিতে ওয়াংচুক আন্দোলন করছেন অনেক দিন ধরে। গোটা লাদাখ সেই আন্দোলনের সঙ্গী। কেন্দ্রীয় সরকারের সঙ্গে আলোচনা ফলপ্রসূ না হওয়ায় তাঁরা রাজধানী লেহ থেকে দিল্লি পর্যন্ত পদযাত্রা শুরু করেন গত মাসের ১ তারিখে। গত সোমবার রাতে তাঁরা কয়েকটি বাসে চেপে দিল্লির সিংঘু সীমান্তে এলে হরিয়ানা ও দিল্লির পুলিশ তাঁদের আটকায়। পদযাত্রীদের তিনটি থানায় নিয়ে যাওয়া হয়। এক মাস ধরে যাত্রা চলাকালে তাঁরা সর্বত্র মানুষকে পরিবেশ রক্ষার প্রয়োজনীয়তা ও গুরুত্ব বুঝিয়ে এসেছেন।

গত মঙ্গলবার ভোরে দিল্লি সীমান্তে তাঁদের আটক করে থানায় নিয়ে যাওয়ার খবর ছড়িয়ে পড়তেই কেন্দ্রশাসিত লাদাখের লেহ ও কারগিলের বিভিন্ন এলাকায় বিক্ষোভ শুরু হয়। স্বতঃস্ফূর্তভাবে শুরু হয় বন্‌ধ। এর ফলে ভারত নিয়ন্ত্রিত জম্মু ও কাশ্মীরের লাদাখ পুরোপুরি স্তব্ধ হয়ে যায়। গতকালও বিক্ষোভ ও বন্‌ধে লাদাখের জনজীবন ব্যাহত হয়।

আটক হওয়ার আগে ওয়াংচুক সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে জানান, তাঁরা চেয়েছিলেন রাজঘাটে গান্ধীজির সমাধিতে প্রার্থনা জানিয়ে সরকারের কাছে দাবিদাওয়া পেশ করবেন। আগাগোড়া তাঁদের এই আন্দোলন শান্তিপূর্ণ ও গণতান্ত্রিক। কিন্তু দিল্লি ও হরিয়ানার পুলিশ প্রথমে তা করতে দিল না।

সোনম ওয়াংচুকের জীবন নিয়েই তৈরি হয়েছিল *থ্রি ইডিয়টস* সিনেমা। ওয়াংচুকের ভূমিকা পর্দায় ফুটিয়ে তুলেছিলেন অভিনেতা আমির খান। সিনেমায় তাঁর চরিত্রের নাম ছিল 'ফুংসুখ ওয়াংড়ু' বা 'র‍্যাঞ্চো'।

অলংকরণ : এস এম রাকিবুর রহমান

# কাছে আসার সত্যিকার সাহসী গল্প

**কাসাফাদ্দৌজা নোমান**

জি না, কোনো টুথপেস্টের বিজ্ঞাপনে নয়। কাছে আসার সত্যিকার সাহসী গল্প প্রতিদিন রচিত হচ্ছে মেট্রোরেলে—উত্তরা থেকে মতিঝিল পর্যন্ত। বিশেষ করে অফিস টাইম এবং অফিস থেকে ফেরত আসার সময়ে। প্রথম যেদিন সাহসী গল্পের চরিত্র হয়ে উঠলাম, মিরপুর ১১ নম্বর আসতেই আশপাশের প্রচণ্ড চাপে পড়ে আমি আর আরেক আঙ্কেল মোটামুটি মুখোমুখি অবস্থান নিলাম। চাপ বাড়ছে, আমরা এগিয়ে যাচ্ছি পরস্পরের দিকে। সংঘর্ষের আশঙ্কা এড়াতে আঙ্কেল তার ব্যাগটা পেছন থেকে সামনে আনার চেষ্টা করলেন। ভিড় গলে ব্যাগ সামনে আনতেও তিনি ব্যর্থ। ব্যাগটা যতটুকু পারা যায় টেনে দিলেন। তাতেও খুব একটা লাভ হলো না।

ইতিমধ্যে তার পেট আর আমার পেট একদম মুখোমুখি। দুজনেরই সামান্য ভুঁড়ি থাকায় রক্ষা। নইলে একদম নাকে-নাক, গালে-গাল লেগে যেত। অবস্থা বেগতিক দেখে দুজনই উল্টো দিকে ঘুরে দাঁড়ালাম। তাতেও কোনো লাভ হলো না। এবার অন্য আরেকজনের ভুঁড়ির সঙ্গে ঠোকাঠুকি হয়ে গেল।

কাছে আসার সাহসী গল্পে আরেক কেলেঙ্কারি আছে। একদিন তীব্র চাপে আমি কোনোমতে খুঁজে কাছাকাছি একটা হাতলে হাত রাখলাম। কিন্তু হাত রেখেই বুঝলাম, সেখানে আগে থেকে আরেকটি হাত রাখা ছিল। আর কে না জানে, দুটি মানুষের দুটি হাত যদি মেট্রোর একই হাতলে রাখা হয়, এর চেয়ে মর্মান্তিক দৃশ্য আর হতে পারে না।

এই কাছে আসার সত্যিকার সাহসী গল্পের প্রধান সমস্যা হলো মোবাইল। আপনি ফেসবুক চালান কিংবা ইউটিউব অথবা ম্যাসেঞ্জারে চ্যাটিং—পুরো বিষয়টা সবার কাছে উন্মুক্ত। সেদিন আমি ফেসবুক স্ক্রল করছিলাম। দেখলাম, আমার ঘাড়ের ওপর থেকে একজন স্ক্রিনের দিকে তাকিয়ে আছেন। জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে তার দিকে তাকাতেই বললেন, 'আমার মোবাইলে চার্জ নাই তো, তাই আপনার ফেসবুক দেখতেছি। আন্দোলনের পর থেইকা তো সবার ফেসবুক হোমপেজ একই!' এই বলে সে একটা ত্যালত্যালে হাসি দিল। মেজাজটাই খারাপ হয়ে গেল। বললাম, 'সবার ফেসবুক এক না!'

এই বলে আমার লিস্টের তিনজন অনিন্দ্যসুন্দরীর ছবি দেখিয়ে মনে মনে কলার উঁচু করে বললাম, 'বললেন সবার ফেসবুক এক। এই তিন সুন্দরী আপনার লিস্টে আছে? বলেন, আছে?'

তিনি কপাল কুঁচকে বললেন, 'থাকবে না কেন? তবে মনটা খারাপ লাগে।'

'কেন?'

তিনজনের মধ্যে একজনকে দেখিয়ে বললেন, 'উনি গত মাসে জার্মানি চলে গেছে। উনার বাসা থেকে চেরি ব্লোসম গাছ দেখা যায়।'

মেজাজ আরও খারাপ করে বললাম, 'আপনিই তাহলে সেই লোক, যাকে সব মেয়ের ফ্রেন্ডলিস্টে মিউচুয়াল দেখায়?'

লোকটা এবার খানিক রাগ করলেন, 'থাক ভাই, লাগবে না। দেখার জন্য ফেসবুক কি আর নাই নাকি ট্রেনে!' এই বলে আমার মোবাইল থেকে চোখ সরিয়ে পাশের মোবাইলের দিকে তাকালেন। সবচেয়ে কষ্টের ব্যাপার হলো মেট্রোরেলে সিনেমা বা ভিডিও দেখা। মাঝেমধ্যে মনে হয় সিনেমা হলে বসে রিলস দেখছি, কারণ সিঙ্গেল স্ক্রিন হলেও দর্শক অনেক। এমনকি মাঝেমধ্যে পাশ থেকে কেউ না কেউ বলে, 'ভাই, ব্রাইটনেসটা একটু বাড়ায়ে দেন না। পেছন থেকে দেখা যায় না!'

সেদিন দেখলাম দুজন অপরিচিত আমার সামনেই পরিচিত হয়ে গেলেন একজনের মোবাইলে রিল দেখতে গিয়ে।

মোবাইলেরও আগে মেট্রোরেলের প্রধান দুশ্চিন্তার বিষয় হচ্ছে ব্যাগ। একেকজনের ব্যাগের সাইজ একেকরকম। এই ব্যাগ নিয়েই আবার যাত্রীদের মধ্যে ঝগড়া লাগে। সেদিন মেট্রোতে উঠেছি একটু বড় ব্যাগ নিয়ে। অফিস শেষে বাড়ি চলে যাওয়ার প্ল্যান। ভিড়ের মধ্যে অল্প বয়সী একটা ছেলে নির্মলেন্দু গুণের মতো আমাকে বলল, 'আপনার ব্যাগটা এত বড় কেন?'

এর মধ্যেও আশার ব্যাপার হচ্ছে, কেউ কেউ ল্যাপটপ খুলে নাকি মেট্রোতেই অফিস করেন! এটা আমি শুনেছি এবং অবাক হয়েছি। এই ভেবে নয় যে তাঁরা ল্যাপটপ খুলে অফিস করেন। বরং তাঁরা ব্যাগ থেকে ল্যাপটপ কীভাবে বের করেন, সেটা ভেবে। সেদিন তো আমি ব্যাগ থেকে পানির বোতল বের করতে গিয়ে পাশের জনের ব্যাগের চেইন খুলে ফেলেছিলাম। তিনি শুধু গম্ভীর হয়ে বলেছেন, 'ওটা আমার ব্যাগ!'

• কুইজ

অমর বাণীটি দিয়েছিলেন সাবেক সড়ক পরিবহন ও সেতুমন্ত্রী ওবায়দুল কাদের—'মাসুদ, তুমি কি কোনো দিনও ভালো হবে না?' সেই থেকে তাঁর 'ভক্তদের' কণ্ঠে ঘুরেফিরে আসে এই কবিতাখানি। কবিতায় ব্যবহৃত 'মাসুদ' শব্দটি এখন আর কোনো নাম নয়, রীতিমতো উপাধি হয়ে উঠেছে। ইদানীং লক্ষ করা যাচ্ছে, অনেকের মধ্যেই 'ভালো হতে না চাওয়ার' প্রবণতা আছে। আপনার মধ্যেও কি লুকিয়ে আছে 'মাসুদ' হয়ে ওঠার সুপ্ত গুণাবলি? যাচাই করুন এই কুইজের মাধ্যমে।

# আপনি কতটা মাসুদ

(বি.দ্র : যাঁদের নাম সত্যি সত্যিই মাসুদ, এই কুইজ তাঁদের জন্য নয়।)

**১. 'পরিবর্তন' শব্দটি সম্পর্কে আপনার মতামত কী?**
ক. পৃথিবীর সবকিছুই পরিবর্তনশীল, আমি ছাড়া। (৪)
খ. পরিবর্তন খুবই ভালো, যদি লাভ আমার হয়। (৩)
গ. এত দিনে পরিবর্তন চাইতে আসছেন! ১৫ বছর কোথায় ছিলেন! (২)
ঘ. পরিবর্তন তো হবেই, না চাইলেও। কী আর করা। মেনে তো নিতেই হবে। (১)

**২. ঘুষ হিসেবে কী আপনার পছন্দ?**
ক. আহা...ছি ছি, কী বলেন! টাকাপয়সা লাগবে না। জায়গাজমি, ফ্ল্যাট হলে আলাদা কথা। (৪)
খ. ঘুষ নিই না। উপহার নিই। (৩)
গ. আমি ঘুষ খাই না। কিন্তু দুইটা অমূল্য জিনিস দিলে 'না' করতে পারি না। ইলিশ মাছ, আর মুরগির ডিম। (২)
ঘ. ওপরের কোনোটিই নয়। (১)

**৩. উপহার হিসেবে কী নিতে পছন্দ করবেন?**
ক. ১৫ লাখ টাকার ছাগল। (৪)
খ. ৫৯৫৭ টাকার বালিশ। (৩)
গ. খাম (ভেতরে এমন কিছু থাকতে হবে, যার মধ্যে সংসদ ভবনের ছবি আছে। একটা বান্ডিল হলেই চলবে।) (২)
ঘ. খুশি হয়ে যা দেবেন। (১)

**৪. 'চা-নাশতার খরচ' বলতে আপনি কী বোঝেন?**
ক. ওসব ব্যাকডেটেড আলাপে আমি নাই ভাই। টাকা চাইতে অত শরম কিসের! (৪)
খ. এক কথা ঘুরায়-প্যাঁচায়ে জিগান ক্যান। ওপরের প্রশ্নের 'গ' অপশন দেখেন। (৩)
গ. ছেলের স্কুলের বেতন। (২)
ঘ. কিছুই বুঝি না ভাই। (১)

**৫. কোনো কাজ সহজে কীভাবে করা যায়?**
ক. ঘুষ দিয়ে (৪) খ. হুমকি দিয়ে (৩)
গ. ঝাড়ি দিয়ে (২) ঘ. বুদ্ধি দিয়ে (১)

**ফলাফল**

**আসল মাসুদ :** আপনার নম্বর যদি ১৫-২০-এর মধ্যে হয়, আপনিই আসল মাসুদ। অভিনন্দন স্যার।

**মাঝারি মাসুদ :** নম্বর যদি ১২-১৪ হয়, আপনি আপাতত সহকারী মাসুদ, সহযোগী মাসুদ, অতিরিক্ত মাসুদ বা উপমাসুদ পদ নিয়ে খুশি থাকতে পারেন। পুরো মাসুদ হতে হলে আপনাকে আরও পরিশ্রম করতে হবে।

**কচি মাসুদ :** নম্বর ৯-১১ হলে আপনার মধ্যে মাসুদ হয়ে ওঠার সম্ভাবনা আছে। এই প্রতিভা বিনষ্ট করবেন না। চেষ্টা চালিয়ে যান।

**অ-মাসুদ :** মাত্র ৪-৮ নম্বর পেয়েছেন! ধুর, আপনাকে দিয়ে হবে না। আপনি লাইনের বাইরে দাঁড়ান।

• **ছবির ধাঁধা ৬১**

প্রিয়  নুল

তোর যন্ত্রণায় তো আজকাল ফেসবুকে টেকাই যাচ্ছে না। সবার সঙ্গেই তোর ক্যা  ! যখন সবাই মিলে বাজে ইন্টার  সার্ভিসের প্রতিবাদ করলাম, তখন তো তুই ঠিকঠা  ছিলি। এখন তোর এই পরিবর্তনের উৎস কী? আমি ঠিক ভেবে পাই না। গতকাল দেখলাম একটা প্রো পিকচার আ ড করেছিস ২৯ জনকে ট্যাগ দিয়ে! এই ট্যাগিং এর অভ্যাস থেকে বের হয়ে আয়। কমেন্ট সেকশনে সবার সঙ্গে গোলমাল করাও বাদ দিতে হবে। মনে রাখিস, তোর আজকের এই নির্বিঘ্ন ফেস  চালানোর পেছনে সকলেরই অবদান আছে। অহেতুক মাথা গরম করে কোনো বি  ডেকে আনিস না।

ইতি, টু

আইডিয়া : **আশফাকুর রহমান**

সঠিক জায়গায় সঠিক শব্দ বসিয়ে লেখাটি সম্পূর্ণ করুন। লটারির মাধ্যমে দুজন সঠিক উত্তরদাতাকে দেওয়া হবে ৩০০ ও ২০০ টাকার মুঠোফোন রিচার্জ। তাই উত্তরের সঙ্গে পাঠিয়ে দিন আপনার মুঠোফোন নম্বর। ৭ অক্টোবর ২০২৪-এর মধ্যে। **খামের ওপর লিখতে হবে :** কথা com, *প্রথম আলো*, প্রগতি ইনস্যুরেন্স ভবন, ২০-২১ কারওয়ান বাজার, ঢাকা ১২১৫।
অথবা **ই-মেইল** করুন : kothacom@prothomalo.com

**ছবির ধাঁধা ৬০ বিজয়ী**

১. **মিজবাহ উদ্দিন মাছুম**
কক্সবাজার
২. **সাবরিনা তাহ্‌সিন**
ময়মনসিংহ

**ছবির ধাঁধা ৬০-এর উত্তর**

ফুল, লতা, কাণ্ড, ডাল, মূল, ফল, পাতা, কাঁটা, বন।

• রসমসাময়িক

না না, ভাববেন না আমরা ঢাকা শহরের কোনো ইংলিশ মিডিয়াম স্কুল খুঁজতে বের হয়েছি। আমরা বরং খুঁজছি সেসব মাস্টারমাইন্ডকে, যাঁরা আমাদের যাপিত জীবনের নানা ব্যর্থতার মূল কারণ। পর্দার আড়ালে লুকিয়ে থাকা মাস্টারমাইন্ডদের খুঁজে বের করেছেন **মাহবুব আলম**

# উই আর লুকিং ফর মাস্টারমাইন্ড

## ক্লাস বা অফিসে দেরি হচ্ছে নিয়মিত?

ক্লাস বা অফিসে যেতে আপনার কি নিয়মিতই দেরি হচ্ছে? বহু চেষ্টা করেও কোনোভাবেই সঠিক সময়ে পৌঁছাতে পারছেন না। জানেন, এই ঘটনার জন্য মূল দায়ী কে? আপনার দেরি হওয়ার পেছনে কার হাত বা পা আছে? আপনি হয়তো জানেন না, এই ঘটনার পেছনে দায়ী সেই অকালকুষ্মাণ্ড, যে বিনা দ্বিধায় রং সাইড দিয়ে গাড়ি ঢুকিয়ে দিয়েছে। একটি গাড়ির কারণেই লেগে গেছে দীর্ঘ যানজট। প্রতিদিনই কেউ না কেউ এ কাজ করে, আর যানজট ছড়িয়ে পড়ে এক রাস্তা থেকে আরেক রাস্তায়। অত্যন্ত পরিকল্পিতভাবে যে আপনাকে অফিসে বা ক্লাসে পৌঁছাতে দিচ্ছে না, তাঁকে রুখে দিন।

## মাস শেষের আগে বেতন শেষ হয়ে যায়?

অনেকেই ইদানীং দাবি করছেন, বেতন অর্জনের চেয়ে রক্ষা করা কঠিন। এমনকি মাসের ১০ তারিখের আগেই পকেট ফাঁকা হয়ে যাওয়ার সংবাদও পাওয়া যাচ্ছে চারদিক থেকে। এমন পরিকল্পিত দুর্ঘটনার পেছনে মাস্টারমাইন্ড আসলে কে? জেনে অবাক হবেন, অনুসন্ধানে আমরা জানতে পেরেছি—এই ঘটনার মাস্টারমাইন্ড আপনার বস! তিনি এতই কম টাকা বেতন দেন যে মাস শেষের আগেই ফুরিয়ে যায়। (চাইলে লেখার এই অংশটুকুর ছবি ফেসবুকে দিয়ে আপনার বসের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে পারেন)

## ধাক্কা লাগার পরও প্রেম হচ্ছে না?

বাংলা সিনেমায় নায়ক-নায়িকার ধাক্কা লাগার পর হাত থেকে বই ওঠাতে গিয়ে প্রেম হয়ে যাওয়ার বিষয়টা আমরা সবাই জানি। কিন্তু শিক্ষাজীবনের দীর্ঘ সময়েও এ রকম ঘটনা আপনার সঙ্গে ঘটল না। কেন! আপনার এখনো সিঙ্গেল থেকে যাওয়ার পেছনে মাস্টারমাইন্ড কে? মার্ক জাকারবার্গ! বিশ্বাস করুন আর না-ই করুন, যুক্তরাষ্ট্রে বসে তিনিই আসলে কলকাঠি নাড়ছেন। ধাক্কা খেয়েই যদি সবার প্রেম হয়ে যায়, তাহলে ফেসবুকে ঘণ্টার পর ঘণ্টা চ্যাটিং করবে কে! এই ভাবনা থেকেই জাকারবার্গ সাহেব বইয়ের নেশার বদলে ফেসবইয়ের নেশা ছড়িয়ে দিয়েছেন ঘরে ঘরে। এখন আর ধাক্কা খেয়ে বই পড়ে যায় না, তাই প্রেমও হয় না।

## বন্ধুদের সঙ্গে বারবার ট্যুরের প্ল্যান করেও যাওয়া হচ্ছে না?

অনেকেই বন্ধুরা মিলে মাসে অন্তত দুইবার এবং বছরে চব্বিশবার ট্যুরের প্ল্যান করেও আর ট্যুরে যেতে পারছেন না। বন্ধুসমাজে এত এত পরিকল্পনাবিদ থাকার পরও ইউটিউবে অন্যের ট্যুরের ভ্লগ দেখে সময় পার করছেন। কিন্তু এত এত ট্যুরের প্ল্যান হওয়া সত্ত্বেও শেষমেশ ট্যুরে যেতে না পারার পেছনে মাস্টারমাইন্ড কে? আপনি। জি, আপনিই। আপনার জন্যই কারও ট্যুরে যাওয়া হচ্ছে না। কারণ, ট্যুরের সময় এলেই আপনার কোনো না কোনো গুরুত্বপূর্ণ কাজ পড়ে যায়, নয়তো পেট খারাপ হয়।

## ফেসবুকে নিয়মিত ছবি পোস্ট করেও ১০টা লাইক পাচ্ছেন না?

নিয়ম করে নিজের প্রোফাইল পিকচার পরিবর্তন করেও আশানুরূপ লাইক-কমেন্ট না পেয়ে অনেকেই চরম হতাশায় দিন যাপন করছেন। সুন্দর সুন্দর জায়গায় গিয়ে ছবি তুলে সময় নিয়ে এডিট করেও কাজ হচ্ছে না। নিজের সুন্দরতম ছবিতেও ১০টা লাইক না পাওয়ার পেছনের মাস্টারমাইন্ড কে? আপনার সেই বন্ধু, যিনি দুই বছর আগে বিসিএস পরীক্ষায় টিকে গেছেন। সব লাইক এখন তিনি একাই পাচ্ছেন। এমনিতেই আপনার ফ্রেন্ডলিস্টে বন্ধুর সংখ্যা মাত্র ৩০। তাঁদের মধ্যেও ২১ জন এখন সেই বিসিএসে টেকা বন্ধুর অনুপ্রেরণায় ফেসবুক ডিঅ্যাকটিভ করে পড়ালেখায় মন দিয়েছেন। আর আপনি কিনা এখনো লাইক-কমেন্ট নিয়ে পড়ে আছেন। শেম অন ইউ!

## মোটিভেশনাল স্পিচ শুনেও হতাশ হয়ে যাচ্ছেন?

দেশে মোটিভেশনাল স্পিচ শিল্প ব্যাপক সমৃদ্ধ। অনেকেই জীবনে হতাশা দূর করতে টিকিট কেটে মোটিভেশনাল স্পিচ শোনেন। কিন্তু এক পরিসংখ্যানে দেখা গেছে, নিয়মিত মোটিভেশনাল স্পিচ শোনা ব্যক্তিরাই বেশি হতাশায় আছেন। হতাশা দূর করতে গিয়ে আরও বেশি হতাশ হচ্ছেন। এর পেছনে মাস্টারমাইন্ড কে? মোটিভেশনাল স্পিকার নিজেই। শুনেছি চাকরি হারিয়ে হতাশ হয়ে তিনি নিজেই এখন হতাশা ছড়াচ্ছেন।

• অহেতুক

# বিএমডব্লিউ সম্পর্কে ১০টি অজানা তথ্য জেনে আপনার যে ১০ উপকার হবে

সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমের কোনো পোস্ট বা ছবিতে আজকাল লোকে অকারণেই 'বিএমডব্লিউ-সম্পর্কিত দশটি অজানা তথ্য' যুক্ত করে দিচ্ছেন। প্রশ্ন হলো, এসব তথ্য জেনে আপনার লাভ কী?

Ten Unknown Facts About #BMW

1. Founding and History: BMW, Bayerische Motoren Werke AG, was founded in 1916 in Munich, Germany, initially producing aircraft engines. The company transitioned to motorcycle production in the 1920s and eventually to automobiles in the 1930s.

2. Iconic Logo: The BMW logo, often referred to as the "roundel," consists of a black ring intersecting with four quadrants of blue and white. It represents the company's origins in aviation, with the blue and white symbolizing a spinning propeller against a clear blue sky.

3. Innovation in Technology: BMW is renowned for its innovations in automotive technology. It introduced the world's first electric car, the BMW i3, in 2013, and has been a leader in developing advanced driving assistance systems (ADAS) and hybrid powertrains.

4. Performance and Motorsport Heritage: BMW has a strong heritage in motorsport, particularly in touring car and Formula 1 racing. The brand's M division produces high-performance variants of their regular models, known for their precision engineering and exhilarating driving dynamics.

5. Global Presence: BMW is a global automotive Company

6. Luxury and Design: BMW is synonymous with luxury and distinctive design, crafting vehicles that blend elegance with cutting-edge technology and comfort.

7. Sustainable Practices: BMW has committed to sustainability, incorporating eco-friendly materials and manufacturing processes into its vehicles, as well as advancing electric vehicle technology with models like the BMW i4 and iX.

8. Global Manufacturing: BMW operates numerous production facilities worldwide, including in Germany, the United States, China, and other countries, ensuring a global reach and localized production.

9. Brand Portfolio: In addition to its renowned BMW brand, the company also owns MINI and Rolls-Royce, catering to a diverse range of automotive tastes and luxury segments.

10. Cultural Impact: BMW's vehicles often become cultural icons, featured in [illegible] photo post

১. তথ্যগুলো এখন আর অজানা নয়। ফেসবুকে বারবার দেখতে দেখতে এটি এখন মুখস্থও হয়ে গেছে সবার। তাই সামনে বিসিএস পরীক্ষায় বিএমডব্লিউ-সম্পর্কিত কোনো প্রশ্ন এলে চোখ বন্ধ করে একটা নম্বর অন্তত পেয়ে যাবেন আপনি।
২. নিয়মিত এই তথ্যগুলো পড়ার মাধ্যমে ইংরেজিতে দুর্বলতা অনেকটাই কেটে গেছে আপনার। এখন নিশ্চিন্তে আইইএলটিএস দিয়ে বিদেশ চলে যেতে পারবেন।
৩. বিএমডব্লিউ সম্পর্কে এই গুরুত্বপূর্ণ তথ্য জানার পর এখন আর আপনি অন্য কোনো গাড়ি কিনতে চাইবেন না। এমনকি বাইক কেনার পরিকল্পনা থাকলেও সেটা বাদ দিয়ে বিএমডব্লিউ কিনবেন।
৪. বিএমডব্লিউ সম্পর্কে ১০টি অজানা তথ্য জানার পর এখন থেকে আপনি নিজেকে জ্ঞানকোষ দাবি করতে পারেন।
৫. ফেসবুকে গুজবের ভিড়ে এই প্রথম ১০টি তথ্যের সবই সত্য জানার পর পুনরায় সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমের ওপর আপনার আস্থা ফিরে এসেছে।
৬. ১০ তথ্য শেয়ার দেওয়ার পর যদি দেখেন, পছন্দের মানুষটিও একই জিনিস শেয়ার করেছে, তাহলে ধরে নেবেন, আপনাদের মনের মিল আছে। সুতরাং, পরবর্তী পদক্ষেপের দিকে এগিয়ে যান।
৭. সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে এ রকম তথ্য শেয়ার দিতে দিতে আপনি একদিন শেয়ারবাজার-বিশেষজ্ঞ হয়ে ওঠার সম্ভাবনা রয়েছে।
৮. বিএমডব্লিউ-সম্পর্কিত অজানা তথ্য শেয়ার দেওয়ার মাধ্যমে আপনি তাঁদের প্রচারণায় অবদান রাখছেন। বলা তো যায় না, একদিন হয়তো কোম্পানিটি আপনাকে খুঁজে বের করে ওদের কোম্পানিতে চাকরি দেবে। অথবা একটা বিএমডব্লিউ উপহার পাঠাবে।
৯. বিএমডব্লিউ-সম্পর্কিত তথ্য শেয়ার দেওয়া মানে আপনি টেসলার বিপক্ষে চলে গেছেন। টেসলার বিপক্ষে চলে যাওয়া মানে আপনি ইলন মাস্কের বিপক্ষে চলে গেছেন। বিশ্বের সবচেয়ে ধনী ব্যক্তিটির প্রতিদ্বন্দ্বী হতে পেরে কেমন বোধ করছেন?
১০. বিএমডব্লিউ সম্পর্কে ১০টি অজানা তথ্য স্বয়ং সক্রেটিসও জানতেন না। তবে আপনি জানেন। আপনি এখন নিজেকে সক্রেটিসের চেয়ে বেশি জ্ঞানী হিসেবে দাবি করতেই পারেন।

## ফ্ল্যাট বিক্রয়

✸ উত্তরা-১নং সেক্টরে-২০৩৭ ও উত্তরা-১০নং সেক্টরে-১০৬৫, ১১৭৯, ১৮৫০, ১৯১০ ব.ফু. নির্মাণাধীন ও আদাবরে ১১৪৩, ১২২৯ ব.ফু. ফ্ল্যাট বিক্রয়। ০১৭০৮১৪৬৩৭৫, ০১৭০৮১৪৬৩৭৬। এসবি-৬০০২৭৯

✸ বিশেষ ছাড়ে বসুন্ধরা আই-ব্লকে প্লেপেন স্কুলের কাছে ১৮০৯ বফু রেডি ও বনশ্রী, নবিনবাগ তিতাস রোডে ১২৩৪ বফু ফ্ল্যাট বিক্রয়। ০১৮৯৪৪৪২৯৯৯, ০১৮৫৫৯৯১১১১। মহাবু-৬০০২০৫

✸ বসুন্ধরা আ/এ, জি-ব্লকে, (সানিডেলের বিপরীত পার্শ্বে) ৮০ ফিট রাস্তা সংলগ্ন এভিনিউতে ১৬৫৬-১৮৩০ ব.ফুট রেডি ফ্ল্যাট বিক্রয়। ০১৩২১১৬৬৩২০, ০১৮১৯৫১৮০১৪। সি-৬০০২০৪

✸ কাঁঠালবাগান মেইন রোডের পাশে নির্মাণাধীন ৩ বেড, ৩ বাথ, ২ বারান্দা প্রজেক্টে ফ্ল্যাট বুকিং ও শীঘ্রই হস্তান্তরিত। ফ্ল্যাট সাইজ: ১২১৫ ও ১১৫০ বফু। ০১৯৯৯-৭১৪৫৫৪,০১৭১০-০৩৩৪৯৪। ডি-৬০০২৪৫

## পাত্রী চাই

✸ শিল্পপতি ও সম্ভ্রান্ত পরিবারের পুত্র ও/এ লেভেল অষ্ট্রেলিয়া হতে গ্র্যাজুয়েশন (৩১-৫´-৮´´) নিজ কোম্পানির ডিরেক্টর পাত্রের পাত্রী চাই। মোবাইল: ০১৯৯২-৪৩৩৩২৮/০১৬১৮-৮৭১০০২। ডি-৬০০২২০

✸ পিএইচডি (৫´-১১´´+৩৯), পিএইচডি (৫´-৮´´+৪১), এফসিপিএস (৫´-১১´´+৩৯), এমডি এফসিপিএস (৫´-৯´´+৩৮), পিএইচডি (৫´-৭´´+৪৮), পিএইচডি (৫´-৮´´+৫৪) বয়স্কসহ পাত্রীর অভিভাবকগণ। ০১৬১৪৩০৮৭৭৯। এসবি-৬০০২৭২

✸ আমেরিকান গ্রিনকার্ড হোল্ডার, সিনিয়র ইঞ্জিনিয়ার স্যামসং কোম্পানি, বিএসসি ইইই আইইউটি, এমএস আমেরিকা (৩২-৫´-১০´´) নামাজি পাত্রের পাত্রী। ০১৭০৬৩১৯৩৩২। ডি-৬০০২১৮

✸ ৪৩ বিসিএস সাবরেজিস্ট্রার, শিক্ষিত ছোট পরিবার, ঢাকায় সেটেল্ড বিএসসি ইঞ্জিনিয়ার বুয়েট (২৮-৫´-৭´´) পাত্রের পাত্রী চাই। ০১৭৭৯০৬৪৯১১। ডি-৬০০২১৯

✸ ২৭তম বিসিএস ক্যাডার। এমএসসি-বুয়েট পিডব্লিউডিতে কর্মরত। ঢাকায় স্থায়ী (৪২-৫´-৮´´) সুদর্শন পাত্রের পাত্রী চাই। +৮৮০১৩০৬২৬৪৫৫৩। ডি-৬০০২১৪

✸ কানাডার সিটিজেন পাত্র, মাল্টিন্যাশনাল কোম্পানিতে কর্মরত এ লেভেল, ও লেভেল, বিএসসি ইইই (বুয়েট) (৩০-৫´-৮´´) সুদর্শন পাত্রের পাত্রী চাই। +৮৮০১৭৬৮১০৯৫৩৩। ডি-৬০০২১৫

✸ ঢাকার স্থায়ী বগুড়া বাসিন্দা, পাত্রের বয়স ৪৫ প্লাস, বিধবা, ডিভোর্সী, নিঃসন্তান, এতিম পাত্রী চাই। ০১৭৭২৭৫৮৪০৭। ডি-৬০০২৬১

## পাত্র-পাত্রী চাই

✸ দীর্ঘ ১৫ বছর পাত্র-পাত্রী ম্যাচমেকিং-এর ক্ষেত্রে আস্থা, নিষ্ঠা, সততার মাধ্যমে অভিজাত উচ্চশিক্ষিত প্রতিষ্ঠিত এবং পারিবারিক ধর্মীয় মূল্যবোধ বজায় রেখে কাজ করছে "ম্যারেজ সল্যুশন বিডি" "দৃষ্টিভঙ্গি বদলান/জীবন বদলে যাবে"# ০১৭৪৫-৫৭৩৩৪৯/০১৬১৮-৮৭১০০৩। ডি-৬০০২২২

✸ ডাক্তার, ইঞ্জিনিয়ার, বিসিএস ক্যাডারসহ সকল ধরনের পাত্র-পাত্রীর সন্ধানে কাজ করে থাকি। ম্যাট্রিমনি-বাংলাদেশ-উত্তরা-হোমসার্ভিস # মোবাইল: ০১৩১৫-১৩১৩৫৭। ডি-৬০০২২৩

✸ ডিভোর্সি/ বয়স্ক ছেলে-মেয়ের আর্জেন্ট বিবাহের আলাদা ইউনিট, সফলতার ২৫ বছর, সকলের জন্য সেতু। ০২-৫৮৩১৩২৮৬, ০১৮১৭-৫১২০৪৭, setuahmed75@gmail.com ডি-৬০০২৩৮

## কমার্শিয়াল স্পেস বিক্রয়

✸ মতিঝিলের প্রাণকেন্দ্র সিটি সেন্টার ১১৭৬ বর্গফুটের ইন্টেরিয়র করা রেডি দক্ষিণমুখী কমার্শিয়াল স্পেস বিক্রয় হবে। মোবাইল: ০১৭৩৭৫১২১৪৬। যাবু-৬০০২৪৯

## ফ্ল্যাট বিক্রয়

✸ সিদ্ধেশ্বরীতে -১৪৫৫ ব.ফু. নির্মাণাধীন, ১২৯৫-২৪১৪ ব.ফু. কমার্শিয়াল স্পেস, মালিবাগে ১২৪৯ ব.ফু. ও মগবাজার হাতিরঝীলমুখী ১২৮৭ ব.ফু. ফ্ল্যাট। ০১৭০৮১৪৬৩৭৬,০১৭০৮১৪৬৩৭৭। এসবি-৬০০২৮০

✸ মনোরম পরিবেশে দয়াল হাউজিং মোহাম্মদপুরে ২২০০ বর্গফুটের ৪ বেডরুমের এক্সক্লুসিভ ফ্ল্যাট বিক্রয় হবে। ০১৮১০০৩২৫১২, ০১৮১০০৩২৫১১। মো.বু-৬০০২০৯

✸ লেক সার্কাস কলাবাগান ১৩৫০ বফু ব্যবহৃত ফ্ল্যাট পার্কিংসহ বিক্রি হবে। মোবা: ০১৩১৬০৫৬৮৭১। ডি-৬০০১৯৪

✸ রেডি ফ্ল্যাট বিক্রয়! বসুন্ধরায় অত্যাধুনিক ফিটিংসে নির্মিত সিঙ্গেল ইউনিটের ১৫৮৭ বর্গফুট। ০১৭১৩১৭৮৬০৬, ০১৭১৩১৭৮৬০৪। টিবু-৬০০১৩৯

✸ দক্ষিণমুখী নির্মাণাধীন ফ্ল্যাট বিক্রয়! মিরপুর ২, ১০-এ আধুনিক জীবন-যাপনের সকল সুযোগ-সুবিধা সম্বলিত ১৫১৭-২০৫৮ বর্গফুট। ০১৭১৩১৭৮৬১৬, ০১৭১৩১৭৮৬০২। টিবু-৬০০১৪১

✸ দক্ষিণমুখী প্রায় রেডি ফ্ল্যাট বিক্রয়। পূর্ব রামপুরা পোস্ট অফিসের গলিতে ১৫৩২ ও ১৩০৮ বফু। ০১৭১৩১৭৮৬২০, ০১৭১৩১৭৮৬১৬। টিবু-৬০০২৩০

✸ গুলশান নর্থে ৪৩০০ ও ৪১৮২ বফু, বনানী নর্থে ১৮৭৫ বফু ও পশ্চিম ধানমন্ডি রায়েরবাজারে ১৯৮৫ বফু আয়তনের ফ্ল্যাট বিক্রয়। মোবাইল: ০১৭১২০২১০৭২। ডি-৬০০২৪৩

## ফ্ল্যাট বিক্রয়

✸ উত্তরা-৪নং সেক্টরে-১৬০৯, ১৮২৩, ২৭৮৫, ৩০১০ ব.ফু. নির্মাণাধীন ও উত্তরা-৩নং সেক্টরে ৩১৭৫, ৪৩৯৩, ২১৭১, ৪৩৩৪, ৫৫৯৯ ব.ফু. কমার্শিয়াল স্পেস। মোবা: ০১৭০৮১৪৬৩৭৭, ০১৭০৮১৪৬৩৭৮। এসবি-৬০০২৮১

✸ গুলশান-২তে ৩৫০০ স্কয়ার ফুটের ফ্ল্যাট বিক্রি করবো। সম্মানিত ক্রেতাগণ যোগাযোগ করুন। ০১৭১৮-০০৯১৪৬। ডি-৬০০২৬৭

✸ ধানমন্ডিতে পার্কিংসহ ১৭০০ এবং শ্যামলী রিং রোডে ১৫৬৫ বর্গফুটের ব্যবহৃত ফ্ল্যাট বিক্রয়। ০১৮৩৩৩১৪১৬৩, ০১৩২১২১৩০০০। ডি-৬০০২৬৮

## ভাড়া হবে

✸ **ভাড়া হবে:** ফ্যাক্টরি শেড/ গোডাউন, সাভার হেমায়েতপুর ৭৫০০ বর্গফুট আধুনিক সুবিধাসহ শেড তিন দিকে প্রশস্ত রাস্তা সার্বক্ষণিক আনসার দ্বারা সুরক্ষিত। ০১৭৯৯৬৬৯৪৪৭। যাবু-৬০০২৫০

✸ **অফিস:** হাউজ-১২/এ, রোড-৮, গুলশান-১ সেমিফার্নিশড ২টি এপার্টমেন্ট একত্রে/আলাদা ভাড়া হবে। প্রতিটি ২৫০০ বর্গফুট। লিফট, জেনারেটর, পার্কিং স্পেস, ইত্যাদি। মোবা: ০১৭১১-৮৭৭৮৩৭। মহাবু-৬০০২৬৪

## ফ্ল্যাট বিক্রয়

✸ মহাখালী বা/এতে ৪২৪৪ ব.ফু., মিরপুর ভাসানটেকে ১২০ ফুট মেইন রোডে ৩৬০৯ ব.ফু. রেডি কমার্শিয়াল স্পেস ও পূর্ব রাজাবাজারে ১১৭৬-১৪০৩ ব.ফু. ফ্ল্যাট বিক্রয়। মোবাইল: ০১৭০৮১৪৬৩৭৮, ০১৭০৮১৪৬৩৮০। এসবি-৬০০২৮২

✸ খিলগাঁও তালতলা মার্কেট সংলগ্ন খেলার মাঠ ও সুইমিংপুল সম্বলিত কন্ডোমিনিয়াম প্রকল্পে ফ্ল্যাট বিক্রয়। ০১৭৫৫৫১১০২০, ০১৭৫৫৫১১০১৭। ডি-৬০০২৬২

## পাত্র চাই

✸ সপরিবার কানাডার সিটিজেন, গ্র্যাজুয়েশন টরেন্টো ইউনিভার্সিটি, আইটি ফার্মে কর্মরত (২৭-৫´-৪´´) সুন্দরী পাত্রীর আমেরিকা/কানাডায় উচ্চশিক্ষিত পাত্র। ০১৭০৬৩১৯৩৩১। ডি-৬০০২১৭

✸ ডাক্তার বাবা-মার একমাত্র মেয়ে, ক্যানসার হাসপাতালে চাকরিরত ডাক্তার পাত্রীর (২৫-৫´-৪´´) উপযুক্ত পাত্র চাই (ডাক্তার অগ্রগণ্য)। যোগাযোগ: ০১৭১৫-১৫০৩০৫। ডি-৬০০২৪০

✸ কয়েকজন শেষপর্ব/ সদ্য পাশকৃত এমবিবিএস ও বিসিএস/ পোষ্ট গ্রাজুয়েট সুদর্শনাদের উপযুক্ত ডাক্তার। "গুলশান মিডিয়া" বাড়ি ১৩, রোড ৯, গুলশান ১। ৫৮৮১৪০৪৪, ০১৫৫৬-৫৯০৮৮৪, www.gulshanmedia.net মহাবু-৬০০২৬৫

## প্লট বিক্রয়

✸ বসুন্ধরা আবাসিক এলাকায় এল-ব্লকে বড় রোডের উপর ৩ কাঠা দক্ষিণমুখী রেজিস্ট্রেশন মিউটেশন, বাউন্ডারি ও রাজউক ছাড়পত্র নেওয়া। ০১৭২১০৬৯৭৭৬। যাবু-৬০০২৪৮

✸ রাজউক পূর্বাচলে ৯নং সেক্টরে ৩ কাঠা প্লট বিক্রি করব। সম্মানিত ক্রেতাগণ যোগাযোগ করুন। ০১৭১৮-০০৯১৪৬। ডি-৬০০২৬৬

## পাত্র চাই

✸ বিশিষ্ট শিল্পপতি ও সম্ভ্রান্ত পরিবারের কন্যা ইউএসএ হতে গ্র্যাজুয়েশন (২৬-৫´-৩´´) পাত্রীর জন্য আর্মিতে কর্মরত শিক্ষিত পাত্র চাই। মোবাইল # ০১৯০৭-৫৫০৩৬১/০১৬১৮-৮৭০৬৮৯। ডি-৬০০২২১

✸ লেকচারার প্রতিষ্ঠিত প্রাইভেট ইউনিভার্সিটি ঢাকা, শিক্ষিত মধ্যবিত্ত পরিবার, ঢাকায় সেটেল্ড (২৬-৫´-৫´´) সুন্দরী নামাজি পাত্রীর জন্য পাত্র। ০১৭৩২২৩১৩০৭। ডি-৬০০২১৬

✸ বৃহত্তর চট্টগ্রাম, নোয়াখালী ও ফেনীর পাত্র। ইঞ্জিনিয়ার এমবিএ, ব্যবসায়ী সরকারি-বেসরকারি চাকুরিজীবী দেশি/ প্রবাসী পাত্রীদের লগন, গুলশান-১। ০১৭১৫২৫৯৭৮৭, ০১৭১০০৮৪০০৯, lagonmedia71@gmail.com ডি-৬০০২৫৩

## প্লট বিক্রয়

✸ রাজউক পূর্বাচলে ৩০০ ফুট সংলগ্ন ৩ কাঠা রেডি বাউন্ডারি প্লট জরুরি বিক্রয় হবে। সেক্টর-২, প্লট-৩, রোড-৩০২এফ। মোবা: ০১৪০২৮৯৮৩০৩। সি-৫৯৯৯৫০

✸ বসুন্ধরা পি-ব্লকে ৩ কাঠার রেজিস্ট্রি ও বাউন্ডারিকৃত উত্তরমুখী প্লট নং-৪৯৭৬; এখনই বাড়ি করার উপযোগী বিক্রয় হবে। আগ্রহী ক্রেতাগণ যোগাযোগ করুন। নম্বর: ০১৭৮৭৬৬৯৩৪০ অথবা ০১৯৩৭৮২০১১৪। ডি-৬০০২১১

✸ পূর্বাচলের ১৮, ৫নং সেক্টরে ৩ কাঠা, ১১, ৭নং সেক্টরে ৫ কাঠা, ২, ২৫নং সেক্টরে ৭.৫ কাঠা, ১১, ১৬নং সেক্টরে ১০ কাঠা, বসুন্ধরার এম-ব্লকে ৫, ৭.৫ কাঠা, নিকুঞ্জ-১, ৩ কাঠা, উত্তরার ১৬ জে ব্লকে, ১৭ কে ব্লকে ৩ কাঠা। ০১৭৩১৬১৩৯১৮। মিবু-৬০০২১২

✸ পূর্বাচল ২৭নং সেক্টরের সাথে বালি ভরাট চলমান, কাঠাপ্রতি মূল্য সর্বনিম্ন ২.৭৫ লক্ষ টাকা। মোবাইল: ০১৮৯৭-৬২৩৯৭৭। টিবু-৬০০২২৮

✸ পূর্বাচল ও আর্মি হাউজিং (জলসিঁড়ি) সংলগ্ন প্রকল্প, এককালীনে কাঠা ৩.৫ লক্ষ টাকা। রেজিস্ট্রেশনের নিশ্চয়তা। ০১৮৯৪৮৪১৭৩৬। টিবু-৬০০২৫২

✸ ঢাকা-মাওয়া ৪০০´ ফিট এক্সপ্রেসওয়ে-সংলগ্ন প্লট বিক্রয়! বর্ষপূর্তি উপলক্ষে এককালীনে ৩০% মূল্য ছাড়! ০১৩২৯৬৯৩০৬১। টিবু-৬০০২৫১

✸ পূর্বাচল আর্মি হাউজিং (জলসিঁড়ি), নতুন বাজার, বনশ্রী সংলগ্ন বাউন্ডারিকৃত প্লট কাঠার ৪০ লক্ষ টাকা। ০১৮৪৪৯৯২২০৪। ডি-৬০০২৪৭

---

"কৃষিই সমৃদ্ধি"

## বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশন

কৃষিভবন
৪৯-৫১ দিলকুশা বাণিজ্যিক এলাকা, ঢাকা-১০০০।
(সাধারণ পরিচর্যা বিভাগ)
www.badc.gov.bd

### অকেজো ঘোষিত যানবাহন স্ক্র্যাপ আকারে (যেখানে যে অবস্থায় আছে) বিক্রয়ের দরপত্র বিজ্ঞপ্তি

উন্মুক্ত দরপত্র নং: সা.প.-০১/২০২৪-২৫ তারিখঃ অক্টোবর, ২০২৪

| | | | |
|---|---|---|---|
| ১। | মন্ত্রণালয়ের নাম | : | কৃষি মন্ত্রণালয় |
| ২। | এজেন্সী | : | বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশন |
| ৩। | বিক্রয়কারী সত্তার নাম | : | সচিব, বিএডিসি, ঢাকা |
| ৪। | নিষ্পত্তির পদ্ধতি | : | উন্মুক্ত দরপত্র বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে |
| ৫। | সরবরাহ সময়সীমা | : | কার্যাদেশ জারীর সময় থেকে ১২ (বারো) দিনের মধ্যে সম্পূর্ণ মূল্য পরিশোধ করে কার্য সম্পন্ন করতে হবে। |
| ৬। | মালামালের বিবরণ | : | সাধারণ পরিচর্যা বিভাগের আওতাধীন বিভিন্ন মডেলের অকেজো ঘোষিত ১৯ (উনিশ)টি যানবাহন (১২ টি কার, ৩ টি মাইক্রোবাস এবং ৪ টি মোটর সাইকেল) স্ক্র্যাপ আকারে যেখানে যে অবস্থায় আছে) বিক্রয় সংক্রান্ত। |
| ৭। | দরপত্র সিডিউল বিক্রয়ের স্থান | : | ক) উপহিসাব নিয়ন্ত্রক (নগদান), হিসাব বিভাগ, কৃষিভবন (৪র্থ তলা), বিএডিসি, ঢাকা<br>খ) তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, ঢাকা (ক্ষুদ্রসেচ) সার্কেল, বিএডিসি, সেচ ভবন, মানিক মিয়া এভিনিউ, শেরে-ই-বাংলা নগর, ঢাকা।<br>গ) যুগ্মপরিচালক(সার), বিএডিসি, গ্রীণ রোড, ঢাকা। |
| ৮। | দরপত্র সিডিউল বিক্রয়ের শেষ তারিখ ও সময় | : | ২৭ অক্টোবর ২০২৪ অফিস চলাকালীন সময় পর্যন্ত |
| ৯। | দরপত্র গ্রহণের শেষ তারিখ ও সময় | : | ২৮ অক্টোবর ২০২৪;দুপুর ১২.০০ ঘটিকা। |
| ১০। | দরপত্র দাখিল ও খোলার স্থান | : | যুগ্মপরিচালক (সাধারণ পরিচর্যা) এর দপ্তর, কৃষিভবন (১০ম তলা), বিএডিসি, ঢাকা। |
| ১১। | দরপত্র খোলার তারিখ ও সময় | : | ২৮ অক্টোবর ২০২৪; বিকাল ২.০০ ঘটিকা। |
| ১২। | ঠিকাদারের যোগ্যতা | : | (ক) সংশ্লিষ্ট ঠিকাদারী কাজের হালনাগাদ ট্রেড লাইসেন্স।<br>(খ) টিন নম্বরসহ হালনাগাদ আয়কর পরিশোধের সনদপত্র।<br>(গ) ভ্যাট রেজিস্ট্রেশন সনদপত্র।<br>(ঘ) ব্যাংক কর্তৃক হালনাগাদ আর্থিক স্বচ্ছলতার সনদপত্র।<br>(ঙ) জাতীয় পরিচয় পত্র/বর্ণিত সকল সনদপত্রের সত্যায়িত কপি দাখিল করতে হবে। |
| ১৩। | যানবাহন সমূহ পরিদর্শনের স্থান | : | কৃষিভবনের বেজমেন্ট গ্যারেজে (১৮টি) এবং মিরপুর স্টাফ কোয়ার্টারে (১টি) সহকারী প্রকৌশলী (যানবাহন) এর মাধ্যমে (সরকারি ছুটির দিন ব্যতিত) পরিদর্শন করা যাবে। |
| ১৪। | দরপত্র সিডিউলের মূল্য | : | প্রতি সেট ১০০০ (একহাজার) টাকা (অফেরতযোগ্য) |
| ১৫। | দরপত্র জামানতের পরিমান | : | মোট উদ্ধৃত দরের ১০% বিএডিসি, ঢাকা এর অনুকূলে পে-অর্ডার দরপত্রের সাথে দাখিল করতে হবে। |
| ১৬। | নিলামকারী সত্তার ক্ষমতা | | কর্তৃপক্ষ যে কোন দরপত্র বা সকল দরপত্র কোন কারণ না দর্শিয়ে বাতিল বা গ্রহণ করার ক্ষমতা সংরক্ষণ করেন। |
| ১৭। | দরপত্রের শর্তাবলী | : | (ক) বিএডিসি'র প্রচলিত নিয়মাবলী ও সিডিউলে বর্ণিত শর্তাবলী মোতাবেক।<br>(খ) বিক্রিত গাড়ি ফেরৎ নেয়া হবেনা এবং গাড়ি সরবরাহ নেয়ার পর কোন ওজর আপত্তি গ্রহণযোগ্য হবে না।<br>(গ) কার্যাদেশপ্রাপ্ত ঠিকাদার/প্রতিষ্ঠান কে মোট উদ্ধৃত মূল্যের উপর আয়কর বাবদ ৫% এবং মূল্য সংযোজন কর (ভ্যাট) বাবদ ৭.৫% বাংলাদেশ ব্যাংক/ নির্ধারিত তফসিলী ব্যাংকে জমা প্রদান করতে হবে (সরকার কর্তৃক জারীকৃত পরিপত্র অনুযায়ী পরিবর্তনশীল)। |

০১/১০/২০২৪
(ড. কে, এম, মামুন উজ্জামান)
(উপসচিব)
সচিব, বিএডিসি, ঢাকা।
ফোন :০২-২২৩৩৮৪৩৫৯
E-mail:secretary@badc.gov.bd

বিএডিসি=৮০

---

## মার্কেটিং ম্যানেজার আবশ্যক

টিপসন ইলেকট্রিক এন্ড ইলেকট্রনিক্স ইন্ডাস্ট্রিজ এর উৎপাদিত পণ্য এলইডি, এসি, ডিসি বাল্ব, বেকো লাইটস, গ্যাং সুইচ, চার্জার ফ্যান সহ মোট ১০০টির বেশি পণ্য বাজারজাতকরণ এবং ডিলার নিয়োগে পারদর্শী এমন ১০ বছরের অভিজ্ঞতাসম্পন্ন ১জন মার্কেটিং ম্যানেজার নিয়োগ দেওয়া হবে। আগ্রহী প্রার্থীদেরকে পূর্ণাঙ্গ জীবন বৃত্তান্ত সহ আগামী ১০ দিনের মধ্যে নিম্নলিখিত ঠিকানায় যোগাযোগ করার জন্য অনুরোধ করা হলো।

ঠিকানা: ৭৫/২, প্রগতি স্মরণি, উত্তর বাড্ডা, ঢাকা। **মোবাইল: ০১৯১৮-৪৪৪২২২**

---

GOVERNMENT OF THE PEOPLE'S REPUBLIC OF BANGLADESH
OFFICE OF THE EXECUTIVE ENGINEER
EDUCATION ENGINEERING DEPARTMENT
BOGURA
ee_bog@eedmoe.gov.bd

e-Tender Notice No: eed/ee/bog/2024-2025/100 TSC: Gen, 1 lot+Computer-1 lot+6821-1 lot/07 Date : 30.09.2024

## e-Tender Notice

e-Tender is invited in the National e-GP System Portal (http://www.eprocure.gov.bd) for the procurement of stated below :

| Tender ID | Description of work | Last Selling Date & Time | Closing Date & Time |
|---|---|---|---|
| 1018427 | Supply, Installation, Testing and Commissioning of 400 KVA Electric Sub-Station in/c Construction of Sub-Station Building with Internal Electrification Works in Dupchancia govt. Technical School & College, Dupchancia, Bogura | 20.10.2024 16:00 | 21.10.2024 12:00 |
| 1018428 | Supply of Desktop Computer, Laser Printer, Scanner, Offline 1000 VA UPS, Power Extension Board/Power Strip in 03 (Three) Upazila's (Adamdighi, Nandigram, Dhunat) SAE Office, EED, Bogura District | 20.10.2024 16:00 | 21.10.2024 12:00 |
| 1022262 | Manufacturing and Supply of New Furniture at Bogura Govt. Girls High School, Sadar, Bogura. | 20.10.2024 16:00 | 21.10.2024 12:00 |

This is an online Tender, where only e-Tender shall be accepted in the National e-GP portal and no offline/hard copies shall be accepted.

To submit e-Tender, registration in the National e-GP Portal (http://www.eprocure.gov.bd) is required.

Further information and guidelines are available in the National e-GP System Portal and from e-GP help desk (http://www.eprocure.gov.bd)

30.9.24
(Md. Arifujjaman)
Executive Engineer
Education Engineering Department
Bogura.

---

## বাংলাদেশ এনার্জি রেগুলেটরী কমিশন

টিসিবি ভবন (৪র্থ তলা) ১, কারওয়ান বাজার, ঢাকা-১২১৫
ওয়েবসাইট: www.berc.org.bd

নং-২৮.০১.০০০০.০১২.১৭.০০২.২৪.৪৫৬৩ তারিখ: ১৭ আশ্বিন ১৪৩১ বঙ্গাব্দ / ০২ অক্টোবর ২০২৪ খ্রিষ্টাব্দ

### Saudi CP অনুযায়ী ভোক্তাপর্যায়ে বেসরকারি এলপিজি ও অটোগ্যাসের মূল্য সমন্বয় বিজ্ঞপ্তি।

অক্টোবর ২০২৪ মাসের জন্য সৌদি আরামকো কর্তৃক প্রোপেন এবং বিউটেন এর ঘোষিত Saudi CP প্রতি মেট্রিক টন যথাক্রমে ৬২৫.০০ মার্কিন ডলার এবং ৬২০.০০ মার্কিন ডলার এবং প্রোপেন ও বিউটেনের অনুপাত ৩৫:৬৫ অনুযায়ী প্রোপেন ও বিউটেনের গড় Saudi CP প্রতি মেট্রিক টন ৬২১.৭৫ মার্কিন ডলার বিবেচনায় অক্টোবর ২০২৪ মাসের জন্য বেসরকারি এলপিজি ও অটোগ্যাসের ভোক্তাপর্যায়ের মূল্য নিম্নলিখিতভাবে সমন্বয় করা হলো:

(ক) বেসরকারি এলপিজি'র রিটেইলার পয়েন্টে ভোক্তাপর্যায়ে মূসকসহ মূল্য প্রতি কেজি ১২১.৩২ টাকায় এবং বিভিন্ন পরিমাণের বোতলজাতকৃত বেসরকারি এলপিজি'র ভোক্তাপর্যায়ে মূসকসহ মূল্য নিম্নরূপভাবে সমন্বয় করা হলো:

**বিভিন্ন পরিমাণের বোতলজাতকৃত বেসরকারি এলপিজি'র ভোক্তাপর্যায়ে সমন্বয়কৃত মূল্য, অক্টোবর-২০২৪**

| বিবরণ | বোতলজাতকৃত এলপিজি'র পরিমাণ ও মূল্য | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| বোতলজাতকৃত এলপিজি'র পরিমাণ | ৫.৫ কেজি | ১২ কেজি | ১২.৫ কেজি | ১৫ কেজি | ১৬ কেজি | ১৮ কেজি | ২০ কেজি | ২২ কেজি | ২৫ কেজি | ৩০ কেজি | ৩৩ কেজি | ৩৫ কেজি | ৪৫ কেজি |
| রিটেইলার পয়েন্টে ভোক্তাপর্যায়ে বিক্রয়মূল্য (মূসকসহ) | ৬৬৭ টাকা | ১,৪৫৬ টাকা | ১,৫১৭ টাকা | ১,৮২০ টাকা | ১,৯৪১ টাকা | ২,১৮৪ টাকা | ২,৪২৬ টাকা | ২,৬৬৯ টাকা | ৩,০৩৩ টাকা | ৩,৬৪০ টাকা | ৪,০০৪ টাকা | ৪,২৪৬ টাকা | ৫,৪৫৯ টাকা |

(খ) রেটিকুলেটেড পদ্ধতিতে (i) তরল অবস্থায় সরবরাহকৃত বেসরকারি এলপিজি'র ভোক্তাপর্যায়ে মূসকসহ মূল্য প্রতি কেজি ১১৭.৪৯ টাকায় এবং (ii) গ্যাসীয় অবস্থায় সরবরাহকৃত বেসরকারি এলপিজি'র ভোক্তাপর্যায়ে মূসকসহ মূল্য প্রতি লিটার ০.২৬১১ টাকায় বা প্রতি ঘনমিটার ২৬১.১০ টাকায় সমন্বয় করা হলো।

(গ) ভোক্তাপর্যায়ে অটোগ্যাসের মূসকসহ মূল্য প্রতি লিটার ৬৬.৮৪ টাকায় সমন্বয় করা হলো।

২। সমন্বয়কৃত উক্ত মূল্য ১৭ আশ্বিন ১৪৩১ বঙ্গাব্দ/ ০২ অক্টোবর ২০২৪ খ্রিস্টাব্দ তারিখ সন্ধ্যা ০৬:০০ ঘটিকা হতে প্রযোজ্য ও কার্যকর হবে এবং পরবর্তী আদেশ না দেয়া পর্যন্ত তা বলবৎ থাকবে।

৩। ০৩ মার্চ ২০২৪ তারিখে জারীকৃত বিইআরসি আদেশ নম্বর: ২০২৪/০৩ অনুযায়ী সরকারি এলপিজি'র ডিলার/রিটেইলার পয়েন্টে ভোক্তাপর্যায়ে মূসকসহ মূল্যহার প্রতি ১২.৫০ কেজি ৬৯০.০০ টাকা অপরিবর্তিত থাকবে।

৪। প্রত্যেক এলপিজি মজুতকরণ ও বোতলজাতকরণ লাইসেন্সী এলপিজি মজুতকরণ ও বোতলজাতকরণ পরবর্তী মূল্যে (মূসক-উত্তর/মূসকসহ) ডিস্ট্রিবিউটরের নিকট এলপিজি বিক্রয় করবে এবং সে অনুযায়ী মূসক চালান/ডেলিভারি অর্ডার (ডিও) প্রদান করবে।

৫। কোনো পর্যায়ে (এলপিজি মজুতকরণ ও বোতলজাতকরণ, ডিস্ট্রিবিউটর এবং ভোক্তাপর্যায়ে রিটেইলার পয়েন্টে) কমিশন কর্তৃক নির্ধারিত মূল্যের চেয়ে অধিক মূল্যে এলপিজি (বোতলজাতকৃত এবং রেটিকুলেটেড সিস্টেমের মাধ্যমে সরবরাহকৃত)/অটোগ্যাস বিক্রয় করা যাবে না।

৬। ২৫ আশ্বিন ১৪২৮ বঙ্গাব্দ/ ১০ অক্টোবর ২০২১ খ্রিস্টাব্দ তারিখে জারীকৃত বিইআরসি আদেশ নম্বর: ২০২১/০৭ এর অন্যান্য আদেশ ও নির্দেশনা অপরিবর্তিত থাকবে।

৭। বিস্তারিত মূল্য সমন্বয় আদেশ (বিইআরসি আদেশ নম্বর: ২০২৪/১২) কমিশনের ওয়েবসাইট www.berc.org.bd এ পাওয়া যাবে।

কমিশনের আদেশক্রমে,
02.10.2024
ব্যারিস্টার মোঃ খলিলুর রহমান খান
সচিব, বিইআরসি।
ফোন: ০২-৫৫০১৪০০৭

---

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
**বাংলাদেশ পুলিশ**
পুলিশ হেডকোয়ার্টার্স, ঢাকা।
Website:www.police.gov.bd

স্মারক নং-৪৪.০১.০০০০.৪৩১.৩৬.০০২.২০২৩-৪৩৭১ তারিখ: ০১ অক্টোবর ২০২৪ খ্রি.।

## অকেজো যানবাহন নিলাম বিজ্ঞপ্তি

এমটি অ্যান্ড ওয়ার্কশপ শাখা, পুলিশ হেডকোয়ার্টার্স, ঢাকার অকেজো ঘোষিত ০৫টি যানবাহন (নিশান কার-০১টি, মিৎসুবিসি এল-৩০০, মাইক্রোবাস ০৪টি) 'যেখানে যে অবস্থায় আছে' নিলামে বিক্রয়ের জন্য বাংলাদেশের প্রকৃত নাগরিক, আগ্রহী ক্রেতাদের নিকট থেকে সীলমোহরকৃত খামে দরপত্র আহ্বান করা যাচ্ছে। সিডিউলে বর্ণিত একটি অথবা একাধিক গাড়ি ক্রয়ের জন্য দরপ্রস্তাব দাখিল করা যাবে।

**অকেজো ঘোষিত গাড়ির দরপত্র বিক্রয়, দাখিলের শেষ সময়, দরপত্র বাক্স খোলার সময় ও স্থান নিম্নরূপ :**

| ক্রমিক | অকেজো ঘোষিত গাড়ির টেন্ডারের বিবরণ | দরপত্র সিডিউল বিক্রয়ের শেষ তারিখ ও সময় | দরপত্র সিডিউল দাখিলের শেষ তারিখ ও সময় | দরপত্র সিডিউল বিক্রয়কারী ও গ্রহণকারী প্রতিষ্ঠানের নাম ও ঠিকানা | দরপত্র বাক্স খোলার তারিখ, সময় ও স্থান |
|---|---|---|---|---|---|
| ০১. | ১ম পর্যায় | ১৭/১০/২০২৪ ১৬:০০ ঘটিকা | ২০/১০/২০২৪ ১২:০০ ঘটিকা | অ্যাডিশনাল ডিআইজি (এমটি অ্যান্ড ওয়ার্কশপ) বাংলাদেশ পুলিশ পুলিশ হেডকোয়ার্টার্স, ঢাকা | ২০/১০/২০২৪ খ্রি. সময় ১২:৩০ ঘঃ অ্যাডিশনাল ডিআইজি (এমটি অ্যান্ড ওয়ার্কশপ) পুলিশ হেডকোয়ার্টার্স, ঢাকার অফিস কক্ষ। |
| ০২. | ২য় পর্যায় | ০৩/১১/২০২৪ ১৬:০০ ঘটিকা | ০৪/১১/২০২৪ ১২:০০ ঘটিকা | ঐ | ০৪/১১/২০২৪ খ্রি. সময় ১২:৩০ ঘঃ অ্যাডিশনাল ডিআইজি (এমটি অ্যান্ড ওয়ার্কশপ) পুলিশ হেডকোয়ার্টার্স, ঢাকার অফিস কক্ষ। |
| ০৩. | ৩য় পর্যায় | ১৮/১১/২০২৪ ১৬:০০ ঘটিকা | ১৯/১১/২০২৪ ১২:০০ ঘটিকা | ঐ | ১৯/১১/২০২৪ খ্রি. সময় ১২:৩০ ঘঃ অ্যাডিশনাল ডিআইজি (এমটি অ্যান্ড ওয়ার্কশপ) পুলিশ হেডকোয়ার্টার্স, ঢাকার অফিস কক্ষ। |

**দরপত্রের শর্তাবলী নিম্নরূপ :**

০১। দরপত্র সিডিউল ক্রয় ব্যতীত কোন দরপত্র/দরপত্র সিডিউলের ফটোকপি গ্রহণযোগ্য হবে না।
০২। সিডিউল মূল্য ১,০০০/- (এক হাজার) টাকা (অফেরতযোগ্য)
০৩। বিস্তারিত শর্তাবলী দরপত্র সিডিউলে উল্লেখ থাকবে।
০৪। বিজ্ঞপ্তিতে বর্ণিত সকল অকেজো গাড়ি বিক্রয় প্রক্রিয়া সম্পন্ন না হওয়া পর্যন্ত টেন্ডার সূচি মোতাবেক টেন্ডার প্রক্রিয়া চলবে।
০৫। প্রথম পর্যায়ের টেন্ডারে অবিক্রয়কৃত গাড়ি পরবর্তী পর্যায়ের টেন্ডারে বিক্রয় করা হবে।
০৬। কোন কারণ দর্শানো ব্যতিরেকে যে কোন দরপত্র আংশিক বা সম্পূর্ণ গ্রহণ বা বাতিলের ক্ষমতা কর্তৃপক্ষ সংরক্ষণ করে।

(মোঃ আবু হাসান, বিপিএম-সেবা)
বিপি-৭৫০৫১০৯০২১
অ্যাডিশনাল ডিআইজি (এমটি অ্যান্ড ওয়ার্কশপ)
বাংলাদেশ পুলিশ, পুলিশ হেডকোয়ার্টার্স, ঢাকা
ফোন নং-০২৫৫১০৭০৮
e-mail:aigmt_w@police.gov.bd

“ অর্থ নিয়ে কথা বলাটা আমার কাছে অরুচিকর মনে হয়

বিলিয়নিয়ার হওয়ার প্রতিক্রিয়ায় এন্টারটেইনমেন্ট টুডেকে **সেলেনা গোমেজ**

## টুকরো খবর

### আমদানি-রপ্তানি কমিটি গঠন

গঠিত হয়েছে চলচ্চিত্র আমদানি-রপ্তানি কমিটি। গতকাল বুধবার এক প্রজ্ঞাপনের মাধ্যমে কমিটি গঠনের বিষয়টি জানায় তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রণালয়। মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিবকে আহ্বায়ক করে ১২ সদস্যের এ কমিটি গঠন করা হয়েছে। উপসচিব সাইফুল আলম স্বাক্ষরিত চিঠিতে বলা হয়েছে, পরবর্তী নির্দেশ না দেওয়া পর্যন্ত জাতীয় চলচ্চিত্র নীতিমালা, ২০১৭-এর অনুচ্ছেদ ৭-এর উপ-অনুচ্ছেদ ৬ মোতাবেক চলচ্চিত্র আমদানি ও রপ্তানির জন্য সুপারিশ প্রদানে এ কমিটি পুনর্গঠন করা হয়েছে। বাংলাদেশের চলচ্চিত্র বিদেশে রপ্তানি এবং বিদেশি চলচ্চিত্র বাংলাদেশে আমদানির অনাপত্তি প্রদানের বিষয়ে এ কমিটি সুপারিশ করবে।
**বিনোদন ডেস্ক**

### এবার ওটিটিতে

*দ্য গ্রেটেস্ট অব অল টাইম* বড় পর্দায় মুক্তি পেয়েছে গত ৫ সেপ্টেম্বর। এবার ঘরে বসেই দেখা যাবে *দ্য গ্রেটেস্ট অব অল টাইম*। অ্যাকশন-থ্রিলার ছবিটি আজ ৩ অক্টোবর থেকে নেটফ্লিক্সে দেখা যাবে। ছবির মূল চরিত্রে অভিনয় করেছেন দক্ষিণি তারকা থালাপতি বিজয়। ছবিটিকে ঘিরে চলচ্চিত্র সমালোচকদের মিশ্র প্রতিক্রিয়া পাওয়া গেছে।
**প্রতিনিধি**, *মুম্বাই*

সিনেমার দৃশ্যে বিজয় ও তৃষা। ছবি : আইএমডিবি

### সেজার পুরস্কার পাচ্ছেন জুলিয়া

ফ্রান্সের জাতীয় চলচ্চিত্র পুরস্কার সেজার পাচ্ছেন জুলিয়া রবার্টস। আগামী ২৮ ফেব্রুয়ারি অনুষ্ঠিত হবে সেজার পুরস্কারের ৫০তম সংস্করণ। সেখানেই মার্কিন অভিনেত্রীর হাতে তুলে দেওয়া হবে এ সম্মাননা। অভিনয়, জনকল্যাণমূলক কাজসহ সংস্কৃতিতে অবদান রাখার জন্য তাঁকে এ পুরস্কার দেওয়া হচ্ছে। **বিনোদন ডেস্ক**

জুলিয়া রবার্টস। ছবি : রয়টার্স

### মুক্তি পাচ্ছে ‘আনোরা’

চলতি বছর কান চলচ্চিত্র উৎসবে স্বর্ণপাম জেতে শন বেকারের *আনোরা*। সিনেমাটি এবার প্রেক্ষাগৃহে মুক্তি পাচ্ছে। ৮ অক্টোবর মুক্তি পাবে *আনোরা*। মঙ্গলবার রাতে লস অ্যাঞ্জেলেসে ছবিটির প্রিমিয়ার হয়। কমেডি-ড্রামা ঘরানার সিনেমাটিতে প্রধান চরিত্রে অভিনয় করেছেন মাইকি ম্যাডিসন। এক যৌনকর্মীর জীবনের গল্প নিয়ে তৈরি হয়েছে *আনোরা*। **বিনোদন ডেস্ক**

*আনোরা*র প্রিমিয়ারে শিল্পী, কলাকুশলীরা। ছবি : এএফপি

### ‘ত্রিভুজ’ আসছে

ওটিটি প্ল্যাটফর্ম দীপ্ত প্লেতে মুক্তি পাচ্ছে নতুন ওয়েব ফিল্ম *ত্রিভুজ*। এক ফেসবুক পোস্টে জানিয়েছেন ছবিটির পরিচালক অলোক হাসান। *প্রথম আলো*কে গতকাল দুপুরে পরিচালক জানালেন, থ্রিলার সিনেমাটি নির্মিত হয়েছে একটি দুর্ঘটনাকে কেন্দ্র করে। ওয়েব ফিল্মটিতে অভিনয় করেছেন শাহরিয়ার নাজিম জয়, আনিকা কবির শখ, ইমতিয়াজ বর্ষণ, ফারিণ খান, সোহেল মণ্ডল প্রমুখ। চলতি বছরের জানুয়ারিতে ছবিটির শুটিং শেষ হয়। **বিনোদন প্রতিবেদক**, *ঢাকা*

*ত্রিভুজ* সিনেমার পোস্টার

আলাপন

*প্রেম ও ছলনার গল্প* নাটকে অভিনয় করে প্রশংসা কুড়িয়েছেন **নিদ্রা দে নেহা**। মুক্তির অপেক্ষায় রয়েছে *শরতের জবা*, *নীল জোছনা*, *আধুনিক বাংলা হোটেল* প্রভৃতি চলচ্চিত্র ও সিরিজ। তরুণ এই অভিনেত্রীর সঙ্গে কথা বলল ‘বিনোদন’

# চরিত্রের মধ্যে থাকাটা উপভোগ করি

**‘প্রেম ও ছলনার গল্প’ তো আপনার প্রথম নাটক। কাজের অভিজ্ঞতা কেমন ছিল?**
কাজের অভিজ্ঞতা খুবই ভালো। আমার বিপরীতে ইয়াশ রোহান ভাইয়া ছিলেন। আরেক শিল্পী রিয়া ঘোষ আমার বিভাগের (চারুকলা) বড় আপু। ২০২২ সাল থেকেই নাটকের প্রস্তাব পাচ্ছিলাম। কিন্তু সময় নিচ্ছিলাম। ফিকশনে আমার শুরুটা ওটিটি দিয়ে। মাঝখানে চলচ্চিত্র, বিজ্ঞাপনও করেছি। নাটকে ভালো গল্পের অপেক্ষায় ছিলাম। পথিক সাধন দাদা বলছেন, একটা প্যারালাল চরিত্র আছে। সব মিলিয়ে চরিত্রটা খুব মজার মনে হয়েছে।

**বিয়ের পর প্রান্তর দস্তিদার ও নিদ্রা দে নেহাকে ‘শখের নারী’তে আবার জুটি হিসেবে পাওয়া যাবে...**
আমার ও প্রান্তরের একসঙ্গে এখন পর্যন্ত সবচেয়ে পছন্দের একটি কাজ *শখের নারী*। চরকির *আন্তঃনগর* দিয়ে আমাদের জুটি শুরু। এরপর বিয়ে করেছি। বিয়ের পর অনেকগুলো বিজ্ঞাপনচিত্রে কাজ করেছি। *শখের নারী* কাজটা আমার কাছে বিশেষ। এটার প্রিভিউ কপিটা দেখেছি। একদম মনের মতো একটা কাজ হয়েছে। এটি মুক্তি পেলে সবাই দেখবেন। আমাদের কেমিস্ট্রি ক্যামেরার পেছনে যেমন, সামনেও তেমন। কোনো পার্থক্য হয় না। ওর সঙ্গে কাজ করতে আমার খুবই বেশি ভালো লাগে। আমাদের জন্য ক্যামেরার সামনে কিংবা পেছনে বলে কোনো রসায়ন নেই। আমাদের কেমিস্ট্রিটা আসলে আমাদেরই।

**বিজ্ঞাপনচিত্রে মডেল হিসেবে পরিচিতি পাওয়ার পর অভিনয়ে নাম লিখিয়েছেন, নিয়মিত কাজ করছেন। অভিনয় নিয়ে আপনার পরিকল্পনা কী?**
২০২০ সালের ‘মিস ইউনিভার্স বাংলাদেশ’ দিয়ে আমার মডেলিংয়ের শুরু। কখনো অভিনয় শিখিনি। তবে ছোটবেলায় নাচ করতাম। মোস্তফা সরয়ার ফারুকী ভাইয়ের *আমার বাংলাদেশ*-এ কাজ করেছি। নিজেকে সব সময় অভিনয়শিল্পী হিসেবেই দেখতে চাই। অভিনয়টা খুব ভালোবাসি। আমি যখন অভিনয় করি, তখন নিদ্রা থাকি না, একেকটা চরিত্র হয়ে উঠি। চরিত্রে থাকলে আমার জীবনের কোনো চিন্তা মাথায় রাখতে হয় না। একেক সময় একেক চরিত্র ধারণ, ওই চরিত্রের মধ্যে থাকা, এটা খুবই উপভোগ করি। আজীবন অভিনয়শিল্পী হিসেবে কাজ করতে চাই। অভিনয়ের ওপর কিংবা চলচ্চিত্রের ওপর মাস্টার্স করতে চাই। অভিনয়ের পাশাপাশি পরিচালনার সঙ্গেও থাকতে চাই।

**ওটিটি ও নাটকের বাইরে মুক্তির অপেক্ষায় থাকা ‘শরতের জবা’, ‘নীল জোছনা’ চলচ্চিত্রেও অভিনয় করেছেন...**
*শরতের জবা* আমার প্রথম সিনেমা। এই সিনেমায় কুসুম শিকদার আপু, ইয়াশ রোহান ভাইয়ার মতো সহশিল্পী পেয়েছি। সবচেয়ে বড় কথা হলো, আমার সঙ্গে জুটি ছিলেন জিতু আহসান ভাই, যাঁকে আমরা ছোটবেলা থেকে দেখেছি। ওনাদের কাছে আমি খুবই নগণ্য। সবার প্রতি কৃতজ্ঞতা জানাই। সিনেমাটি শিগগিরই মুক্তি পাবে।

আর *নীল জোছনা* সিনেমায় নির্বাচিত হওয়ার পর জানতে পারি যে ওপার বাংলার অভিনেত্রী পাওলি দামের সঙ্গে অভিনয় করছি। বাংলাদেশের গুণী শিল্পীরা আছেন, মেহের আফরোজ শাওন আপা, পার্থ বড়ুয়া দাদা, এফ এস নাঈম ভাই, ইন্তেখাব দিনার ভাই আছেন। আমার বিপরীতে আছেন নাফিস ভাইয়া। পরিচালনায় ছিলেন আফসানা মিমি আপু। এত এত গুণী মানুষের কাছ থেকে অনেক কিছু শেখার ছিল।

আমার ফিকশনের ক্যারিয়ার চরকি দিয়েই শুরু। চরকির সঙ্গে *আধুনিক বাংলা হোটেল* নামে আরেকটি ওয়েব সিরিজে কাজ করেছি। এতে মোশাররফ করিম ভাইয়ের সঙ্গে কাজ করেছি। ওনার কাছে অনেক কিছু শিখেছি। সিরিজটি নির্মাণ করেছেন তরুণ নির্মাতা কাজী আসাদ।

**শোবিজে এলেন কীভাবে?**
ছোটবেলা থেকেই নাচ করতাম। ফ্যাশন করে ছবি তুলতাম। মা খুব চাইত, লাক্স-চ্যানেল আই সুপারস্টারে যাই। ঢাকায় আসার পর মনে হলো, মায়ের স্বপ্নটা নিয়ে আবার ভাবা যায়। ফ্যাশন ফটোগ্রাফার সৈকত রাইয়ান ভাইয়ের কথা না বললেই নয়। উনি না থাকলে আমার শোবিজে আসা হতো না। উনি বললেন, ‘তুমি চেষ্টা করতে পারো।’ এর মধ্যে মিস ইউনিভার্সে অংশ নিই। টপ টেনে চলে আসি। এভাবেই শোবিজে আসা। স্বপ্ন এটাই যে অভিনয়শিল্পী হিসেবে আমাকে যেন সবাই মনে রাখতে পারেন; সে ধরনের কিছু কাজ করে যেতে চাই। নিদ্রা হিসেবে স্মরণ রাখার দরকার নেই, আমার কাজ দিয়ে যেন মনে রাখতে পারেন।

**আপনার জন্ম, বেড়ে ওঠা, পড়াশোনা কোথায়?**
আমার জন্ম ভোলার চরফ্যাশন থানায়। মফস্সল জায়গা, সেখান থেকে আমি আমার স্বপ্নের জায়গায় আসতে পেরেছি, এর জন্য পরিবারের প্রতি আমি কৃতজ্ঞ। মফস্সলে থাকলেও নাচ, গানের মধ্যে বেড়ে উঠেছি। এসএসসির পর ঢাকায় আইডিয়াল কলেজে পড়েছি। আমি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে চারুকলা থেকে অনার্স করেছি। ছবি আঁকার অভিজ্ঞতাটা অভিনয়ে খুব কাজে লাগছে।

সাক্ষাৎকার : **মকফুল হোসেন**, *ঢাকা*

নিদ্রা দে নেহা। ছবি : শিল্পীর সৌজন্যে

শুটিংয়ে এক দিন

*ছবির মতো* নাটকে খায়রুল বাসার ও তানজিন তিশা। ঢাকার উত্তরায় সম্প্রতি এ নাটকের শুটিং শেষ হয়েছে। সাজিন আহমেদের রচনায় নাটকটি পরিচালনা করেছেন তুহিন হোসেন। গল্প প্রসঙ্গে পরিচালক বললেন, ‘চাকরির পাশাপাশি ফটোগ্রাফি করে একটা ছেলে। একদিন একটা পাখির ছবি তুলতে গিয়ে কাশবনে একটা মেয়ের দেখা পায়। প্রাণচঞ্চল মেয়েটি দৌড়াচ্ছিল। মেয়েটির ছবি তুলতে থাকে। একটা সময় মনে হয়, অনুমতি ছাড়া ছবিগুলো তোলা ঠিক হয়নি। তারপর মেয়েটার কাছে গিয়ে দুঃখ প্রকাশ করে। ছবিগুলো ফেরত দিতে চায়। পছন্দ না হলে ডিলিট করার প্রস্তাবও দেয়। কিন্তু ছবিগুলো পছন্দ হওয়ায় দুজনের কথাবার্তা আগায়। প্রেম হয়। এভাবে গল্পটা আগাতে থাকে।’ নাটকটিতে আরও অভিনয় করেছেন হিন্দোল রায়, মারুফ মিঠু, দিশা প্রমুখ। ছবি : পরিচালকের সৌজন্যে

# এপারের রাজ আর ওপারের জিতকে নিয়ে রাফীর ‘লায়ন’

চলচ্চিত্র

**বিনোদন প্রতিবেদক**, *ঢাকা*

পশ্চিমবঙ্গের অভিনেতা জিৎকে নিয়ে *লায়ন* নামে সিনেমা বানাচ্ছেন রায়হান রাফী—কয়েক দিন ধরেই এমন একটা খবর অন্তর্জালে ঘুরে বেড়াচ্ছে। যোগাযোগ করা হলে খবরের সত্যতা নিশ্চিত করে নির্মাতা জানালেন, ‘বিশাল আয়োজনে সিনেমাটি হবে। এমন একটি গল্প নিয়ে কাজ করছি, দেশের দর্শক যা আগে দেখেনি।’

রায়হান রাফী গতকাল সকালে জানান, ‘*লায়ন*-এ ওপার বাংলার জনপ্রিয় অভিনেতা জিৎ নতুনভাবে পর্দায় আসছেন।’ কলকাতার দর্শক ধরতেই কি জিতকে নিয়েছেন? ‘নিঃসন্দেহে জিৎ একজন ভালো, দক্ষ ও যোগ্য অভিনেতা। কলকাতা ও আমাদের এখানে তাঁর বড় শ্রেণির দর্শক রয়েছে। সেসব দর্শককে আমরা টার্গেট করতে চাই। আমরা শুধু ঢালিউডের বাজারের ওপর নির্ভর করতে চাইছি না, আন্তর্জাতিক বাজারও ধরতে চাই। বাংলাদেশের সিনেমা কলকাতায় দর্শক পছন্দ করলেও সেই অর্থে ব্যবসায়িকভাবে আমরা সফল হতে পারছি না। আমাদের এখানে কলকাতার তারকারা পরিচিতি যত বেশি পাবে, তত দর্শক বেশি হবে। তেমনি আমি রাফী যদি কলকাতায় পরিচিতি পাই, তাহলে তারাও কিন্তু আমার পরের ছবিগুলো দেখবে। সবাইকে বাজার সম্প্রসারণ করতে কাজ করতে হবে,’ বলেন রাফী।

জিৎ। ছবি : অভিনেতার ইনস্টাগ্রাম থেকে

শরীফুল রাজ। ছবি : প্রথম আলো

রায়হান রাফী। ছবি : প্রথম আলো

*লায়ন*-এ কলকাতার জিতের সঙ্গে থাকবেন ঢাকার শরীফুল রাজ। ২০২২ সালে নির্মাতার আরেক আলোচিত সিনেমা *পরাণ*-এও ছিলেন রাজ। নির্মাতা জানালেন, ‘শরীফুল রাজের চরিত্রেও চমক আছে।’

রায়হান রাফীর বিশ্বাস, তাঁর আগের সিনেমাগুলোকে ছাড়িয়ে যাবে *লায়ন*। *পরাণ*, *সুড়ঙ্গ*, *তুফান*-এর মতো আলোচিত ও ব্যবসাসফল ছবির নির্মাতা রাফী বলেন, ‘*লায়ন* নানা বৈচিত্র্যের থ্রিলার সিনেমা। এটি আমার আগের সিনেমাগুলোর চেয়ে বেশি আলোচিত হবে। সেভাবেই প্রজেক্টটিকে দাঁড় করাচ্ছি।’

আগের সিনেমাগুলো বক্স অফিসে সাড়া ফেলেছিল, এটা তাঁর জন্য কতটা চাপ তৈরি করে, জানতে চাইলে রাফী বলেন, ‘কোনো চাপ নিচ্ছি না। আমি টেনশনেও নেই। যেভাবে আমাদের আগের তিনটি সিনেমা দর্শক গ্রহণ করেছে, সেটার চেয়ে বেটার আরও কিছু দেব। যা হবে দর্শকদের প্রত্যাশার বাইরে।’

আগামী ডিসেম্বর থেকে *লায়ন*-এর শুটিং করতে যাচ্ছেন রায়হান রাফী। জানিয়ে রাখলেন, তিনটি কিস্তিতে সিনেমাটি শেষ হবে। প্রথম কিস্তি আগামী পবিত্র ঈদুল ফিতরে মুক্তি দিতে চান। অনেক কিছু বললেও সিনেমার গল্প নিয়ে কিছু বলতে চাইলেন না, ‘আমরা শুধু গল্পের আঁচ দিতে পারি। ছবির ৭০ শতাংশ শুটিং হবে সাগরের মাঝে। সেখানেই হবে অ্যাকশন। তবে লোকেশন এখনো অনির্ধারিত।’

*বলী*র একটি দৃশ্য। ছবি : নির্মাতার সৌজন্যে

# বাংলাদেশ থেকে অস্কারে যাচ্ছে ‘বলী’

**বিনোদন প্রতিবেদক**, *ঢাকা*

৯৭তম অস্কারে যাচ্ছে ইকবাল হোসাইন চৌধুরীর *বলী : দ্য রেসলার*। বেস্ট ইন্টারন্যাশনাল ফিচার ফিল্ম বিভাগে বাংলাদেশের প্রতিনিধিত্ব করবে সিনেমাটি। অস্কার বাংলাদেশ কমিটির গণমাধ্যম সমন্বয়ক রবিন শামস গতকাল *প্রথম আলো*কে এ তথ্য জানান।

অস্কার বাংলাদেশ কমিটি গত মাসে ৯৭তম অস্কারে বেস্ট ইন্টারন্যাশনাল ফিচার ফিল্ম বিভাগে মনোনয়নের জন্য ছবি আহ্বান করে। গত মঙ্গলবার রাতে সিনেমাটি দেখার পর অস্কার কমিটি সিনেমাটিকে চূড়ান্ত করে।

প্রতিক্রিয়া জানতে চাইলে কানাডা থেকে পরিচালক ইকবাল হোসাইন চৌধুরী বলেন, ‘বাংলাদেশের অস্কার কমিটি *বলী*কে গুরুত্বের সঙ্গে নিয়েছে, সে জন্য তাদের আন্তরিক ধন্যবাদ। আমরা অস্কার জিতব কি না, জানি না। হয়তো জিতব না। তবে বছরের অন্য দশটা সেরা সিনেমার চেয়ে পিছিয়ে, এটাও মনে করি না। *বলী*তে নাসির উদ্দিন খানের অভিনয় আমার চোখে এ বছরের সেরা। প্রিয়াম, ইতমাম, এনজেল—সবাই এককথায় অসাধারণ।’

বাংলাদেশে মুক্তির আগে হঠাৎই গত শুক্রবার কানাডায় মুক্তি পায় *বলী*। কানাডার সেন্ট্রাল পার্ক সিনেমাজের একটি প্রেক্ষাগৃহে সিনেমাটি এখনো চলছে। জানা গেছে, মূলত অস্কারের প্রিভিউ কমিটিতে জমা দিতেই স্বল্প পরিসরে সিনেমাটি মুক্তি দেওয়া হয়েছে।

একাডেমি অব মোশন পিকচার আর্টস অ্যান্ড সায়েন্সেসের আয়োজনে ২০২৫ সালের ২ মার্চ অনুষ্ঠিত হবে ৯৭তম অস্কার অনুষ্ঠান।

# নেটফ্লিক্সের সিরিজটি নিয়ে এত বিতর্ক কেন

**বিনোদন ডেস্ক**

হোসে মেরেনডেজের গল্পটা হয়তো অনেকেরই জানা, কেউ আবার না-ও জানতে পারেন। কিউবায় বিপ্লবের পর ‘আমেরিকান ড্রিম’ সত্যি করতে তরুণ বয়সে যুক্তরাষ্ট্রে হাজির হয়েছিলেন জোসে। রেস্তোরাঁয় ডিশ ওয়াশের কাজ দিয়ে শুরু। এরপর নানা সংগ্রাম করে পড়াশোনা শেষ করেন, হন একটি প্রতিষ্ঠানের প্রধান নির্বাহী। এ পর্যন্ত তাঁর জীবনের গল্প সিনেমা বা সিরিজ নির্মাণের জন্য যথেষ্ট ছিল, তবে মূল ঘটনা তখনো শুরুই হয়নি।

হোসের ছিল দুই ছেলে লায়েল ও এরিক মেরেনডেজ; আপাতদৃষ্টে সুখী সংসার। তবে এই মেরেনডেজ পরিবার হঠাৎই আলোচনার কেন্দ্রে আসে ১৯৮৯ সালে। লায়েল ও এরিকের হাতে খুন হন তাঁদের মা-বাবা ম্যারি লুসি কিটি ও হোসে মেরেনডেজ! ১৯৯৬ সালে অভিযোগ প্রমাণিত হওয়ার পর দুই ভাইয়েরই যাবজ্জীবন কারাদণ্ড হয়। পরে দুই ভাই জানান, বাবার হাতে দীর্ঘদিন শারীরিক, মানসিক ও যৌন নির্যাতনের শিকার হয়েছেন তাঁরা। আলোচিত এ ঘটনা এবার উঠে এসেছে পর্দায়। বাস্তব অপরাধের কাহিনি নিয়ে নির্মিত হয় নেটফ্লিক্সের *মনস্টার* সিরিজ। লায়েল ও এরিকের ঘটনা নিয়ে নির্মিত হয়েছে এবারের কিস্তি। চলতি সপ্তাহেও নেটফ্লিক্সের টিভি সিরিজের তালিকায় শীর্ষে আছে *মনস্টার*। তবে গত ১৯ সেপ্টেম্বর মুক্তির পর থেকেই সিরিজটি নিয়ে শুরু হয়েছে তুমুল বিতর্ক।

সিরিজের দুই ভাইয়ের চরিত্রে অভিনয় করেছেন কুপার কোচ ও নিকোলাস আলেকজান্ডার চাভেজ। তাঁদের মা-বাবার চরিত্রে দেখা গেছে ক্লোয়ি সিভিগনি ও হাভিয়ের বারদেমকে। সিরিজটির নির্বাহী প্রযোজক রায়ান মার্ফি ও ইয়ান ব্রিনান। মুক্তির প্রথম পাঁচ দিনেই সিরিজটির ভিউ ১২ দশমিক ৩ মিলিয়নের বেশি।

*মনস্টার*-এর দৃশ্য। ছবি : নেটফ্লিক্স

*মনস্টার*-এর জনপ্রিয়তা সহজেই অনুমান করা যায়। তবে সমালোচকেরা মনে করেন, সিরিজের কিছু বিষয় প্রদর্শনের ক্ষেত্রে আরও সংবেদনশীল হতে পারত। নির্মাতাদের ভাষ্য, সিরিজে দুই সন্তান, তাঁদের মা-বাবা উভয়ের দৃষ্টিভঙ্গি উঠে এসেছে। দীর্ঘ গবেষণার পরই সিরিজটি বানিয়েছেন তাঁরা। ব্রিটিশ গণমাধ্যম *দ্য গার্ডিয়ান* সিরিজটিকে ‘ক্লান্তিকর’ ও ‘পুনরাবৃত্তিমূলক’ বলে অভিহিত করেছে। অনলাইন গণমাধ্যম ইন্ডিওয়্যারের মত, সিরিজটি ‘অগোছালো’। ব্রিটিশ গণমাধ্যম *দ্য টেলিগ্রাফ* মনে করে, সিরিজটির বিষয় ‘অতি সংবেদনশীল’, যা তুলে ধরার ক্ষেত্রে আরও সচেতনতার প্রয়োজন ছিল।

এরিক ও লায়েল মেরেনডেজের বয়স এখন ৫৩ ও ৫৬; দুজনই সান ডিয়েগোর একটি জেলখানায় সাজা খাটছেন। *মনস্টার* মুক্তির পর এরিক তাঁর স্ত্রীর মাধ্যমে একটি বিবৃতি দেন। সেখানে তিনি সিরিজটিকে ‘হতাশাজনক’ বলে উল্লেখ করেন।

“ সবচেয়ে বেশি খুশি হব ১০০তম ম্যাচে ভালো কিছু করে দলের জয়ে অবদান রাখতে পারলে।

**নিগার সুলতানা**
**দেশের হয়ে** শততম টি-টোয়েন্টি ম্যাচে আজ বিশেষ **কিছু করতে** চান বাংলাদেশ নারী দলের অধিনায়ক

নারী টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপের ১০ অধিনায়কের আনুষ্ঠানিক ফটোসেশনে তুলে ধরা হলো সংযুক্ত আরব আমিরাতের ঐতিহ্য। গতকাল দুবাই আন্তর্জাতিক ক্রিকেট স্টেডিয়ামে। ছবি : আইসিসি

# স্মরণীয় বিশ্বকাপের আশা নিগারদের

**মেয়েদের টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ**

স্বাগতিক থেকে শুধুই আয়োজক হয়ে যাওয়া টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপে বাংলাদেশের মেয়েরা মাঠ নামবেন ইতিহাস বদলানোর স্বপ্ন নিয়ে।

**ক্রীড়া প্রতিবেদক**, *ঢাকা*

আজ রঙিন সাজে সাজার কথার ছিল শেরেবাংলা স্টেডিয়ামের। মেয়েদের টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপের উদ্বোধনকে ঘিরে উৎসবের আলোয় ঝলমল করার কথা ছিল বাংলাদেশের হোম অব ক্রিকেটের। ঘরের মাঠে উদ্বোধনী ম্যাচে স্কটল্যান্ডের বিপক্ষে চোখেমুখে দৃপ্ত প্রত্যয় নিয়ে মাঠে নামার কথা ছিল নিগার সুলতানার দলের।

নিগাররা আজ বিশ্বকাপে উদ্বোধনী ম্যাচে মাঠে নামছেন ঠিকই, তবে সেটি শেরেবাংলায় নয়, কয়েক হাজার কিলোমিটার দূরের শারজা ক্রিকেট স্টেডিয়ামে। আগস্টে দেশের রাজনৈতিক পটপরিবর্তনের পর আইসিসি বাংলাদেশ থেকে বিশ্বকাপটাকে সরিয়ে নিয়েছে সংযুক্ত আরব আমিরাতে। আয়োজকস্বত্ব হারায়নি বাংলাদেশ, তবে 'স্বাগতিক' শব্দটার পরিবর্তে এখন 'আয়োজক' শব্দটাই বেশি জুতসই বাংলাদেশের জন্য। বিশ্বকাপের ফাইনাল হবে ২০ অক্টোবর দুবাইয়ে।

স্বাগতিক থেকে শুধুই আয়োজক হয়ে যাওয়া বিশ্বকাপে বাংলাদেশের মেয়েরা মাঠ নামবেন ইতিহাস বদলানোর স্বপ্ন নিয়ে। ২০১৪ সালে ঘরের মাঠে প্রথমবার বিশ্বকাপ খেলতে নেমেছিল বাংলাদেশ। সেই বিশ্বকাপে দুটি ম্যাচ জয়ই হয়ে আছে মেয়েদের টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপে বাংলাদেশের সর্বশেষ সুখস্মৃতি। এরপর খেলা চার বিশ্বকাপে টানা ১৬টি ম্যাচে শুধু হারই সঙ্গী হয়েছে বাংলাদেশের।

আজ প্রথমবার খেলতে আসা স্কটল্যান্ডকে হারিয়ে সেই হারের ধারা থেকে নিগাররা বেরিয়ে আসতে পারবেন কি না, সেটিই বড় প্রশ্ন। স্কটল্যান্ডের বিপক্ষে এর আগে চারটি টি-টোয়েন্টি খেলে চারটিতেই জেতা বাংলাদেশই আজ ফেবারিট। পরে কী হবে, সেটি না ভেবে অন্তত শুরুটা জয় দিয়ে করার ভালো সুযোগ বাংলাদেশ নারী ক্রিকেট দলের সামনে।

'বি' গ্রুপে বাংলাদেশ এরপর সাবেক দুই বিশ্ব চ্যাম্পিয়ন ইংল্যান্ড ও ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিপক্ষে খেলার পর মাঠে নামবে দক্ষিণ আফ্রিকার বিপক্ষে। কাগজে-কলমে শক্তির পার্থক্যে ও র‍্যাঙ্কিংয়েও ওই তিন দলের চেয়ে পিছিয়ে বাংলাদেশের মেয়েরা। এমন প্রতিদ্বন্দ্বীদের পেছনে ফেলে সেরা দুইয়ে থেকে সেমিফাইনাল ওঠার কাজটা যে কঠিন, সেটি নিগাররা জানেন। তবে কঠিনেরে জয় করার ইচ্ছা না থাকলে আর খেলার মাঠে নামা কেন!

বিশ্বকাপ শুরুর আগে গতকাল অধিনায়ক নিগার সুলতানার কণ্ঠেও ছিল ইতিহাস বদলানোর প্রত্যয়, '২০১৪ সাল ছাড়া বিশ্বকাপে তো আমাদের বলার মতো কিছু নেই। তাই এই বিশ্বকাপটা আমাদের জন্য অনেক গুরুত্বপূর্ণ। আমরা চাই এমন কিছু করতে, যাতে এই বিশ্বকাপটার কথা মনে থাকে।'

এবারের বিশ্বকাপটাকে স্মরণীয় করতে সবার আগে যে আজ স্কটল্যান্ডকে হারাতে হবে, সেটি তো জানাই। এটি আবার নিগার সুলতানার ১০০তম আন্তর্জাতিক টি-টোয়েন্টি ম্যাচ। উপলক্ষটা স্মরণীয় করে রাখতে জয়টাই কাঙ্ক্ষিত আজ। শেষ প্রস্তুতি ম্যাচে পাকিস্তানকে হারানোর পর দল নিয়ে আত্মবিশ্বাস আরও বেড়েছে নিগারের, 'স্কটল্যান্ডকে হারিয়েই শুরু করতে চাই। সর্বশেষ প্রস্তুতি ম্যাচে পাকিস্তানের বিপক্ষে যেভাবে সবাই খেলেছে, সবার মধ্যে ম্যাচ জয়ের যে ক্ষুধা দেখেছি, ব্যাটিং-বোলিং-ফিল্ডিং তিন বিভাগেই ভালো খেলেছে সবাই। তাই বলব, স্কটল্যান্ডের বিপক্ষে জয় দিয়ে শুরু করতে আমরা প্রস্তুত।'

২০১৫ সালে প্রথম আন্তর্জাতিক টি-টোয়েন্টি ম্যাচ খেলেছেন নিগার। ৯ বছর পর শততম ম্যাচ খেলবেন। দারুণ কিছু করেই উপলক্ষটা রাঙাতে চান তিনি, 'বিশ্বাসই হচ্ছে না ১০০তম ম্যাচ খেলতে যাচ্ছি। মনে হয়, এই তো শুরু করলাম! সবচেয়ে বেশি খুশি হব ১০০তম ম্যাচে ভালো কিছু করে দলের জয়ে অবদান রাখতে পারলে।'

টুর্নামেন্টে অনেক দূর যাওয়ার স্বপ্ন দেখছেন বাংলাদেশ নারী দলের শ্রীলঙ্কান কোচ হাশান তিলকরত্নেও, 'আমরা অনেক দূর যেতে চাই, মেয়েরা জানে তাদের কী লক্ষ্য। আমরা বাংলাদেশের ২০০ মিলিয়ন মানুষকে ইতিবাচক ফল উপহার দিতে চাই।'

আজ মাঠে নামলেই বাংলাদেশের প্রথম নারী খেলোয়াড় হিসেবে শততম টি-টোয়েন্টি খেলবেন নিগার। '১০০' ডাকছে বাংলাদেশের আরেক খেলোয়াড় নাহিদা আক্তারকেও। আর ১টি উইকেট পেলেই এই সংস্করণে ১০০ উইকেটের মাইলফলক ছুঁয়ে ফেলবেন এই বাঁহাতি স্পিনার।

**বাংলাদেশের ম্যাচ**

| তারিখ | বিপক্ষ | ভেন্যু | সময় |
|---|---|---|---|
| ৩ অক্টোবর | স্কটল্যান্ড | শারজা | বিকেল ৪টা |
| ৫ অক্টোবর | ইংল্যান্ড | শারজা | রাত ৮টা |
| ১০ অক্টোবর | ওয়েস্ট ইন্ডিজ | শারজা | রাত ৮টা |
| ১২ অক্টোবর | দক্ষিণ আফ্রিকা | দুবাই | রাত ৮টা |

# 'এই সেঞ্চুরিটা আমার জীবনের সেরা'

**সাক্ষাৎকারে মুমিনুল হক**

**মোহাম্মদ জুবাইর**, *কানপুর থেকে*

কানপুর টেস্টে বাংলাদেশ দলের একমাত্র ইতিবাচক দিক মুমিনুল হকের সেঞ্চুরি। টেস্ট ক্যারিয়ারের ১৩তম সেঞ্চুরিটি অবশ্য দলের ব্যর্থতায় চাপা পড়ে গেছে। কাল কানপুর থেকে দিল্লির বিমান ধরার আগে মুঠোফোনে দেওয়া সাক্ষাৎকারে ভারতীয় বোলিংয়ের বিপক্ষে করা স্মরণীয় সেঞ্চুরির গল্প শোনালেন মুমিনুল। সঙ্গে ভারতের বিপক্ষে টেস্ট সিরিজে দলের পারফরম্যান্স নিয়ে তাঁর পর্যালোচনাও।

**প্রথম আলো :** ভারত সফরে দলের পারফরম্যান্সকে কীভাবে মূল্যায়ন করবেন?

**মুমিনুল হক :** সব মিলিয়ে চিন্তা করলে, যেমন প্রত্যাশা ছিল, ওই অনুযায়ী খেলতে পারিনি। যেমন চিন্তা করেছিলাম, সেটি পূরণ করতে পারিনি। হেরেছি ঠিক আছে, কিন্তু শোচনীয়ভাবে হারাটা ঠিক হয়নি।

**প্রথম আলো :** পাকিস্তানে জিতে আসার পর ভারত নিয়ে আপনাদের দলগত ভাবনা কী ছিল? সেটার কতটা পূরণ করতে পেরেছেন?

**মুমিনুল :** আমরা সবাই জানতাম যে ভারত সিরিজ কঠিন হবে। একটা সিরিজ শেষ হলে ভালো হোক বা খারাপ, সেটা তো আর থাকে না। পাকিস্তান সিরিজটি তাই অতীত হয়ে গিয়েছিল। যেটা বললাম, আমরা যতটা প্রত্যাশা করছিলাম, তেমন খেলতে পারিনি। প্রথম ম্যাচে বোলাররা খুব ভালো করেছিল। ব্যাটসম্যানরা ভালো করতে পারিনি। দ্বিতীয় ম্যাচে তিন বিভাগেই পারিনি।

**প্রথম আলো :** চেন্নাইয়ে কিছুটা হলেও প্রতিদ্বন্দ্বিতা দেখা গিয়েছিল। কানপুরে ভারতের ব্যাটিং বাংলাদেশকে কোনো সুযোগই দেয়নি। ভারতের ওই ব্যাটিং পারফরম্যান্স নিয়ে আপনার ভাবনা জানতে চাই।

**মুমিনুল :** এটা তো আগে থেকেই বোঝা যাচ্ছিল। ডে বাই ডে, সবাই টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপের প্রতি ফোকাস করছে। হাই ইনটেনসিটি খেলা, অ্যাটাক করা। আইসিসিও টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপটা এমনভাবে প্রমোট করছে, এটার কারণেও হাই ইনটেনসিটি চলে আসছে। এখন তাই ফল বের করাটাই বড় হয়ে গেছে। ড্র করলে মাত্র ৪ পয়েন্ট আর জিততে পারলে ১২ পয়েন্ট।

**প্রথম আলো :** ড্র তো মনে হয় টেস্ট ক্রিকেট থেকে হারিয়েই যাচ্ছে...

**মুমিনুল :** হ্যাঁ, কেউ ড্রয়ের চিন্তা করে খেলে না। সবাই রেজাল্টের জন্য খেলে। প্রতিটি দলই এখন প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছে সেরা দুই-তিনে থাকার জন্য। টেস্ট ক্রিকেটের জন্য এটা ভালো। ইনটেনসিটি বাড়ছে।

**প্রথম আলো :** ব্যক্তিগতভাবে আপনার জন্য কানপুর টেস্টটা ভালো গেছে বলা যায়। এই ভারতীয় বোলিংয়ের বিপক্ষে টেস্ট সেঞ্চুরি, তাদেরই মাটিতে...নিশ্চয়ই এ নিয়ে সন্তুষ্টি আছে?

**মুমিনুল :** দলগতভাবে চিন্তা করলে এটার কোনো মূল্য নেই। তবে ব্যক্তিগতভাবে চিন্তা করলে... অবশ্যই বিশ্বের সেরা বোলিং দলের একটি। পাঁচজন পাঁচ রকম বোলার, সবাই উঁচু মানের। অনেক কষ্ট হয়েছে রান করতে। প্রতিটি সময় চ্যালেঞ্জ ছিল। প্রতিটি বলে চ্যালেঞ্জ ছিল। আমার মনে হয়, (ভারতের বোলিং) বিশ্বের সেরা আক্রমণের একটি। সেদিক থেকে এই সেঞ্চুরিটা আমার জীবনের সেরা ইনিংস।

**প্রথম আলো :** খুব ভালো সুইপ খেলেছেন সেদিন...

**মুমিনুল :** ওইটা আমি পরিকল্পনা করে এসেছিলাম। কারণ, সুইপটা সব বোলারের বিপক্ষে বা সব কন্ডিশনে খেলার দরকার পড়ে না। আপনার সামনে যখন উঁচু মানের বোলার, টেস্টের ১ নম্বর, ২ নম্বর বোলার...ওরা তো এক-দুই হয়েছে ওই সব কারণেই। ওদের সামনে তো সুইপ ছাড়া বিকল্প নেই। সুইপ করেই রান নিতে হবে। সেটা পরিকল্পনায় রাখতে হবে। আমিও রেখেছিলাম, সফল হয়েছি। তবে অনেক চ্যালেঞ্জ ছিল, ঝুঁকি ছিল।

**প্রথম আলো :** পাকিস্তান সিরিজ থেকেই আপনি বাউন্সার বেশ ভালো সামলাচ্ছেন। কখনো আপার কাটে, কখনো পুল শটে।

**মুমিনুল :** আমি এটার জন্য অনুশীলন করেছি, সঙ্গে মাইন্ডসেটও দরকার। ব্যাটসম্যান সেট হয়ে গেলে বোলারদের সবশেষ অপশন থাকে বাউন্সার। ওই অপশনটা কখন আসে, পরিস্থিতিটা কখন আসে সেভাবে মাইন্ডসেট ঠিক করে খেলতে হয় আরকি। ফিল্ড সাজানো দেখে নিই। কখনো দেখা যায়, সব জায়গা বন্ধ করে দেয়। তখন আবার ভিন্ন কিছু ভাবতে হয়। অন্য কিছু খেলতে হয়। পরিস্থিতি বুঝে যখন যেটা কাজে লাগে। আপার কাট আবার একটু আলাদা। তবে ওই জায়গায় ফিল্ডার দিয়ে দিলে আবার খেলা যায় না। তখন বল ছাড়তে হয় বা পুল করতে হয়।

**প্রথম আলো :** সেঞ্চুরিটা এসেছে ৩ নম্বরে নেমে। যদিও আপনার ৪ ও ৩ নম্বরের ব্যাটিং রেকর্ডে তেমন বড় পার্থক্য নেই। তবু মানসিকতার তো একটু ভিন্নতা থাকে।

**মুমিনুল :** তিনে ব্যাটিং করলে একটু ভিন্ন মাইন্ডসেট হয়ই। কারণ, বেশির ভাগ সময় নতুন বল খেলতে হয়। পেসারদের খেলতে হয়। সুইং থাকে। চ্যালেঞ্জটা বেশি থাকে। সেভাবে মাইন্ডসেট ঠিক করতে হয়।

**প্রথম আলো :** দক্ষিণ আফ্রিকা সিরিজেও তিনে খেলবেন?

**মুমিনুল :** আমি নিশ্চিত নই, হয়তো-বা...টিম ম্যানেজমেন্ট জানে। এখনো কোনো পরিকল্পনা হয়নি। হয়তো দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনা আছে।

**প্রথম আলো :** দলগত ব্যাটিং পারফরম্যান্স নিয়ে কী বলবেন? আমরা দেখেছি, ব্যাটসম্যানরা প্রথম ইনিংসে ভালো করলে বাংলাদেশের বোলাররা টেস্ট জিতিয়ে দিচ্ছেন। কিন্তু ব্যাটসম্যানরা ধারাবাহিক না হওয়ায় টেস্ট দলও ধারাবাহিক হতে পারছে না। আপনি কী মনে করেন?

**মুমিনুল :** এটা মনে হওয়ার কিছু নয়! এটা ঠিক করা দরকার। বোলাররা ম্যাচ জেতায়, কিন্তু ব্যাটসম্যানরা ভালো না করলে ম্যাচ জেতা তো কঠিন, ম্যাচে টিকে থাকাও কঠিন। তাই ব্যাটিংটাও সেভাবে করতে হয়।

# অলরাউন্ডারদের শীর্ষ পাঁচে মিরাজ

**আইসিসি টেস্ট র‍্যাঙ্কিং**

**ক্রীড়া প্রতিবেদক**, *ঢাকা*

মেহেদী হাসান মিরাজ

রাওয়ালপিন্ডিতে পাকিস্তানের বিপক্ষে প্রথম টেস্টে একমাত্র ইনিংসে ৭৭ রান, বল হাতে দুই ইনিংসে ৫ উইকেট নিয়ে আইসিসির টেস্ট অলরাউন্ডার র‍্যাঙ্কিংয়ে প্রথমবার শীর্ষ দশে উঠে আসেন মেহেদী হাসান মিরাজ। ভারতে দুই ম্যাচের সিরিজ শেষে সেই মিরাজ প্রথমবারের মতো উঠে এসেছেন শীর্ষ পাঁচে।

কানপুর টেস্টের পর গতকাল প্রকাশিত সর্বশেষ র‍্যাঙ্কিংয়ে দুই ধাপ এগিয়ে পাঁচে উঠেছেন মিরাজ। ৯টি রেটিং পয়েন্ট বেড়েছে তাঁর। এই স্পিনিং অলরাউন্ডারের রেটিং পয়েন্ট এখন ২৭২। আগস্টে পাকিস্তান সিরিজের আগে ২১৩ পয়েন্ট ছিল তাঁর। ভারত সিরিজে ব্যাট হাতে অতটা ভালো করতে না পারলেও বল হাতে দুই টেস্টে নিয়েছেন ৯ উইকেট।

টেস্টে অলরাউন্ডার র‍্যাঙ্কিংয়ের শীর্ষ পাঁচে আছেন বাংলাদেশের সাকিব আল হাসানও। কানপুর টেস্ট শেষে আগের সপ্তাহের মতোই তিনে আছেন সাকিব। তাঁর ওপরে আছেন দুই ভারতীয় রবীন্দ্র জাদেজা (প্রথম) ও রবিচন্দ্রন অশ্বিন (দ্বিতীয়)।

বাংলাদেশের ব্যাটসম্যানদের মধ্যে সবচেয়ে বড় লাফ দিয়েছেন মুমিনুল হক। কানপুরে প্রথম ইনিংসে সেঞ্চুরি করা বাঁহাতি ব্যাটসম্যান ১৬ ধাপ এগিয়ে উঠেছেন ৪২ নম্বরে। সবার ওপরে আছেন মুশফিকুর রহিম (২৪)। যদিও এক ধাপ পিছিয়েছেন সাবেক এই অধিনায়ক। লিটন দাস সাত ধাপ পিছিয়ে ২০ থেকে ২৭-এ নেমে যাওয়াতেই ওপরে উঠেছেন মুশফিক।

আট ধাপ পিছিয়ে সাকিব নেমে গেছেন ৫১ নম্বরে। ২০১০ সালের জানুয়ারির পর এই প্রথম টেস্টে ব্যাটিং র‍্যাঙ্কিংয়ে ৫০-এর বাইরে ছিটকে পড়লেন সাকিব। বোলিংয়ে সাকিব এগিয়েছেন পাঁচ ধাপ। ২৮-এ উঠেছেন এই বাঁহাতি স্পিনার।

বোলিংয়ে বাংলাদেশের ১ নম্বর মিরাজ। চার ধাপ এগিয়ে ১৮ নম্বরে উঠেছেন এই অফ স্পিনার। টেস্টে এটাই তাঁর সর্বোচ্চ অবস্থান। তাইজুল ইসলামকে (২০) পেছনে ফেলেছেন মিরাজ। মিরাজ ব্যাটিংয়ে আছেন ৭০ নম্বরে।

## ছোট পর্দায় আজ

**নারী টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ** *নাগরিক টিভি, স্টার স্পোর্টস ১*

| | |
|---|---|
| **বাংলাদেশ-স্কটল্যান্ড** | বিকেল ৪টা |
| **পাকিস্তান-শ্রীলঙ্কা** | রাত ৮টা |

**উয়েফা ইউরোপা লিগ** *রাত ১০.৪৫ মি.*

| | |
|---|---|
| **ফেরেঙ্কভারোসি-টটেনহাম** | সনি স্পোর্টস টেন ২ |
| **অলিম্পিয়াকোস-ব্রাগা** | সনি স্পোর্টস টেন ৫ |
| **লাৎসিও-নিস** | সনি স্পোর্টস টেন ১ |

**উয়েফা ইউরোপা লিগ** *রাত ১টা*

| | |
|---|---|
| **পোর্তো-ম্যানচেস্টার ইউনাইটেড** | সনি স্পোর্টস টেন ২ |
| **এলফ্‌সবর্গ-এএস রোমা** | সনি স্পোর্টস টেন ১ |
| **রেঞ্জার্স-লিওঁ** | সনি স্পোর্টস টেন ৩ |

**উয়েফা কনফারেন্স লিগ** *সনি স্পোর্টস টেন ৫*

| | |
|---|---|
| **চেলসি-গেন্ট** | রাত ১টা |

# গাভাস্কার-মাঞ্জরেকারের চোখে বাংলাদেশ

**ভারতে টেস্ট সিরিজ**

**খেলা ডেস্ক**

এক মাসের ব্যবধানে মুদ্রার এপিঠ-ওপিঠ দুই-ই দেখে ফেলেছে বাংলাদেশ দল। সেপ্টেম্বরের শুরুতে পাকিস্তানকে তাদেরই মাটিতে টেস্ট সিরিজে ধবলধোলাই। এরপর সেই দলই অক্টোবরের প্রথম দিন ভারত সফরে টেস্ট সিরিজে উল্টো নিজেরাই ধবলধোলাই হয়েছে।

চেন্নাইয়ে প্রথম টেস্টটা তবু চতুর্থ দিন পর্যন্ত গেছে। কানপুরে দ্বিতীয় টেস্টে বৃষ্টি ও ভেজা মাঠের কারণে আড়াই দিন খেলা না হওয়ার পরও ম্যাচ বাঁচানো যায়নি। অথচ বাংলাদেশের এই টেস্ট দলটার কাছে সদ্য সমাপ্ত টেস্ট সিরিজে প্রত্যাশা ছিল অনেক বেশি। কিন্তু প্রত্যাশার সঙ্গে প্রাপ্তির মিল কোথায়!

ভারতের বিপক্ষে সাকিব-জাকির-মিরাজদের ব্যাটিং দেখে বাংলাদেশের ক্রিকেট-ভক্তরা তো বটেই, হতাশ হয়েছেন ভারতের সাবেক দুই ব্যাটসম্যান সুনীল গাভাস্কার ও সঞ্জয় মাঞ্জরেকারও। টেস্ট ক্রিকেটে ১০ হাজার রান করা প্রথম ব্যাটসম্যান গাভাস্কার ধুয়ে দিয়েছেন বাংলাদেশের ব্যাটসম্যানদের। আর মাঞ্জরেকারের মতে, এই সিরিজ বাংলাদেশকে বাস্তবতা বুঝিয়ে দিয়েছে।

ভারতের জয় ও বাংলাদেশের হারের কারণ ব্যবচ্ছেদ করতে গিয়ে গাভাস্কার বলেছেন, 'ওরা (বাংলাদেশের ব্যাটসম্যানরা) সম্ভবত ভুলে গিয়েছিল, এটা একটা টেস্ট ম্যাচ। এখানে অনেক সময়, আর এটা তো শেষ দিন ছিল। আমরা শান্তর (নাজমুল হোসেন) কিছু শট দেখলাম, ব্যাটে-বলে ঠিকঠাক হলে দেখতে কিন্তু অসাধারণই মনে হয়। কিন্তু যখন তা হয় না, আপনার মনে হবে, আরে, সে কী করতে চাচ্ছে!'

পরশু সকালে মুখোমুখি হওয়া প্রথম বলেই রবীন্দ্র জাদেজাকে রিভার্স সুইপ করতে গিয়ে বোল্ড হয়ে যান নাজমুল। কাণ্ডজ্ঞানহীন শটে তাঁর এমন আউটেই বাংলাদেশের দ্বিতীয় ইনিংসে ধসের শুরু। কিছুক্ষণ পর আউট হন সাদমানও। একপর্যায়ে ২ উইকেটে ৯১ রান করে ফেলা সফরকারীরা অলআউট হয় ১৪৬ রানে। গাভাস্কার মনে করেন, বাংলাদেশের ব্যাটসম্যানরা বাজে শট খেলে নিজেরাই নিজেদের সর্বনাশ ডেকে এনেছেন, 'হাফ সেঞ্চুরির পর সাদমান অফ স্টাম্পের বাইরের বলে আলগা শট খেলে আউট হলো। অথচ তার দরকার ছিল এই ভিত্তির ওপর দাঁড়িয়ে সেঞ্চুরি তুলে নেওয়া।'

পাকিস্তান সফরে মুশফিকুর রহিম, লিটন দাসদের ইনিংস পার্থক্য গড়ে দিয়েছিল। ৩ ইনিংসে মুশফিক করেছিলেন ২১৬ রান, ২ ইনিংসে লিটন ১৯৪। ভারত সিরিজে ব্যর্থ দুজনই। এই সিরিজে ৪ ইনিংসে মুশফিকের রান ৬৯, লিটনের ৩৭।

মাঞ্জরেকার বাংলাদেশের অভিজ্ঞ ক্রিকেটারদের সমালোচনা করতে গিয়ে ইএসপিএনক্রিকইনফোতে বলেছেন, 'লিটন, মুশফিকুর, সাকিব যেভাবে ব্যাটিং করেছে, আমরা তেমন কিছু দেখিনি। তাদের মনোভাব দেখে তাদের কখনো হুমকি বলে মনেই হয়নি। আমার মনে হয়, বাংলাদেশ বাস্তবতা বুঝতে পেরেছে।'

# ফুটবল গ্যালারি যেন প্রতিবাদের মঞ্চ

**চ্যাম্পিয়নস লিগ**

**খেলা ডেস্ক**

ফুটবল ম্যাচ মানেই তো উন্মাতাল গ্যালারি, আর তার সঙ্গে মিশে থাকা হাসি-কান্না ও প্রতিবাদের নানা গল্প। সেই গল্পগুলো প্রকাশের সামষ্টিক ধরনকেই মূলত বলা হয় 'তিফো'। সেটা হতে পারে বিশালাকারের ব্যানার, মোজাইক বা সমর্থকদের একসঙ্গে করা কোরিওগ্রাফ। প্রতিপক্ষ দলের মনোবল ভেঙে দিতে এবং নিজ দলকে উজ্জীবিত করতে নানা ধরনের তিফোর ব্যবহার করে থাকেন কট্টরপন্থী সমর্থক গোষ্ঠী।

গত পরশু রাতে তেমনই একটি তিফো নতুন করে আলোচনায় এসেছে। আর তিফোটি সামনে এনেছেন ফুটবল-বিশ্বের সবচেয়ে কট্টরপন্থী সমর্থক গোষ্ঠীর অন্যতম বরুসিয়া ডর্টমুন্ডের সমর্থকেরা। একই ম্যাচে ফিলিস্তিনিদের মুক্তির বার্তা নিয়ে হাজির হয়ে নজর কেড়েছেন সেল্টিক-সমর্থকেরাও।

স্কটিশ ক্লাব সেল্টিকের বিপক্ষে ঘরের মাঠে গত পরশু রাতে রীতিমতো রায়ট চালিয়েছে ডর্টমুন্ড। তবে স্বাগতিকদের ৭-১ গোলের জয় ছাপিয়ে আলোচনার কেন্দ্রে এখন বিশালাকার একটি প্রতিবাদী তিফো। সিগন্যাল ইদুনা পার্কে ম্যাচ শুরুর আগেই মূলত দৃশ্যটির অবতারণা। মাঠের একটি দিকের গোলপোস্টের পেছনে গ্যালারিতে বিশাল তিফো। ডর্টমুন্ডের রং হলুদ ও কালোর মিশেলে সেই তিফোর ওপরে লেখা—'উয়েফা মাফিয়া'। গ্যালারিতে আরেকটু ওপরের সারিতে দেখা গেল আরও একটি ব্যানার। তাতে লেখা, 'খেলা নিয়ে তোমাদের কোনো ভাবনা নেই; তোমাদের ভাবনায় শুধু টাকা।'

তিফো নিজেই যেখানে প্রতিপক্ষের আতঙ্কের জন্য যথেষ্ট, সেখানে এমন কড়া বার্তার প্রভাব যে ব্যাপক হবে, সেটা খুবই স্বাভাবিক। বিলিওনিয়ারদের কাছ থেকে খেলাকে পুনরুদ্ধার করার এই ডাক ইউরোপিয়ান ফুটবলের নিয়ন্ত্রক সংস্থা উয়েফার স্বাভাবিকভাবেই পছন্দ হয়নি। এ বিষয়ে যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য উয়েফা তদন্ত প্রতিবেদনের অপেক্ষায় আছে বলে জানিয়েছে নিউইয়র্ক টাইমসের ক্রীড়াভিত্তিক ওয়েবসাইট দ্য অ্যাথলেটিক। উয়েফা অবশ্য আগেই ক্লাবগুলোর জন্য 'মাফিয়া' শব্দ ব্যবহারে নিষেধাজ্ঞা দিয়েছিল। এই শব্দকে তারা 'উসকানিমূলক ও আক্রমণাত্মক' বলে বিবেচনা করে। এর আগে ২০২২ সালের মার্চে মার্শেইকে ২০ হাজার ইউরো জরিমানা করা হয়েছিল 'উয়েফা মাফিয়া' শব্দবন্ধটি ব্যবহার করার কারণে।

এসব প্রতিবাদী কর্মকাণ্ডের মধ্য দিয়ে সমর্থকেরা 'রিক্লেইম দ্য গেম' নামের একটি ব্লগের প্রচারণাও চালিয়েছেন। সেই ব্লগের একটি লেখায় তাঁরা বলছেন, 'উয়েফা ও ইউরোপিয়ান ক্লাব অ্যাসোসিয়েশনের (ইসিএ) কারণে ইউরোপিয়ান প্রতিযোগিতার জাদু তলানিতে নেমে যাচ্ছিল। এখন উয়েফা ক্লাব প্রতিযোগিতাকে নতুন করে পুনর্গঠনের কারণে সেই জাদু রীতিমতো হারিয়ে যাওয়ার শঙ্কায় আছে। ম্যাচ ও প্রতিযোগিতার বাড়তি সংখ্যা খেলোয়াড় ও সমর্থকদের সহ্যের শেষ সীমায় ঠেলে দিয়েছে।'

শুধু ডর্টমুন্ড-সমর্থকদের উয়েফাবিরোধী প্রচারণা নয়, একই দিন দৃষ্টি কেড়েছে সেল্টিক-সমর্থকদের ফিলিস্তিনের পাশে দাঁড়ানোর ঘটনাও। আলোকশিখায় নিজেদের রাঙিয়ে 'ফ্রি প্যালেস্টাইন' বা মুক্ত ফিলিস্তিনের বার্তা নিয়ে গ্যালারিতে উপস্থিত হয়েছিলেন তাঁরা।

ফুটবল গ্যালারিতে এই প্রতিবাদী অবস্থান অবশ্য নতুন নয়। ফুটবল যে শুধু ম্যাচে জয়-পরাজয় নয়, এসব ছাপিয়ে আরও বড় কিছু, সেই বার্তাই মূলত দিচ্ছে এ দুটি ঘটনা।

**একনজরে ফল**

| | | | |
|---|---|---|---|
| আর্সেনাল | ২ : ০ | পিএসজি |
| বার্সেলোনা | ৫ : ০ | ইয়াং বয়েজ |
| লেভারকুসেন | ১ : ০ | মিলান |
| ডর্টমুন্ড | ৭ : ১ | সেল্টিক |
| ইন্টার | ৪ : ০ | রেড স্টার বেলগ্রেড |
| আইন্দহোফেন | ১ : ১ | স্পোর্তিং লিসবন |
| ব্রাতিস্লাভা | ০ : ৪ | ম্যান সিটি |
| সালজবুর্গ | ০ : ৪ | ব্রেস্ত |
| স্টুটগার্ট | ১ : ১ | স্পার্তা প্রাগ |

গোলের পর ম্যানচেস্টার সিটি স্ট্রাইকার আর্লিং হলান্ডের উদ্‌যাপন। চ্যাম্পিয়নস লিগে পরশু রাতের ম্যাচে ব্রাতিস্লাভাকে ৪-০ গোলে উড়িয়ে দিয়েছে হলান্ডের সিটি। ছবি : রয়টার্স

# অ্যাথলেটিকসে ভাতা দাবি

**সার্চ কমিটির সঙ্গে মতবিনিময়**

**ক্রীড়া প্রতিবেদক**, *ঢাকা*

ক্রীড়াঙ্গনে সংস্কারের লক্ষ্যে গঠিত সার্চ কমিটি বিভিন্ন ফেডারেশনের সঙ্গে মতবিনিময় শুরু করেছে পরশু থেকে। জাতীয় ক্রীড়া পরিষদ ভবনে গতকাল দ্বিতীয় দিনে মতবিনিময় হয়েছে অ্যাথলেটিকস, স্কোয়াশ র‍্যাকেটস ও কাবাডি-সংশ্লিষ্টদের সঙ্গে।

জাতীয় ক্রীড়া পরিষদ ২০ জনকে আমন্ত্রণ জানালেও অ্যাথলেটিকস থেকে গেছেন ৪০ জনের বেশি। 'বঞ্চিত কর্মকর্তা' এবং সাবেক-বর্তমান অ্যাথলেটে ঠাসা অনুষ্ঠানে 'সত্যিকারের অ্যাথলেট ও সংগঠকদের' নিয়ে ফেডারেশনের কমিটি করার দাবি উঠেছে। আগের দিন দাবাড়ুরা ফেডারেশনের নির্বাচনে তাঁদের কাউন্সিলর করার দাবি করেছেন, অ্যাথলেটিকস-কাবাডিতেও একই দাবি উঠেছে।

অ্যাথলেটিকসে জাতীয় পর্যায়ে সোনাজয়ী এবং রাষ্ট্রীয় পুরস্কারপ্রাপ্তদের জন্য মাসিক ভাতা চাওয়া হয়েছে সরকারের কাছে। অ্যাথলেটিকস ফেডারেশনের সাবেক সাধারণ সম্পাদক শাহ আলম *প্রথম আলো*কে বলেন, 'সংস্কারের ব্যাপারে আমাদের মূল কথা, রাষ্ট্রীয় পুরস্কারপ্রাপ্ত খেলোয়াড়েরা যাতে ফেডারেশনের নির্বাচনে কাউন্সিলর হতে পারে, সেটা নিশ্চিত করতে হবে।'

স্বচ্ছ সংগঠক ও সাবেক খেলোয়াড়-কোচদের নিয়ে কমিটি করার দাবি তুলেছেন কাবাডি-সংশ্লিষ্টরা। ফেডারেশন সদস্য আবদুল মান্নান বলেন, 'কাবাডিতে অ্যাডহক কমিটি হলে সেটি যেন শক্তিশালী হয়। সাবেক খেলোয়াড়দের মধ্যে সিনিয়র ভিত্তিতে ২ জনকে এবং রাষ্ট্রীয় পুরস্কারপ্রাপ্তদের মধ্যে একজনকে কাউন্সিলর করার প্রস্তাব এসেছে আলোচনায়।'

স্কোয়াশ র‍্যাকেটস ফেডারেশনের সাধারণ সম্পাদক ব্রিগেডিয়ার জেনারেল জি এম কামরুল ইসলাম জানিয়েছেন, বনানীতে স্কোয়াশের জন্য বরাদ্দকৃত জায়গায় কমপ্লেক্স করার দাবি জানানো হয়েছে। এ ছাড়া বিদেশি কোচ বা কোচ আনতে আর্থিক তহবিল চাওয়া হয়েছে। বিকেএসপিতে মেয়েদের স্কোয়াশ চালু করারও দাবি তোলা হয়েছে।

**বৃষ্টি** বঙ্গোপসাগরে মৌসুমি বায়ুর প্রভাবে দেশের বিভিন্ন স্থানে বৃষ্টি হচ্ছে। বৃষ্টি থেকে বাঁচতে দুই শিক্ষার্থীর দৌড়। গতকাল দুপুর সাড়ে ১২টায় চট্টগ্রাম নগরের জামালখান মোড় এলাকায়। ছবি : সৌরভ দাশ

# ৫৪০ কোটি টাকার কাজ দলীয় লোকদের দিয়েছেন তাপস

**ঢাকা দক্ষিণ সিটি**

নগর রাজনীতিতে একক আধিপত্য নিশ্চিত করতে কারসাজি করে কাজ ভাগ-বাঁটোয়ারা করেছেন তাপস।

**মোহাম্মদ মোস্তফা**, *ঢাকা*

ফজলে নূর তাপস

ঢাকা দক্ষিণ সিটি করপোরেশনের (ডিএসসিসি) উন্নয়নকাজের বেচাবিক্রি গত চার বছরে ছিল অনেকটাই 'ওপেন সিক্রেট'। ওই সময়ে আওয়ামী লীগের নেতা-কর্মী ও দক্ষিণ সিটির মেয়রের ঘনিষ্ঠজনেরা সংস্থার উন্নয়নকাজ ও বিভিন্ন কেনাকাটার সিংহভাগ কাজ করেছেন। 'কারসাজি' করে কোনো ধরনের প্রতিযোগিতা ছাড়াই তাঁরা বাগিয়ে নিয়েছেন এসব কাজ, অঙ্কের হিসাবে যা প্রায় ৫৪০ কোটি টাকা।

এভাবে পছন্দের লোক ও ক্ষেত্রবিশেষে অযোগ্য ব্যক্তিদের দিয়ে কাজ করানোর ফলে অনেক কাজ যথাসময়ে শেষ হয়নি। এতে মাসের পর মাস জনগণকে ভোগান্তি পোহাতে হয়েছে। আবার গুণগত মান নিশ্চিত করে কাজ করতেও ঠিকাদারকে চাপ প্রয়োগ করা যায়নি।

সংস্থাটির প্রকৌশল বিভাগের অন্তত সাতজন কর্মকর্তা ও তিনজন ঠিকাদার *প্রথম আলোর* কাছে এভাবে কাজ দেওয়া ও বাস্তবায়ন করার বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন।

অনুসন্ধানে জানা গেছে, কে কোন কাজ পাবেন, তা আগেই ঠিক করা হতো। সে অনুযায়ী দরপত্র প্রকাশ করার পর নির্দিষ্ট ব্যক্তিই কাজ পেতেন। এ প্রক্রিয়ায় প্রায় ৩৭৫ কোটি ৮৬ লাখ টাকার উন্নয়নকাজ বাস্তবায়ন করেছে ডিএসসিসি। এর বাইরে আরও ১৬৪ কোটি ৬২ লাখ টাকার কাজ করেছে সংস্থাটি।

দরপত্র পর্যালোচনায় দেখা গেছে, ১৭৪টি কাজে কোনো প্রতিযোগিতা হয়নি। এর অর্থ, যখন দরপত্র আহ্বান করা হয়েছিল, তখন প্রতিটি কাজের বিপরীতে একটি করেই দরপত্র জমা হয়েছে। এভাবে সংস্থাটি ২০৪ কোটি ৭০ লাখ টাকার কাজ বাস্তবায়ন করেছে।

> “প্রতিযোগিতা ছাড়াই এত দরপত্রের বিপরীতে কেন একটি করে প্রতিষ্ঠান দরপত্র জমা দিয়ে কাজ পেয়েছে, তদন্ত হওয়া প্রয়োজন।
>
> **ফারুক হোসেন**, প্রকিউরমেন্ট বিশেষজ্ঞ

প্রতিটি কাজে একটিমাত্র দরপত্র পড়ার কারণে একপর্যায়ে অন্তত দুটি করে দরপত্র জমা দেওয়ার নির্দেশনা দেয় কর্তৃপক্ষ। এ অবস্থায় ১২২টি কাজের বিপরীতে দুজন করে ঠিকাদার দরপত্র জমা দিয়েছেন। তবে কে কাজ পাবেন, তা আগে ঠিক করা ছিল। এ প্রক্রিয়ায় ১৭৬ কোটি ১৫ লাখ ৪০ হাজার টাকার কাজ বাস্তবায়ন করা হয়েছে।

এর বাইরে আরও ১৬৪ কোটি ৬২ লাখ টাকার আরও ১৩২টি কাজ দলীয় নেতা-কর্মীদের মধ্যে 'বিতরণ' করেছেন মেয়র শেখ ফজলে নূর তাপস।

২০২০ সালের মে মাসে ডিএসসিসির মেয়রের দায়িত্ব নেন শেখ ফজলে নূর তাপস। ছাত্র-জনতার অভ্যুত্থানের মুখে আওয়ামী লীগ সরকারের পতনের দুই দিন আগে অনেকটা গোপনে দেশ ছাড়েন তিনি।

দক্ষিণ সিটির প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা মিজানুর রহমান *প্রথম আলোকে* বলেন, ঠিকাদার ও দরপত্র চূড়ান্ত করার কাজ মূলত করপোরেশনের শীর্ষ কর্মকর্তা তথা মেয়র করেন। তিনি যেহেতু এসবের সঙ্গে সম্পৃক্ত নন, তাই এ নিয়ে তাঁর কোনো মন্তব্য নেই।

**পছন্দের উল্লেখযোগ্য কয়েকজন**

মেয়র তাপসের পূর্বসূরি মোহাম্মদ সাঈদ খোকনের সময় ৫২ কোটি টাকার কাজ করেছেন এমন একজন ঠিকাদার *প্রথম আলোকে* বলেন, যেহেতু কে কাজ করবে, তা আগেই ঠিক করা হতো, তাই তাপসের আমলে দরপত্র জমা দিয়ে টাকা খরচ করতে চাননি।

দক্ষিণ সিটির প্রকৌশল বিভাগ সূত্র বলছে, তাপস ঢাকা মহানগর দক্ষিণ আওয়ামী লীগের সভাপতি আবু আহমেদ মন্নাফি ও সাধারণ সম্পাদক হুমায়ুন আহমদকে একাধিক কাজ দিয়েছেন। এই দুই নেতার পাশাপাশি দক্ষিণ সিটির আওতাধীন প্রায় প্রতিটি থানার আওয়ামী লীগের সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদককে কাজ দেওয়া হয়েছে। ছাত্রলীগ, যুবলীগ ও স্বেচ্ছাসেবক লীগের থানা ও কেন্দ্রীয় পর্যায়ের নেতাদেরও কাজ দেওয়া হয়েছে। এর মধ্যে মন্নাফিকে দেওয়া গুলিস্তান এলাকায় একটি বহুতল ভবনের নির্মাণকাজ এখনো চলছে। এ কাজের ব্যয় ২৫ কোটি টাকা। ধানমন্ডি লেক সংস্কারের ১৫ কোটি টাকার কাজ দেওয়া হয়েছে ঢাকা মহানগর দক্ষিণ স্বেচ্ছাসেবক লীগের সভাপতি কামরুল হাসানকে (রিপন)।

আওয়ামী লীগের সভাপতিমণ্ডলীর সদস্য মোফাজ্জল হোসেন চৌধুরীকে ৩০ কোটি টাকার একটি কাজ দেওয়া হয়েছে বলে জানা গেছে। দক্ষিণ সিটির একটি বিভাগের শীর্ষস্থানীয় একজন কর্মকর্তা *প্রথম আলোকে* বলেন, 'মেয়র আমাকে ডেকে নিয়ে মায়া ভাইকে (মোফাজ্জল হোসেন) ওই কাজ দিতে বলেন। পরে মায়া ভাইকে বলেছি, এ কাজ বিক্রি করে আপনাকে টাকা পাঠিয়ে দেব।'

দক্ষিণ সিটির প্রকৌশল বিভাগের কয়েকজন কর্মকর্তা ও কর্মচারী বলেন, কাগজে-কলমে দলীয় লোকদের কাজ দেওয়া হয়েছে, এটি প্রমাণ করা অসম্ভব। বাস্তবে মেয়র সংশ্লিষ্ট প্রকৌশলীকে ডেকে কোন কাজ কাকে দিতে হবে, সেই নির্দেশনা দিতেন। পরে ওই ব্যক্তি একটি ঠিকাদারি প্রতিষ্ঠান ঠিক করতেন। মাঠপর্যায়ে ওই ঠিকাদার কাজ করলেও নির্দিষ্ট পরিমাণ টাকা মেয়রের পছন্দের ব্যক্তিকে দিয়ে দেওয়া হতো।

**তদন্ত করে ব্যবস্থা নিতে হবে**

বাংলাদেশ পাবলিক প্রকিউরমেন্ট অথরিটির সাবেক মহাপরিচালক প্রকিউরমেন্ট বিশেষজ্ঞ ফারুক হোসেন *প্রথম আলোকে* বলেন, যথাযথ প্রক্রিয়া মেনে কাজ হলে দক্ষিণ সিটিতে একাধিক দরদাতা কাজ পেতে আবেদন করতেন। যেহেতু শতাধিক দরপত্রের বিপরীতে প্রতিটিতে একজন করে দরপত্রদাতা প্রয়োজনীয় নথি জমা দিয়ে কাজ নিয়েছেন। এতে বোঝা যায়, কাজ দিতে কারসাজি করা হয়েছে। প্রতিযোগিতা ছাড়াই এত দরপত্রের বিপরীতে কেন একটি করে প্রতিষ্ঠান দরপত্র জমা দিয়ে কাজ পেয়েছে, তদন্ত হওয়া প্রয়োজন। কেউ কারসাজি করে থাকলে তাদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়া উচিত।

# দুর্গাপূজায় নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে একগুচ্ছ নির্দেশনা

**নিজস্ব প্রতিবেদক**, *ঢাকা*

আসন্ন শারদীয় দুর্গাপূজায় আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি স্বাভাবিক রাখতে পুলিশ, র‍্যাব, আনসার ও গ্রাম প্রতিরক্ষা বাহিনীর (ভিডিপি) সদস্যদের টহল জোরদার করা হবে। বাড়ানো হবে গোয়েন্দা নজরদারি। ধর্মীয় অনুভূতিতে আঘাত করে কেউ সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে মন্তব্য করে কি না, তা কঠোরভাবে নজরদারি করা হবে।

দুর্গাপূজা উপলক্ষে গতকাল বুধবার মাঠ প্রশাসন ও আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর জন্য একগুচ্ছ নির্দেশনা জারি করেছে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়। এতে আসন্ন দুর্গাপূজায় আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে কী কী পদক্ষেপ নেওয়া হবে, তা জানানো হয়েছে। স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের জননিরাপত্তা বিভাগের রাজনৈতিক-২ শাখার জ্যেষ্ঠ সহকারী সচিব মো. জহিরুল হক স্বাক্ষরিত এক অফিস স্মারকে এসব নির্দেশনা জারি করা হয়।

এতে বলা হয়, যেকোনো অনাকাঙ্ক্ষিত ঘটনা প্রতিরোধে পূর্বপ্রস্তুতি রাখতে হবে। অপ্রত্যাশিতভাবে কোনো ঘটনা ঘটার সঙ্গে সঙ্গে সংশ্লিষ্ট সবাইকে নিয়ে কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে। দুর্গাপূজা উদ্‌যাপন উপলক্ষে স্থানীয় প্রশাসন, আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীসহ সংশ্লিষ্ট সবাইকে পূজামণ্ডপ পরিদর্শন করতে হবে। সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে আপত্তিকর বা ধর্মীয় অনুভূতিতে আঘাত করে এমন কোনো বক্তব্য বা গুজব ছড়ানোর বিষয়ে সতর্কতা অবলম্বন করতে হবে।

স্মারকে আরও বলা হয়, সংশ্লিষ্ট পূজা উদ্‌যাপন কমিটিগুলোকে পূজামণ্ডপে সার্বক্ষণিক পাহারার জন্য প্রয়োজনীয় সংখ্যক স্বেচ্ছাসেবক ও পাহারাদার (পালাক্রমে দিনে অন্তত তিনজন এবং রাতে চারজন) নিয়োজিত রাখতে হবে। প্রতিটি পূজামণ্ডপে সার্বক্ষণিক সিসি ক্যামেরা স্থাপনের ব্যবস্থা নেওয়া হবে। পূজা উদ্‌যাপন উপলক্ষে পর্যাপ্তসংখ্যক পুলিশ বাহিনীর সদস্য, বিজিবি, আনসার ও ভিডিপি, র‍্যাব এবং অন্যান্য বাহিনীর সদস্য মোতায়েন নিশ্চিত করতে হবে। পূজায় হিন্দুধর্মাবলম্বীদের পাশাপাশি পূজামণ্ডপের নিরাপত্তা বিধানে সমাজের বিভিন্ন পর্যায়ের গণ্যমান্য ব্যক্তি ও ছাত্র-জনতাকে অন্তর্ভুক্ত করে মনিটরিং কমিটি গঠন করা হবে। জেলা পর্যায়ে জেলা প্রশাসকেরা এবং উপজেলা পর্যায়ে উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তারা এরূপ কমিটি গঠন করবেন।

# ১২ কেজি এলপিজির দাম বাড়ল ৩৫ টাকা

**নিজস্ব প্রতিবেদক**, *ঢাকা*

দেশে ভোক্তা পর্যায়ে তরলীকৃত পেট্রোলিয়াম গ্যাসের (এলপিজি) দাম ১২ কেজিতে এবার ৩৫ টাকা বাড়িয়েছে বাংলাদেশ এনার্জি রেগুলেটরি কমিশন (বিইআরসি)। গত মাসে ১২ কেজিতে বেড়েছিল ৪৪ টাকা।

ঘোষিত নতুন দর গতকাল বুধবার সন্ধ্যা ছয়টা থেকে কার্যকর হয়েছে। অক্টোবরের জন্য প্রতি ১২ কেজির সিলিন্ডারের দর নির্ধারণ করা হয়েছে ১ হাজার ৪৫৬ টাকা। সেপ্টেম্বরে দাম ছিল ১ হাজার ৪২১ টাকা। এলপিজির ১২ কেজি সিলিন্ডার সবচেয়ে বেশি ব্যবহৃত হয় গৃহস্থালির কাজে।

গতকাল বিইআরসি কার্যালয়ে আয়োজিত সংবাদ সম্মেলনে নতুন দর ঘোষণা করেন সংস্থাটির চেয়ারম্যান জালাল আহমেদ। সংস্থাটি প্রতি মাসেই এলপিজির দাম নির্ধারণ করে।

বিইআরসির নতুন দর অনুযায়ী, বেসরকারি এলপিজির মূল্য সংযোজন করসহ (মূসক/ভ্যাটসহ) দাম নির্ধারণ করা হয়েছে প্রতি কেজি ১২১ টাকা ৩২ পয়সা, যা গত মাসে ছিল ১১৮ টাকা ৪৪ পয়সা। এই হিসাবে বিভিন্ন আকারের এলপিজি সিলিন্ডারের দাম নির্ধারিত হবে।

সরকারি কোম্পানির সরবরাহ করা এলপিজির দাম ৬৯০ টাকা অপরিবর্তিত রাখা হয়েছে। আর গাড়িতে ব্যবহৃত এলপিজির (অটো গ্যাস) নতুন দাম নির্ধারণ করা হয়েছে প্রতি লিটার ৬৬ টাকা ৮৪ পয়সা, যা এত দিন ছিল ৬৫ টাকা ২৬ পয়সা।

**প্রকৃতি**

যুক্তরাষ্ট্রের ওয়েস্ট ভার্জিনিয়ার মাউন্ডসভিলে ফোটা আমেরিকান কাশফুল। ছবি : লেখক

# আমেরিকান কাশফুল

**মৃত্যুঞ্জয় রায়**, *কৃষিবিদ ও প্রকৃতিবিষয়ক লেখক*

এবার বাংলায় শরৎ যেন আসতে চাইছে না। যে শরতে শিশির পড়ে, নীল আকাশে সাদা মেঘের ভেলা ভাসে, শিউলি ফোটে, কাশফুলের পশমি চাদরে ঢেকে যায় নদীর পাড়, শরতের সেই স্নিগ্ধ রূপ এখনো অভিমানী মেয়ের মতো মুখ লুকিয়ে আছে। বলা নেই, কওয়া নেই হঠাৎ বৃষ্টির হানা, কোমল ধূসর মেঘের ওড়াউড়ি যেন শরৎকে দূরে সরিয়ে দিচ্ছে। জলবায়ুর পরিবর্তনে কি আমরা শরৎকেও হারিয়ে ফেলতে যাচ্ছি? দেশ থেকে যুক্তরাষ্ট্রে আসার আগে সে রকম শরৎই দেখে এলাম, শিউলি না ফুটলেও কাশফুল ফুটেছিল আমিনবাজারের জলাভূমির ধারে, রাজহাঁসের পালকের মতো শুভ্র সেসব ফুল দেখতে গিয়ে তবু মন খারাপ হলো। কোমল ফুলগুলো যেন বর্ষাভেজা হয়ে কাঁদছে, ডানা মেলতে পারছে না, কাঠির মতো পুষ্পদণ্ডের আগায় ময়লা সাদা ভেজা ত্যানার মতো জবুথবু হয়ে রয়েছে। সেই মন খারাপ নিয়েই চলে এলাম যুক্তরাষ্ট্রে।

যুক্তরাষ্ট্রেও এখন চলছে শরৎ-হেমন্তকাল, আমেরিকানদের ভাষায় ফল সিজন বা অটাম। সেপ্টেম্বরের ২২ বা ২৩ তারিখে শুরু হয়ে ডিসেম্বরের ২১ বা ২২ পর্যন্ত চার মাস চলবে এই ঋতু। বাংলার শরৎ দুই মাস ও হেমন্ত দুই মাসের। শরৎকে ইংরেজিতে বলি অটাম, হেমন্তকে লেট অটাম। এ দুটি ঋতু মিলে অর্থাৎ চার মাস ধরে যুক্তরাষ্ট্রে অটাম বা ফল সিজন। এ সময় ঠান্ডা পড়তে শুরু করে, বৃষ্টি কমে আসে। কিন্তু যে বৃষ্টিকে দেশে ছেড়ে এলাম, যুক্তরাষ্ট্রে এসেও সেই বৃষ্টির পাল্লায় পড়লাম। সপ্তাহখানেক হলো সূর্যের মুখ দেখিনি। পাহাড়ি শহর পিটসবার্গের পথ-জঙ্গল, গাছপালা সব বৃষ্টিতে ভেজা। জোরে বৃষ্টি না পড়লেও ইলশেগুঁড়ি বৃষ্টি হচ্ছে মাঝেমধ্যেই, আর আকাশ ঢেকে আছে কালচে মেঘে।

অগত্যা ঘরে বসে না থেকে বেরিয়ে পড়লাম পেনসিলভানিয়ার পিটসবার্গ থেকে ওয়েস্ট ভার্জিনিয়ার পাহাড়ি বনবিহারে। হোক বৃষ্টি, তবু দেখা তো হবে! রাস্তা-জনপদ, বনজঙ্গল, সবুজ তৃণভূমি, গ্রামের দোচালা ঘরবাড়ি—সব যেন ছবির মতো সাজানো। পাহাড় থেকে ঝিরি নেমে রাস্তার কোল দিয়ে বয়ে চলেছে। অল্প পানি, হেঁটেই পার হওয়া যায়। দেখতে দেখতে পথের দুই পাশে থাকা উঁচু-নিচু বন চিরে গাড়ি ছুটে চলেছে। শরতের রং লেগেছে এ দেশের প্রকৃতিতে। মেপলের সবুজ পাতাগুলো হলদে ও লাল হতে শুরু করেছে, পাইনের ডালগুলো হিমকুচি বরণের জন্য প্রস্তুত হচ্ছে। তবে প্রকৃতিতে এখানে অটামের যে বর্ণিল ব্যঞ্জনা, তা দেখতে হলে আরও অপেক্ষা করতে হবে। কত গাছ, মাইলের পর মাইল কেবল গাছপালা, কোনো গাছই চিনি না। দেখতে দেখতে ঘণ্টা দেড়েক পর পৌঁছে গেলাম মাউন্ডসভিলে।

হঠাৎ একটি লেকের মতো জলাশয় দেখে মনটা আনন্দে ভরে উঠল। এবার আর অচেনা

ওয়েস্ট ভার্জিনিয়ার মাউন্ডসভিলে কাশবনের অংশবিশেষ। ছবি : লেখক

গাছ নয়, চেনা গাছ চোখের সামনেঝিলের পাড়ে বাংলার চিরপরিচিত কাশফুল আর হোগলাপাতার ঝোপ। হোগলাপাতা ও কাশগাছে ফুল ফুটেছে। ঝিলকে ঘিরে চারপাশে ওপরে উঠে গেছে পাহাড়, সেসব ঢালে হলদে-সবুজ পাতাওয়ালা গাছগুলোর ছায়া পড়েছে ঝিলের স্থির জলে। বৃষ্টি নেই, রোদও নেই। পাহাড়ের ঠান্ডা বাতাস আছে। সে হাওয়ায় কাশগুচ্ছের মাথা দোলানো যেন মনে করিয়ে দিচ্ছে এক টুকরা বাংলাদেশকেই, শরতের বাংলাদেশ। কিন্তু বাংলার শরতের শুভ্রতা নেই আমেরিকান কাশফুলে। সেসব পুষ্পগুচ্ছের রং যেন পাটের আঁশের মতো ফিকে সোনালি। কিন্তু পাতা ও গাছ হুবহু বাংলার কাশফুল গাছের মতো।

গুগল সাহেবের কাছ থেকে জানা গেল, ওই ঘাসের নাম চীনা সিলভার গ্রাস, উদ্ভিদতাত্ত্বিক নাম *Miscanthus sinensis*, গোত্র পোয়েসি। তার মানে এ গাছ ধান-কাশগাছের সহোদর। বীরুৎ শ্রেণির এ গাছ বাঁচে কয়েক বছর, ১ থেকে ২ মিটার লম্বা হয়, যেখানে জন্মে সেখানে কাশগাছের মতোই ঝোপ করে ফেলে। পাতা ঘাসের মতো হলেও অনেক সরু ও লম্বা, সবুজ। পাতার চেয়ে ওপরে গুচ্ছাকারে প্রচুর ফুল ফোটে সরু কাঠির মতো দণ্ডে। মাউন্ডসভিলে থেকে ফেরার পথে রাস্তার দুই পাশে দেখলাম আরও অনেক গোছা ধরে ফোটা কাশফুল। পাশে অনেক বুনো ফুল, অজস্র গোল্ডেন রড ফুল ফুটে আছে থোকা ধরে, মাটির কাছাকাছি সাদা তারার মতো জ্বলছে বুনো ডেইজির ফুলগুলো। এমনকি শহরের মধ্যে, বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান ও কার্নেগি মেলন বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাঙ্গণেও দেখলাম এ গাছ। তাতে মনে হলো, বাংলার কাশফুল যতটা প্রাকৃতিক, আমেরিকান কাশফুল ঠিক ততটাই লালিত। আমেরিকানরা যত্ন করে লাগায় এ গাছ। আমেরিকায় এ গাছ শোভাবর্ধক গাছ হিসেবে বিভিন্ন পথের পাশে ও বাগানে লাগানো হয়। আমরা বাংলার শোভাময়ী কাশফুলকে এখনো বাগানে ঠাঁই দিতে পারিনি।

# পোশাক কারখানায় চাকরির দাবিতে বিক্ষোভ

**গাজীপুর**

সাভারের আশুলিয়ায় সেনাবাহিনীর আশ্বাসে বার্ডস গ্রুপের চারটি কারখানার শ্রমিকেরা দুই দিন পর নবীনগর-চন্দ্রা মহাসড়ক ছেড়ে দিয়েছেন।

**নিজস্ব প্রতিবেদক**, *সাভার* এবং **প্রতিনিধি**, *গাজীপুর ও জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়*

গাজীপুরের পোশাক কারখানাগুলোতে শ্রমিক নিয়োগ চালুসহ নানা দাবিতে বিক্ষোভ হয়েছে। গতকাল বুধবার নগরের ভোগড়া চৌধুরীবাড়ি এলাকায় ঢাকা-ময়মনসিংহ মহাসড়ক অবরোধ করে বিক্ষোভ দেখান এক দল ব্যক্তি। তাঁদের দাবি, বেশির ভাগ কারখানার সামনে 'শ্রমিক নিয়োগ বন্ধ' লেখা রয়েছে। এতে তাঁরা কোথাও কাজে ঢুকতে পারছেন না। এ বিক্ষোভের জেরে গতকাল জেলার ৪৭টি কারখানায় ছুটি ঘোষণা করা হয়।

বিক্ষুব্ধ শ্রমিকেরা জানান, গাজীপুরের বেশির ভাগ কারখানার সামনে লেখা আছে 'শ্রমিক নিয়োগ বন্ধ'। মাসের ১-৫ তারিখ পর্যন্ত প্রতিটি কারখানার সামনেই শত শত শ্রমিক চাকরির জন্য ভিড় করেন। শ্রমিক নিয়োগ বন্ধ থাকার কথা লেখা থাকলেও গোপনে নারী শ্রমিকদের নিয়োগ দেওয়া হচ্ছে। পুরুষ শ্রমিকেরা চাকরিতে যোগদান করার পর অযথা বিভিন্ন দাবিদাওয়া নিয়ে বিক্ষোভ করেন—এমন অভিযোগে তাঁরা পুরুষ শ্রমিকদের নিয়োগ দিচ্ছেন না।

গতকাল সকাল সাড়ে আটটার দিকে ভোগড়া এলাকায় শতাধিক শ্রমিক জড়ো হয়ে চাকরির দাবিতে ঢাকা-ময়মনসিংহ অবরোধ করে বিক্ষোভ মিছিল করেন। পরে তাঁরা বিভিন্ন কারখানার শ্রমিকদের তাঁদের সঙ্গে যোগ দেওয়ার জন্য কারখানার ফটকের সামনে গিয়ে আহ্বান জানান। তাঁরা সাড়া না দিলে ইটপাটকেল ছোড়া হয়। এ পরিস্থিতিতে প্রথমে চান্দনা চৌরাস্তা থেকে ভোগড়া পর্যন্ত সব কারখানা ছুটি ঘোষণা করা হয়। ধীরে ধীরে চান্দনা চৌরাস্তা থেকে জয়দেবপুর রোড এলাকার কারখানাগুলোতেও শ্রমিকদের ছুটি দেওয়া হয়।

গাজীপুর শিল্পাঞ্চলের পুলিশ সুপার সারোয়ার আলম *প্রথম আলোকে* বিক্ষোভের জেরে ৪৭টি কারখানা বন্ধ ঘোষণার তথ্য নিশ্চিত করেছেন। তিনি বলেন, শিল্প পুলিশ ঘটনাস্থলে গিয়ে শ্রমিকদের সঙ্গে কথা বলে পরিস্থিতি স্বাভাবিক করার চেষ্টা করছে।

অপর দিকে জেলার কালিয়াকৈরে বকেয়া বেতনের দাবিতে ঢাকা-টাঙ্গাইল মহাসড়ক অবরোধ করেন নায়াগ্রা টেক্সটাইল লিমিটেড নামের একটি পোশাক কারখানার শ্রমিকেরা। এতে কয়েক

ঢাকা-টাঙ্গাইল মহাসড়ক অবরোধ করে শ্রমিকদের বিক্ষোভ। গতকাল গাজীপুরের চন্দ্রা এলাকায়। ছবি : প্রথম আলো

কিলোমিটার যানজটের সৃষ্টি হয়। ভোগান্তিতে পড়েন মহাসড়কটি ব্যবহারকারী গণপরিবহনের যাত্রীসহ পথচারীরা।

**সেনাবাহিনীর আশ্বাসে মহাসড়ক ছাড়লেন শ্রমিকেরা**

ঢাকার অদূরে সাভারের আশুলিয়ার বাইপাইল এলাকায় নবীনগর-চন্দ্রা মহাসড়ক অবরোধ করে বিক্ষোভ করা বার্ডস গ্রুপের চারটি কারখানার শ্রমিকেরা দুই দিন পর সেনাবাহিনীর আশ্বাসে মহাসড়ক ছেড়ে দিয়েছেন। বকেয়া বেতনসহ শ্রমিক-কর্মচারীদের সার্ভিস বেনিফিট ও ক্ষতিপূরণ বাবদ পাওনা টাকা পরিশোধের দাবিতে গত সোমবার থেকে শ্রমিকেরা মহাসড়ক অবরোধ করে বিক্ষোভ করছিলেন। গতকাল দুপুরে সেনাবাহিনী ও পুলিশের সদস্যরা সমস্যা সমাধানে কারখানার মালিককে শ্রমিকদের সামনে হাজির করার আশ্বাস দিলে শ্রমিকেরা সড়ক ছেড়ে দিয়ে কারখানার সামনে অবস্থান নেন।

বার্ডস গ্রুপের একটি কারখানার এক শ্রমিক *প্রথম আলোকে* বলেন, 'সকালে সেনাবাহিনী আসছিল। তারা আমাদের বলেছে, সেনাবাহিনী আপনাদের সাথে আছে। আপনাদের মালিক পলাতক আছে, তাকে খোঁজার চেষ্টা চলছে। আমাদের দাবিদাওয়া পূরণের ব্যাপারে তারা আমাদের প্রতিশ্রুতি দিয়েছে।'

পুলিশ ও শ্রমিকদের সঙ্গে কথা বলে জানা যায়, গত রোববার বার্ডস গ্রুপের পক্ষ থেকে শ্রমিক, কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের পাওনা পরিশোধের জন্য তিন মাসের সময় বর্ধিতকরণের নোটিশ দেওয়া হয়। নোটিশে কর্তৃপক্ষ বিভিন্ন সীমাবদ্ধতার কথা উল্লেখ করে বকেয়া পরিশোধ করতে তিন মাস সময় চায়। নোটিশের পর শ্রমিকেরা বকেয়া পাওনার দাবিতে বাইপাইলে নবীনগর-চন্দ্রা মহাসড়ক অবরোধ করে বিক্ষোভ শুরু করেছিলেন।

# ডেঙ্গুতে আবারও এক দিনে ৮ জনের মৃত্যু

**নিজস্ব প্রতিবেদক**, *ঢাকা*

দেশে ডেঙ্গুতে আক্রান্ত হয়ে ২৪ ঘণ্টায় আটজনের মৃত্যু হয়েছে। এর আগে গত রোববারও ডেঙ্গুতে এক দিনে সর্বোচ্চ আটজনের মৃত্যুর তথ্য দিয়েছিল স্বাস্থ্য অধিদপ্তর। এ নিয়ে চলতি বছর ডেঙ্গুতে ১৭৪ জনের মৃত্যু হলো।

গতকাল বুধবার স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানানো হয়। এতে বলা হয়েছে, সর্বশেষ ২৪ ঘণ্টায় (মঙ্গলবার সকাল আটটা থেকে বুধবার সকাল আটটা পর্যন্ত) ডেঙ্গু নিয়ে ১ হাজার ১৭ জন হাসপাতালে ভর্তি হয়েছেন। এ সময় ডেঙ্গুতে আক্রান্ত হয়ে ঢাকা দক্ষিণ সিটি করপোরেশনে চারজন, খুলনা বিভাগে তিনজন ও ঢাকা উত্তর সিটি করপোরেশনে একজন রোগী মারা গেছেন।

স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের বিজ্ঞপ্তি বিশ্লেষণ করে দেখা গেছে, সর্বশেষ ২৪ ঘণ্টায় ডেঙ্গু নিয়ে সর্বোচ্চ ২২৫ রোগী ঢাকা উত্তর সিটি করপোরেশনের বিভিন্ন হাসপাতালে ভর্তি হয়েছেন। এরপর ঢাকা বিভাগের বিভিন্ন হাসপাতালে ২১৬ জন, ঢাকা দক্ষিণ সিটিতে ১৬৬, চট্টগ্রাম বিভাগে ১৫০, খুলনা বিভাগে ৯২, বরিশাল বিভাগে ৭৬, রাজশাহী বিভাগে ৩৩, রংপুর বিভাগে ৩১, ময়মনসিংহ বিভাগে ২৪ ও সিলেট বিভাগের বিভিন্ন হাসপাতালে ডেঙ্গু নিয়ে ৪ জন ভর্তি হয়েছেন।

বাংলাদেশের ইতিহাসে ডেঙ্গুতে সর্বোচ্চ সংক্রমণ ও মৃত্যু হয় গত বছর। তখন ৩ লাখ ২১ হাজার ১৭৯ মানুষ ডেঙ্গুতে আক্রান্ত হয়ে হাসপাতালে ভর্তি হন। আর মৃত্যু হয় ১ হাজার ৭০৫ জনের। গত বছর ডেঙ্গুতে সবচেয়ে বেশি ৩৯৬ জনের মৃত্যু হয়েছিল সেপ্টেম্বর মাসে। ওই সময় ডেঙ্গু নিয়ে হাসপাতালে ভর্তি হয়েছিলেন ৭৯ হাজার ৫৯৮ জন।

স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের তথ্যমতে, চলতি বছর এ পর্যন্ত ডেঙ্গু নিয়ে হাসপাতালে ভর্তি হয়েছেন ৩৩ হাজার ৯৯ জন। এ বছর ডেঙ্গুতে সবচেয়ে বেশি ৯৩ ডেঙ্গু রোগীর মৃত্যু হয়েছে ঢাকা দক্ষিণ সিটি করপোরেশনের বিভিন্ন হাসপাতালে। এরপর ২৫ জনের মৃত্যু হয়েছে ঢাকা উত্তর সিটি করপোরেশনের বিভিন্ন হাসপাতালে। ডেঙ্গুতে মারা যাওয়া ব্যক্তিদের মধ্যে ৫১ দশমিক ১ শতাংশ নারী ও ৪৮ দশমিক ৯ শতাংশ পুরুষ।

এ বছর ডেঙ্গুতে সবচেয়ে বেশি আক্রান্ত ও মারা যাচ্ছে ২১ থেকে ২৫ বছর বয়সীরা। এই বয়সী ব্যক্তিদের মধ্যে আক্রান্তের সংখ্যা ৫ হাজার ১০২। আর মারা যাওয়া ব্যক্তির সংখ্যা ২১। চলতি বছর এখন পর্যন্ত ডেঙ্গু নিয়ে হাসপাতালে ভর্তি হওয়া রোগীর মধ্যে ৬৩ দশমিক ১ শতাংশ পুরুষ ও ৩৬ দশমিক ৯ শতাংশ নারী।

আজকের পত্রিকা এবং ইতিহাসের পাতা থেকে...

# দৈনিক আপডেট

০২ অক্টোবর, ২০২৪
১৭ আশ্বিন, ১৪৩১
২৮ রবিউল আউয়াল, ১৪৪৬

- আন্তর্জাতিক অহিংসা দিবস কবে পালিত হয়?
  উত্তর: প্রতিবছর ২রা অক্টোবর।
- বৈদেশিক মুদ্রার সংকট কাটিয়ে উঠতে বাংলাদেশকে কী পরিমাণ বাজেট সহায়তা দেবে AIIB?
  উত্তর: ৭০ কোটি ডলার।
- সেপ্টেম্বর মাসে মোট প্রবাসী আয়ের পরিমাণ কত?
  উত্তর: ২৪০ কোটি ডলার। (বেড়েছে ৮০%)
- নৌ পরিবহন মন্ত্রণালয়ের প্রস্তাবিত নতুন নাম কী?
  উত্তর: জাহাজ ও বন্দর মন্ত্রণালয়।
- এশিয়ান ইনফ্রাস্ট্রাকচার ইনভেস্টমেন্ট ব্যাংক (AIIB) এর বর্তমান সভাপতি কে?
  উত্তর: জিন লিকুন।
- মালয়েশিয়ার বর্তমান প্রধানমন্ত্রীর নাম কী?
  উত্তর: আনোয়ার ইব্রাহিম। (৪ অক্টোবর তিনি বাংলাদেশে আসবেন)
- 'হিউনমুউ-৫' কী?
  উত্তর: দক্ষিণ কোরিয়ার নির্মিত শক্তিশালী ব্যালিস্টিক ক্ষেপণাস্ত্র।
- ন্যাটোর বর্তমান মহাসচিবের নাম কী?
  উত্তর: ডাচ প্রধানমন্ত্রী মার্ক রুত্তে।
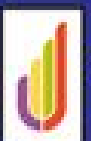
২ অক্টোবর, ২০২৪

- সেপ্টেম্বর, ২০২৪ মাসে বাংলাদেশে প্রবাসী আয় এসেছে- ২৪০ কোটি ডলার।
- বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট প্রতিষ্ঠিত হয়েছে- ১৯৭০ সালের ১ অক্টোবর।
- বিমসটেকের পরবর্তী শীর্ষ বৈঠক অনুষ্ঠিত হবে- নভেম্বর মাসে, থাইল্যান্ডে।
- ইসরায়েলের ভূখন্ড লক্ষ্য করে ইরান ১৮০টি ক্ষেপণাস্ত্র নিক্ষেপ করে- ১ অক্টোবর।
- ইরানি ক্ষেপনাস্ত্র হামলায় ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে- ইসরায়েলের নেভাতিম বিমানঘাঁটি।
- ইরানের রাষ্ট্রীয় বার্তা সংস্থার নাম- ইরনা।
- ন্যাটোর নতুন মহাসচিব- মার্ক রুত্তে(নেদারল্যান্ডস)।

আজকের

# সংবাদপত্র থেকে MCQ

১. দেশে কয়টি পল্লী উন্নয়ন একাডেমি রয়েছে?

ক. ৩টি
খ. ৪টি
গ. ৫টি
ঘ. ৭টি

২. 'বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন একাডেমি' (BARD) কোথায় অবস্থিত?

ক. জামালপুর
খ. রংপুর
গ. বগুড়া
ঘ. কুমিল্লা

৩. বঙ্গোপসাগরের উপকূলবর্তী দেশসমূহের জোট BIMSTEC-এর সদস্য কয়টি?

ক. ৫টি
খ. ৭টি
গ. ৮টি
ঘ. ১১টি

৪. BIMSTEC জোটের সদরদপ্তর কোথায় অবস্থিত?

ক. ডাম্বুলা, শ্রীলঙ্কা
খ. দিল্লি, ভারত
গ. ব্যাংকক, থাইল্যান্ড
ঘ. ঢাকা, বাংলাদেশ

৫. আয়তনে বিশ্বের সর্ববৃহৎ দেশ কোনটি?

ক. চীন
খ. ভারত
গ. কানাডা
ঘ. রাশিয়া

৬. সামরিক জোট ন্যাটোর বর্তমান মহাসচিব (Secretary General) কে?

ক. জেনস স্টলটেনবার্গ
খ. জো বাইডেন
গ. মার্ক রুতা
ঘ. জো রুট

৭. 'মার্ক রুতা' কোন দেশের সাবেক প্রধানমন্ত্রী?

ক. জাপান
খ. নরওয়ে
গ. নেদারল্যান্ডস
ঘ. কানাডা

৮. ব্রিটিশ বিরোধী অহিংস ও অসহযোগ আন্দোলনের প্রবর্তক কে?

ক. ক্ষুদিরাম বসু
খ. মহাত্মা গান্ধী
গ. গৌতম বুদ্ধ
ঘ. সূর্য সেন

৯. 'লাদাখ' কোন দেশের পর্যটন নগরী?

ক. চীন
খ. মিয়ানমার
গ. ভারত
ঘ. মঙ্গোলিয়া

১০. 'উত্তরের খেপ' উপন্যাসটির রচয়িতা কোন সাহিত্যিক?

ক. শওকত আলী
খ. আক্তারুজ্জামান ইলিয়াস
গ. আবু ইসহাক
ঘ. আবুল ফজল

## সঠিক উত্তর:

| ১. ক | ২. ঘ | ৩. খ | ৪. ঘ | ৫. ঘ | ৬. গ | ৭. গ | ৮. খ | ৯. গ | ১০. ক |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

## আন্তর্জাতিক সংবাদ:

তারিখ: ০২ অক্টোবর, ২০২৪
রোজ: বুধবার

### ✍ জাতিসংঘে 'ইউনাইটিং ফর পিস রেজল্যুশন' পাস হয়েছে কবে?

উত্তর: ১৯৫০ সালে।

[জাতিসংঘে ১৯৫০ সালে পাস হওয়া 'ইউনাইটিং ফর পিস রেজল্যুশন'-এ বলা আছে, নিজেদের মধ্যে মতভেদের কারণে নিরাপত্তা পরিষদের পাঁচ স্থায়ী সদস্য যদি বিশ্বশান্তি বজায় রাখতে ব্যর্থ হয়, তবে জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদ এগিয়ে আসতে পারবে। এ প্রস্তাবের কথা উল্লেখ করে তুরস্কের প্রেসিডেন্ট রিসেপ তাইয়েপ এরদোয়ান বলেন, সাধারণ পরিষদের উচিত ইসরায়েলের বিরুদ্ধে বলপ্রয়োগের পরামর্শ দেওয়া।] সূত্র- প্রথম আলো।

Image Ref. BBC

### ✍ মেক্সিকোর প্রথম নারী প্রেসিডেন্ট কে?

উত্তর: ক্লডিয়া শেইনবম।

[স্বাধীনতার ২০০ বছরে প্রথমবার নারী প্রেসিডেন্ট নির্বাচন করেছে মেক্সিকো। মঙ্গলবার (১ অক্টোবর) শপথ গ্রহণের মাধ্যমে এই দায়িত্ব নিয়েছেন ক্লডিয়া শেইনবম। গত জুনে অনুষ্ঠিত নির্বাচনে ৬০ শতাংশ ভোটে বিজয়ী হয়েছিলেন শেইনবম। জলবায়ুবিজ্ঞানী থেকে রাজনীতিতে আসা শেইনবম মেক্সিকো সিটির মেয়র হিসেবেও দায়িত্ব পালন করেছেন।] সূত্র- কালেরকণ্ঠ।

Image Ref. Samkal

### ✍ 'অপারেশন নর্দান অ্যারোস' কী?

উত্তর: লেবাননে ইসরায়েলের স্থল হামলার অভিযান।

[লেবাননে স্থল হামলা শুরু করেছে দখলদার ইসরায়েল।লেবাননে ইসরায়েলের নতুন স্থল অভিযানের নাম দেওয়া হয়েছে 'অপারেশন নর্দান অ্যারোস'। ইসরায়েলি বাহিনী জানিয়েছে, হামলাটি চালানো হচ্ছে স্থল, আকাশ এবং কামান বাহিনীর সমন্বয়ে।] সূত্র- সমকাল।

Image Ref. BBC

### ✍ বিশ্ব অহিংস দিবস পালিত হয় কবে?

উত্তর: ২ অক্টোবর।

[আজ বিশ্ব অহিংস দিবস। প্রতি বছর ২ অক্টোবর মহাত্মা গান্ধীর জন্মদিনটিকে অহিংস দিবস হিসেবে পালন করা হয়। ভারতে এই দিনটি গান্ধী জয়ন্তী হিসেবে পালিত হয়। ভারতের জাতির পিতা মহাত্মা মোহনদাস করমচাঁদ গান্ধীর (মহাত্মা গান্ধী) ১৫৫তম জন্মদিন।১৯৪৮ সালের ৩০ জানুয়ারি মহাত্মা গান্ধী নাথুরাম গডসে নামের এক ব্যক্তির গুলিতে নিহত হন।] সূত্র- ঢাকা টাইমস।

Image Ref. India today

## জাতীয় সংবাদ:

তারিখ: ০২ অক্টোবর, ২০২৪
রোজ: বুধবার

| | |
|---|---|
| **জাতীয় পথশিশু দিবস কবে?**<br>উত্তর: ২ অক্টোবর।<br>[শিশুর সুরক্ষা ও তাদের অধিকার প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে প্রতিবছর ২ অক্টোবর বাংলাদেশে দিবসটি পালিত হয়।'দ্য কোয়ালিটি স্টাডি অন চিলড্রেন লিভিং ইন স্ট্রিট সিচুয়েশনস ইন বাংলাদেশ ২০২৪' প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, দেশে ৩৪ লাখ পথশিশু রয়েছে। অন্যদিকে, বিবিএস 'সার্ভে অন স্ট্রিট চিলড্রেন ২০২২' প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, পথশিশুদের প্রতি ১০ জনের ৮ জনই পথচারীদের দ্বারা নির্যাতনের বা হয়রানির শিকার হয়।] সূত্র- ঢাকা পোস্ট। | <br>Image Ref.<br>নিউজ জোন |
| **বাংলাদেশকে ৭০ কোটি ডলার বাজেট সহায়তা প্রদান করবে-**<br>উত্তর: এশিয়ান ইনফ্রাস্ট্রাকচার ইনভেস্টমেন্ট ব্যাংক (এআইআইবি)।<br>[বাংলাদেশকে ৭০ কোটি ডলার বাজেট সহায়তা দেবে এশিয়ান ইনফ্রাস্ট্রাকচার ইনভেস্টমেন্ট ব্যাংক (এআইআইবি)। বাংলাদেশি মুদ্রায় এ অর্থের পরিমাণ প্রায় আট হাজার ৪০৩ কোটি ৫০ লাখ টাকা (প্রতি ডলার ১২০ দশমিক ০৫ টাকা ধরে)। অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগ (ইআরডি) সূত্রে এ তথ্য জানা গেছে।] সূত্র- ইনকিলাব। | <br>Image Ref.<br>উইকিপিডিয়া |
| **গ্রামীণ ব্যাংক পূর্ণাঙ্গ ব্যাংক হিসেবে আনুষ্ঠানিক যাত্রা শুরু করে কবে?**<br>উত্তর: ২ অক্টোবর, ১৯৮৩ সাল।<br>[বাংলাদেশে ১৯৮৩ সালের ২অক্টোবর একটি পূর্ণাঙ্গ ব্যাংক হিসেবে আনুষ্ঠানিক জন্ম হয় গ্রামীণ ব্যাংকের। কিন্তু এর ভিত্তি রচিত হয়েছিলো ১৯৭৬ সালে চট্টগ্রামের জোবরা গ্রামে। চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের তৎকালীন 'রুরাল ইকনোমিকস প্রোগ্রামের' প্রধান অধ্যাপক মুহাম্মদ ইউনুসের একটি মাঠ গবেষণা ও ব্যাংকঋণ সরবরাহের সম্ভাব্যতা থেকেই গ্রামীণ ব্যাংকের সূচনা।] সূত্র- বিবিসি। | <br>Image Ref.<br>জাগো নিউজ |
| **বাংলাদেশের কোন জেলায় কঠিন শিলা খনি রয়েছে?**<br>উত্তর: দিনাজপুর।<br>[বাংলাদেশের দিনাজপুর জেলার পার্বতীপুর উপজেলার মধ্যপাড়ায় কঠিন শিলা বা গ্রানাইটের খনি রয়েছে।১৯৭৪ সালে এখানে প্রথম কঠিন শিলা খনি আবিষ্কৃত হয়। পরবর্তীতে ২০০৭ সালের পর এখান থেকে শিলা উত্তোলন শুরু হয়।বর্তমানে খনিতে ৫টি সাইজে পাথর উৎপাদিত হচ্ছে ৫-২০ (৩-৪) মিমি, ২০-৪০ মিমি, ৪০-৬০ মিমি (ব্লাস্ট), ৬০-৮০ মিমি ও বোল্ডার।] সূত্র- বাংলা নিউজ২৪। | <br>Image Ref.<br>বাসস |

thedailystar.net/star-multimedia

জাতিসংঘ মহাসচিবকে 'ইসরায়েলবিরোধী, সন্ত্রাসবাদী, ধর্ষক ও খুনিদের সমর্থক' হিসেবে অভিযুক্ত

The Daily Star

# যে কারণে নিয়মিত পত্রিকা পড়া প্রয়োজন

নিয়মিত পত্রিকা পড়া ব্যক্তির মানসিক ও জ্ঞানগত উন্নয়নে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রাখে। যে কারণে পড়া প্রয়োজন:

**১. বর্তমান ঘটনার সাথে আপডেট থাকা:** পত্রিকা পড়ে প্রতিদিনের বিশ্ব পরিস্থিতি সম্পর্কে জানা যায়। এটি আপনাকে সমাজ ও বিশ্বের সাথে সংযুক্ত রাখে।

**২. সমাজ সচেতনতা বৃদ্ধি:**
পত্রিকায় স্থানীয় ও আন্তর্জাতিক গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে আলোচনা থাকে, যা একজনকে সমাজ সম্পর্কে সচেতন করে।

**৩. ভাষাগত দক্ষতা উন্নয়ন:**
নিয়মিত পত্রিকা পড়া নতুন শব্দ, বাক্য গঠন এবং ভাষা শেখার চমৎকার একটি মাধ্যম।

**৪. জ্ঞান বৃদ্ধি:**
বিভিন্ন ক্ষেত্র যেমন বিজ্ঞান, প্রযুক্তি, স্বাস্থ্য, শিক্ষা ইত্যাদি বিষয়ে জ্ঞান বাড়াতে সাহায্য করে।

**৫. সার্বিক জ্ঞানের বিস্তার:**
পত্রিকা বিভিন্ন বিষয় নিয়ে প্রতিবেদন প্রকাশ করে, যা সমগ্র পৃথিবীর জ্ঞানের ভিত্তি তৈরি করে।

**৬. চিন্তাশক্তি ও বিশ্লেষণ ক্ষমতা বৃদ্ধি:** বিভিন্ন মতামত ও বিশ্লেষণ পড়ে সমালোচনামূলক চিন্তাধারা ও বুদ্ধি বিকাশ হয়।

**৭. অর্থনৈতিক জ্ঞান বৃদ্ধি:**
পত্রিকায় বিভিন্ন অর্থনৈতিক খবর যেমন শেয়ার বাজার, বিনিয়োগ, মুদ্রাস্ফীতি ইত্যাদি প্রকাশিত হয় যা অর্থনৈতিক সিদ্ধান্ত গ্রহণে সহায়ক।

**৮. পেশাগত দক্ষতা উন্নয়ন:**
পত্রিকা পড়া বিভিন্ন পেশাদার ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় তথ্য ও সংবাদ সরবরাহ করে, যা পেশাগত দক্ষতা বাড়ায়।

**৯. ইতিহাস ও সংস্কৃতি সম্পর্কে ধারণা:**
বিভিন্ন ঐতিহাসিক ও সাংস্কৃতিক ঘটনার প্রতিবেদন পড়ে সংস্কৃতি ও ইতিহাস সম্পর্কে জ্ঞান বাড়ে।

**১০. দৃষ্টিভঙ্গি বিস্তার:**
পত্রিকায় বৈচিত্র্যময় বিষয়ে প্রতিবেদন থাকে, যা জীবনের বিভিন্ন দিক সম্পর্কে দৃষ্টিভঙ্গি বিস্তৃত করে।

**১১. সামাজিক ও রাজনৈতিক সচেতনতা:** পত্রিকা পড়ার মাধ্যমে বিভিন্ন রাজনৈতিক বিষয় সম্পর্কে সচেতন হওয়া যায় এবং সামাজিক সমস্যা সম্পর্কে ধারণা পাওয়া যায়।

১২. লেখার ক্ষমতা উন্নয়ন:
নিয়মিত পত্রিকা পড়লে বাক্য গঠন, কীভাবে সঠিকভাবে মতামত প্রকাশ করতে হয় তা শেখা যায় যা লেখার ক্ষমতা বাড়ায়।